মালতী-মাধব।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

কলিকাতা
২৬ নং স্কট্‌স্‌ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৭ সাল।

মূল্য ১।৵০ আনা।

অনুবাদকের মন্তব্য।

"মালতী-মাধব" কোন পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া বিরচিত হয় নাই। ইহার আখ্যান-বস্তু সমস্তই মহাকবি ভবভূতির স্বকপোল-কল্পিত। ইহা দশ অঙ্কে বিভক্ত এবং ইহা "প্রকরণ"-শ্রেণীয় নাটকের অন্তর্গত। কবি-কল্পিত লৌকিক বৃত্তান্ত লইয়াই প্রকরণ রচিত হইয়া থাকে। প্রকরণের নায়ক—বিপ্র, অমাত্য অথবা বণিক।

কাশ্মীরের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ভবভূতি খৃষ্টোত্তর অষ্টম শতাব্দিতে আবির্ভূত হয়েন। প্রথমে ইনি কনৌজের রাজা যশোবর্ম্মার আশ্রয়ে ছিলেন, পরে কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্য কনৌজ-রাজকে পরাভূত করিলে, ভবভূতি বিজয়ী রাজার সমভিব্যাহারে কাশ্মীরে যাত্রা করেন।

ভবভূতি দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী। তাই তাঁহার রচনায় গিরি-নদী অরণ্য-সঙ্কুল প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভুরি ভুরি বর্ণনা লক্ষিত হয়।

মালতী-মাধব-প্রকরণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, সে সময়ে, অবরোধ প্রথা প্রবল ছিল না। দেখা যায়, মালতী হস্তি-পৃষ্ঠে সখীগণ সমভিব্যাহারে মদনোদ্যানে যাত্রা করিতেছেন এবং সেখানে সেই মদনোৎসবের জনতার মধ্যে অবাধে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। সেই জন্যই তখন স্ত্রীপুরুষের মধ্যে "তারা-মৈত্রী", "চক্ষু-রাগ", বা প্রথম দর্শনের ভালবাসার সুযোগ ও অবসর হইত।

আরো জানা যায় সে সময়ে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে বিদ্বেষ-ভাব দূরে থাকুক, পরস্পরের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাভক্তি ছিল এবং বৌদ্ধধর্ম্মও

কতকটা হিন্দুধর্ম্মের উদার বক্ষে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। তখন সেই কাপালিক সম্প্রদায়েরও বিলক্ষণ প্রভাব ছিল।

কালিদাস ও ভবভূতি সংস্কৃত-সাহিত্য-গগনে দুইটি উজ্জ্বলতম তারা। উভয়ের মধ্যে কে উজ্জ্বলতর বলা সুকঠিন। উভয়েরই নিজত্ব ও বিশেষত্ব আছে। তবে, স্থানে স্থানে কালিদাসের ছায়া ভবভূতির রচনার মধ্যে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী মহাকবিদের প্রভাব যে পরবর্ত্তী কবিদের রচনায় কিয়ৎ-পরিমাণে সংক্রামিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি?—উহা স্বাভাবিক।

আমার মনে হয়, নাট্য-কলার হিসাবে কালিদাস ভবভূতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মালতী-মাধবের একস্থলে এই কলা-কৌশলের অভাব বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। যে স্থলে মালতী লবঙ্গিকা-ভ্রমে মাধবকে আলিঙ্গন করে, সেই স্থলটি ঠিক্ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। মাধব স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশ ধারণ করে নাই—লবঙ্গিকার ভাষার অনুকরণে কোন বাক্যালাপ করিতে চেষ্টা করে নাই—কেবল, মাধব সেই সময়ে লবঙ্গিকার স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—এই মাত্র। ইহাতে অতটা ভুল হওয়া কি স্বাভাবিক? সে সময়ে মালতীর চক্ষু কতকটা বাষ্প জলে রুদ্ধ ছিল বটে এবং কবির কথার আভাষে মনে হয়—সেই জন্যই মালতীর এইরূপ ভুল হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে ক্ষণিক ভুল হওয়াই সম্ভব, অতক্ষণ ধরিয়া ভুলক্রমে আলিঙ্গন ও বাক্যালাপ করাটা ঠিক্ মনে হয় না।

কালিদাস ও ভবভূতি উভয়েরই কবিত্ব শক্তি অসাধারণ। কেহ কেহ বলেন, আদিরসে কালিদাস অদ্বিতীয়। আমার মতে, এ বিষয়ে ভবভূতিও বড় কম নহেন। মালতী-মাধব পাঠ করিলেই ইহা বিলক্ষণ প্রতীতি হয়। তবে, একটা কথা এই মনে হয়, কালিদাসের অপেক্ষা ভবভূতির আদিরসের বর্ণনায়, একটু যেন বেশি রক্ত-মাংসের সংস্রব

আছে। এক বিষয়ে ভবভূতিকে কালিদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। হৃদয়ের প্রবল আবেগ প্রকাশে ও করুণারসের বর্ণনায় ভবভূতি অদ্বিতীয়। সাধারণতঃ কালিদাসের রচনা অপেক্ষা ভবভূতির রচনায় অধিকতর রস-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। মালতী-মাধবে আদি, ভয়ানক ও বিভৎস এই তিন রসের বিলক্ষণ প্রাচুর্ভাব।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কালিদাসের রচনা—পরিপাটী পরিচ্ছন্ন সুন্দর সুমার্জ্জিত সুবিন্যস্ত সুরম্য উদ্যান এবং ভবভূতির রচনা—সুন্দর ভীষণ বীভৎসময় নিবীড় জটিল বিপুল মহারণ্য !

ভ্রম-শুদ্ধি।

১১৯ পৃষ্ঠায় প্রথম কবিতাটিতে

"তবে কি নাহিক তব
কিছুমাত্র দয়ামায়া মাধবের পরে" ইহার পরিবর্ত্তে

এইরূপ হইবে যথা :—

"তবে কি মাধব পরে
দয়া মায়া স্নেহ তব নাহিক কিঞ্চিত ?"

পাত্রগণ।

পুরুষ-বর্গ।

মাধব ... মালতীর প্রেমাকাঙ্খী।

মকরন্দ ... মাধবের মিত্র ও মদয়ন্তিকার প্রেমাকাঙ্খী।

কলহংস ... মাধবের পরিচারক।

অঘোর ঘণ্ট... চামুণ্ডা-মন্দিরের পুরোহিত।

একজন দূত।

স্ত্রীবর্গ।

মালতী ... অমাত্য ভূরিবসুর দুহিতা, মাধবের প্রেমাকাঙ্খিনী

মদয়ন্তিকা ... নন্দনের ভগিনী, মালতীর সখী, ও
মকরন্দের প্রেমাকাঙ্খিনী।

কামন্দকী ... বৌদ্ধ তাপসী।

কপালকুণ্ডলা চামুণ্ডার পুরোহিতা।

সৌদামিনী .. কামন্দকীর শিষ্যা ও সিদ্ধা যোগিনী।

লবঙ্গিকা ... মালতীর সখী।

বুদ্ধরক্ষিতা } কামন্দকীর শিষ্যা-দ্বয়।
অবলোকিতা }

পরিচারিকাগণ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পদ্মাবতীর রাজা।

নন্দন ... রাজার নর্ম্ম-সখা ও মদয়ন্তিকার ভ্রাতা।

ভূরিবসু ... রাজার মন্ত্রী, মালতীর পিতা।

দেবরাত... মাধবের পিতা ও কুন্দিনীপুরের অমাত্য।

মালতী-মাধব

প্রথমাঙ্ক।
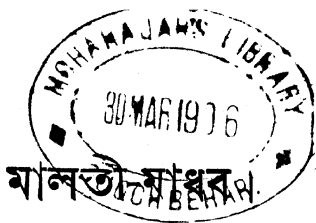
প্রস্তাবনা।

নান্দী।

নৃত্য করে শূলপাণি তাধিয়া তাধিয়া
মৃদঙ্গ বাজায় নন্দী আনন্দে মাতিয়া।
তাহা শুনি ডাকি উঠে কার্ত্তিক-ময়ূরে,
ফণি-পতি ভয়ে পশে গণপতি-শুঁড়ে।
চীৎকার করিয়া কাঁপে ভয়ে গজানন,
গণ্ড হতে ভৃঙ্গ গুঞ্জি করে পলায়ন।
এই সেই সিদ্ধিদাতা দেব বিনায়ক
চিরকাল তোমাদের হউন রক্ষক॥

অপিচ ঃ—

ভুজঙ্গ-লতিকা-মালে বদ্ধ জটাজাল,
চূড়াদশে বিভুষিত কপালের মাল,
মন্দাকিনী-অম্বুরাশি ঝরিতেছে তায়,
ললাটে লোচন-জ্যোতি বিদ্যুতের প্রায়,

কোমল কেতক-শিখা-সম ইন্দু শোভে,
রক্ষুন শঙ্কর সেই তোমাদের সবে॥

অপিচ ঃ—

নয়নে পক্ষ্মের পাঁতি, পিঙ্গল বিদ্যুৎ-ভাতি
ঈষৎ মেলিলে যাহা বিশ্ব ভস্ম হয়
তাপি' যার তাপে ইন্দু, সুধামৃত বিন্দু বিন্দু
ঝঙ্কারিয়া মৃদুমন্দ অপাঙ্গেতে বয়,
সেই শম্ভু ত্রিনয়ন, মদন-তনু-দহন
রক্ষণ করুন সবে নাশি' দুঃখ-ভয়॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধার।

বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। (পূর্ব্বদিকে অবলোকন করিয়া) ভগবান সূর্য্যদেব! তুমি ধরণীর শেষ দ্বীপটি পর্য্যন্ত আলোকিত করেছ—এখন তোমার পূর্ণ উদয়! তোমাকে নমস্কার!

তেজের আধার শুভ, তুমি দেব বিশ্বের মূরতি!
বহিতে এ কার্য্য-ভার, পারি যাতে, দেহ গো শকতি।
দুর কর জগন্নাথ, সর্ব্ব পাপ, প্রণমি ও-পদে।
কল্যাণ বিতর তুমি, ভগবান্, নিবার বিপদে॥

(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া)

দেখ নট-চূড়ামণি, এখন রঙ্গভূমির সমস্ত শুভ কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়েছে, সমস্ত আয়োজনও প্রস্তুত। এক্ষণে ভগবান কালপ্রিয়নাথের উৎসব উপলক্ষে, দিগ্‌দিগন্তবাসী মহোদয়েরা এখানে সমবেত হয়েছেন এবং এই শাস্ত্রবিশারদ বিদ্বজ্জন-মণ্ডলী আমাকে এই আদেশ করচেন যে, কোন নূতন "প্রকরণ"-নাটক অভিনয় করে'

যেন সকলের চিত্ত-বিনোদন করা হয়। কিন্তু এখন নটেদের এরূপ উদাসীন ভাব দেখচি কেন ?

(সূত্রধারের সহকারী পারিপার্শ্বিক নটের প্রবেশ।)

নট।—মহাশয়! কিরূপ গুণ-বিশিষ্ট নাটক অভিনয় করা দর্শক মণ্ডলীর অভিপ্রায় তা তো আমরা জানি না।

সূত্রধার।—আচ্ছা, বল দেখি নটবর, মহামান্য শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণেরা নাটকের কোন্ কোন্ গুণের কথা উল্লেখ করে' থাকেন ?

নট।—সেই গুণগুলি এই :—বিবিধ গভীর রসের অবতারণা ; নায়ক নায়িকার হৃদ্গত প্রণয়-চেষ্টার বর্ণনা ; মদন-ব্যাপারে উদ্ধত বীরত্ব ; বিচিত্র উপন্যাস-কথা এবং সরস বাক্-নৈপুণ্য।

সূত্রধার।—তাই যদি হয়, তবে আমার মনে পড়েছে।

নট।—কোন্ নাটকটি বলুন দিকি।

সূত্র।—দক্ষিণাপথে, বিদর্ভ দেশে, পদ্মপুর নামে এক নগর আছে। সেখানে, তৈত্তিরীয়-শাখাধ্যায়ী, কাশ্যপ-গোত্রীয়, চরণ-গুরূপদিষ্ট পংক্তি-পাবন, পঞ্চাগ্নি-সেবক, ব্রতপরায়ণ, সোমপায়ী কতকগুলি ব্রাহ্মণ বাস করতেন।

সেই সে শ্রোত্রিয়গণ, তত্ত্বনির্দ্ধারণ-তরে
করিতেন সমাদরে বেদ অধ্যয়ন,
পুণ্য-তরে অর্থার্জ্জন, সন্তানার্থ দারগ্রহ,
তপস্যার্থ করিতেন আয়ুতে যতন॥

সেই বংশোদ্ভূত সুগৃহীত-নামা গোপাল ভট্টের পৌত্র এবং পবিত্র-কীর্ত্তি নীলকণ্ঠ ও জাতুকর্ণী দেবীর পুত্র, শ্রীকণ্ঠ-উপাধিধারী ভবভূতি ভট্টাচার্য্য। আন্তরিক সৌহার্দ্দ্য-সূত্রে আমাদের এই নট-

সম্প্রদায়ের সহিত এই কবি বিশেষরূপে পরিচিত। তাই ইনি পূর্ব্বোক্ত গুণে ভূষিত তাঁর স্বরচিত একটি নাটক আমাদের হস্তে অর্পণ করেন। তাতে এই কবিতাটি সন্নিবিষ্ট আছে :—

অল্পই বোঝে তারা
যারা করে মোর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ,
তাহাদের তরে নহে
—বলি শুন—মোর এই রচনা-প্রয়াস।
জনমিতে পারে পরে
কিম্বা আছে কেহ মোর সমান-ধরমী,
অসম্ভব কিবা তাহে
কালের নাহিক সীমা, বিপুলা ধরণী॥

তাছাড়া :—

বেদোপনিষদ তুমি কর অধ্যয়ন,
সাংখ্য-যোগ-শাস্ত্রজ্ঞান করহ কথন,
হওনা সকল শাস্ত্রে পরম নিপুণ,
বাড়িবে না তাহে কভু নাটকের গুণ।
গম্ভীর প্রাঞ্জল যদি হয় গো বচন,
অর্থের গৌরব তাহে থাকে অনুক্ষণ,
তাতেই নাটকে হয় পাণ্ডিত্য প্রকাশ,
তাহাতেই রচনার নৈপুণ্য বিকাশ॥

তাই বল্‌ছিলেম, আমাদের প্রিয় সুহৃৎ ভবভূতি যে প্রকরণ-নাটকটি আমাদের হস্তে অর্পণ করেছেন, সেইটি এখন ভগবান কাল-প্রিয়নাথের সম্মুখে অভিনয় করা যাক্। অতএব নটেরা তোমরা সবাই এখানে এসে সঙ্গীত অভিনয়াদি করে' আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর।

নট।—(স্মরণ করিয়া) আপনি যা আদেশ করচেন তাই করা যাবে। যে ব্যক্তি যে অংশ অভিনয় করবার উপযুক্ত, তাকে তো আপনি সেই অংশ পূর্ব্বেই অভ্যাস করিয়ে দিয়েছেন। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকার প্রথম ভূমিকাটি তো আপনি অভ্যাস করেছেন, আর আমি তাঁর শিষ্য অবলোকিতার ভূমিকাটি অভ্যাস করেছি।

সূত্র।—তার পর ?

নট।—আচ্ছা, নাটকের যে নায়ক, সেই মালতীর প্রণয়-পাত্র মাধব কখন সেজে আস্‌বে বলুন দিকি ?

সূত্র।—যখন মকরন্দ কলহংস প্রবেশ কর্‌বে সেই সময়ে।

নট।—আচ্ছা এখন তবে আমরা এই প্রসিদ্ধ নাটকটি দর্শক-মণ্ডলীর সমক্ষে অভিনয় করতে প্রস্তুত।

সূত্র।—আচ্ছা, এই দেখ, আমি কামন্দকী হলেম।

নট।—আর আমি, অবলোকিতা।

(পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।)

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—কামন্দকীর গৃহ।

॥ বিষ্কম্ভক ॥

রক্ত-পট্টিকাযুক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া কামন্দকী ও অবলোকিতার প্রবেশ।

কাম।—বৎস অবলোকিতা!

অব।—আজ্ঞা করুণ ভগবতি।

কাম।—আমার ইচ্ছে, ভূরিবসুর কন্যা মালতীর সঙ্গে দেবরাতের পুত্র মাধবের শুভ বিবাহ হয়। (বামাক্ষি স্পন্দনে হর্ষ)

শুভ কথা কহিতে কহিতে, অন্তরজ্ঞ বামনেত্র করিছে স্ফুরণ।
অদক্ষিণ হয়ে ওযে, দাক্ষিণ্য-অনুকূলতা করয়ে ধারণ॥

অব।—আপনার দেখছি বিষম চিত্ত-বিক্ষেপ উপস্থিত! কি আশ্চর্য্য! একজন চীরধারী, ভিক্ষান্নজীবি তাপসীর হস্তে কি না অমাত্য ভূরিবসু এইরূপ কাজের ভার অর্পণ করলেন! আর আপনি ভগবতি এখন সংসারের সমস্ত নিকৃষ্ট বন্ধন হতে মুক্ত, আপনিই বা কি করে এই ভার গ্রহণ করলেন?

কাম।—

আমায় তিনি যে এই দিয়াছেন ভার
স্নেহের সে ফল, উহা প্রণয়ের সার।
তপস্যা করিয়া কিম্বা প্রাণ বিসর্জ্জন
করিতে যদি গো হয় এ কার্য্য সাধন

তবুও করিব আমি সখার এ কাজ
হইলে বিফল তাহে পাব বড় লাজ ॥

তুমি কি জান না, বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য নানা দেশের লোক যখন আমার নিকট আসৃত, সেই সময়ে, আমার ও সৌদামিনীর সমক্ষে, ভূরিবসু ও দেবরাত এই প্রতিজ্ঞা করেন যে "আমরা ভবিষ্যতে আমাদের সন্তানদের মধ্যে নিশ্চয়ই বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করব।" তাই এখন, সত্য পরায়ণ বিদর্ভরাজ-মন্ত্রী দেবরাত, নিজ পুত্র মাধবকে ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য, কুণ্ডিনপুর হতে এই পদ্মাবতী নগরে পাঠিয়েছেন। আসল কথা :—

সে প্রতিজ্ঞা বিবাহের—আর প্রিয় সুহৃদেরে করিয়া স্মরণ
বিবাহে প্রবৃত্তি দিতে গুণবাণ পুত্রটিকে করিলা প্রেরণ ॥

অব।—আচ্ছা মন্ত্রীবর স্বয়ং কেন মালতীর সঙ্গে মাধবের বিবাহের প্রস্তাবটা করেন না? তিনি লুকিয়ে-চুরিয়ে এই বিবাহটা ঘটাবার জন্য ভগবতি আপনাকে কেন ভার দিলেন বলুন দিকি?

কাম।—

নৃপতির নর্ম্ম-সখা নন্দন নামেতে এক জনা
নৃপ-মুখে মালতীরে করেছে প্রার্থনা।
না রাখিলে সেই কথা, নৃপকোপে ঘটিবেক দায়
তাই করেছেন মন্ত্রী এই সদুপায় ॥

অব।—কিন্তু আশ্চর্য্য, অমাত্যবর মাধবের নাম পর্য্যন্ত জানেন না। তাঁকে দেখে মনে হয় যেন এ বিষয়ে তিনি নিতান্ত উদাসীন।

কাম।—

সে কেবল একটা আবরণ মাত্র। আসল কথা—
বালত্ব-স্বভাব-হেতু
মালতী মাধব দোঁহে অনাবৃত-প্রাণ,

তাহাদের কার্য্যে তাই
নিজ ভাব লুকাইয়া হন সাবধান ॥

তা ছাড়া :—

রাষ্ট্র এই জনরব
বাছাদের মাঝে চলে গোপন মিলন
—অমেরাও চাহি তাই—
প্রতারিত এইরূপে রাজা ও নন্দন ॥

দেখ :—

বিদ্বান সুবিজ্ঞ জন
লোকমাঝে অভিসন্ধি করিয়া গোপন
উদাসীন ভাব ধরি'
মৌন ভাবে স্ব-উদ্দেশ্য করেন সাধন।
বাহিরে তাঁদের সদা
অনুকূল রমণীয় মধুর ব্যভার,
সন্দেহের অবসর
কিছুমাত্র নাহি দেন মনেতে কাহার্ ॥

অব।—আপনার কথার ভাবে বোধ হয়, এই জন্যই মাধব ভূরিবসুর বাড়ীর সম্মুখস্থ রাজপথ দিয়ে নিত্য যাতায়াত করেন।

কাম।—

মালতীর সহচরী ধাত্রীকন্যা লবঙ্গিকা-কাছে
শুনেছি, মাধব ভ্রমে নিতিনিতি রাজপথ-মাঝে।
উচ্চ বাতায়ন হতে মাধবেরে মালতী দেখিয়া
কন্দর্পের রূপে যেন রতিদেবী গেল গো ভুলিয়া।
সে হতে মাধব-রূপ তার চিত্তে জাগে নিশি দিন,
দারুণ মরম-ব্যথা করিছে ললিত তনু ক্ষীণ ॥

অব।—তাই বুঝি মালতী, আত্মবিনোদনের জন্য নিজ হস্তে মাধবের একটি ছবি এঁকেছেন? সেই ছবিটি, আজ দেখ্‌লেম লবঙ্গিকা মন্দারিকার হাতে দিয়েছে।

কাম।—(চিন্তা করিয়া) লবঙ্গিকা তো বেশ উপায় ঠাউরেছে দেখ্‌চি। কেননা, মাধবের অনুচর কলহংস, মঠ-দাসী মন্দারিকার প্রেমাকাঙ্খী, সুতরাং এই সূত্রে ছবিটি ক্রমে মাধবের হাতে গিয়ে পড়বে।

অব।—আমিও আজ মাধবের কৌতূহল উদ্দীপিত ক'রে দিয়ে মদনোৎসব উপলক্ষে তাকে প্রভাতে মদনোদ্যানে যেতে বলে দিয়েছি। সেখানে মালতীরও যাবার কথা। সুতরাং সেইখানে দুজনের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হবারও সম্ভাবনা আছে।

কাম।—সাধু বৎস সাধু! আমার মনের মত কাজটি করে' তুমি আমার পূর্ব্ব-শিষ্যা সৌদামিনীকে মনে করিয়ে দিলে।

অব।—দেখুন ভগবতি, সৌদামিনীর এখন আশ্চর্য্য মন্ত্র-সিদ্ধি-ক্ষমতা জন্মেছে। তিনি শ্রীপর্ব্বতে গিয়ে কাপালিক-ব্রত অবলম্বন করেছেন।

কাম।—এ সংবাদ তুমি কোথা থেকে পেলে?

অব।—এই নগরের মহাশ্মশানে করাল-মূর্ত্তি চামুণ্ডা নামে এক দেবী আছেন।

কাম।—আছেন বটে। আর, তাঁর দুঃসাহসী উপাসকদের মধ্যে এই প্রবাদ আছে, তিনি জীব-বলি ভাল বাসেন।

অব।—নিকটের কোন অরণ্যে, অঘোর-ঘণ্ট নামে একজন নিশাচর কাপালিক বাস করেন। তিনি সম্প্রতি শ্রীপর্ব্বত থেকে এখানে এসেছেন। কপালকুণ্ডলা নামে মহাপ্রভাসম্পন্না তাঁর একজন শিষ্য প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর নিকট যাতায়াত করেন। তাঁর নিকটেই এই কথা শুনেছিলেম।

কাম।—সৌদামিনীর পক্ষে সকলই সম্ভব।

অব।—এ তো হল। আবার মাধবের সহচর ও বাল্য-বন্ধু মকরন্দের

সঙ্গে নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিকার যদি আপনি বিবাহ ঘটাতে পারেন, তাহলে মাধবের আর একটি মনের সাধ পূর্ণ করা হয়।

কাম।—সে কার্য্যে প্রিয় সখী বুদ্ধ-রক্ষিতাকে নিযুক্ত করেছি।

অব।—ভগবতি! এ উত্তম ব্যবস্থা হয়েছে।

কাম।—(চিন্তা করিয়া) এখন তবে ওঠা যাক্। আগে মাধবের ভাব-গতি জেনে তার পর মালতীর ওখানে যাওয়া যাবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

কাম।—(চিন্তা করিয়া) মালতীর অতি উদার প্রকৃতি। নিপুণ দূতীরা যেমন নায়ক-নায়িকার ভাব-গতি জেনে, তার পর নিজ বুদ্ধি-অনুসারে কাজ করে, আমাদেরও সেইরূপ করতে হবে।

শরৎ-কৌমুদী যথা
কমনীয় কুমুদের আনন্দ-দায়িনী,
সুজাত মাধব-কাছে
তাহাই হয় গো যেন মালতী কল্যাণী।
করুক উভয়ে মুগ্ধ উভয়ের গুণ,
গুণ-রচনায় হেথা বিধাতা নিপুণ।
বিধাতার কার্য্য যেন হয় ফলবান,
উভে হয় উভয়ের মন-অভিরাম॥

(সকলের প্রস্থান)

ইতি বিষ্কম্ভক।

দৃশ্য—উদ্যান।

(চিত্র-উপকরণ-হস্তে কলহংসের প্রবেশ)

কল।—প্রভু মাধব যখন আপনার রূপ-প্রভাবে মালতীর এমন গম্ভীর হৃদয়কেও বিচলিত করেছেন, তখন তিনি স্বচ্ছন্দে কন্দর্পের সঙ্গে তুলনা

করে’ আপনার রূপের দর্প কর্‌তে পারেন। কোথায় তিনি ?—এই-থানে একবার অন্বেষণ করে’ দেখি। (পরিক্রমণ করিয়া) বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। এথানে একটু বিশ্রাম করা যাক। তার পর, প্রভু মাধব ও তাঁর সহচর মকরন্দের অন্বেষণে যাওয়া যাবে।

(উদ্যানে প্রবেশ করিয়া উপবেশন)

মকরন্দের প্রবেশ।

মক।—অবলোকিতার কাছে শুনলেম, মাধব মদনোদ্যানে গেছেন, আমিও সেইথানে তবে যাই। (পরিক্রমণ) এই যে সখা এই দিকেই আস্‌চেন। (নিরীক্ষণ করিয়া) এঁর দেখছি :—

অলস স্খলিত গতি,
শূন্য দৃষ্টি, আলুথালু বেশ,
ঘনঘন বহে শ্বাস,
না জানি কি হয়েছে বিশেষ।
বুঝিবা কন্দর্প হতে
ঘটেছে এ যৌবন বিকার,
ভুবনে কন্দর্প-আজ্ঞা
কোথায় না আছে গো প্রচার!
সর্ব্বত্রই মদনের
ললিত মধুর আয়োজন
ধীরতা বিনষ্ট করি’,
কষ্ট-রাশি আনে অনুক্ষণ॥

পূর্ব্বোক্ত ভাবে মাধবের প্রবেশ।

মাধব।—

সে চন্দ্রবদন মনে ভাবি নিশি দিন,
এখন ফিরানো চিত্ত বড়ই কঠিন।

লজ্জায় করিয়া জয়,
অতিক্রমি' সংযমের ভাব,
ধৈর্য্যেরে উচ্ছিন্ন করি',
শিথিলিয়া বিবেক-প্রভাব,
সহসা একি-এ মোহ
চিত্তমাঝে হ'ল আবির্ভাব ॥

আশ্চর্য্য ঃ—

ছিলাম যখন আমি তাঁর সন্নিধানে,
বিস্ময়-স্তিমিত-চিত্ত মগ্ন তাঁর্ই ধ্যানে,
হৃদয় প্লাবিত কিবা অমৃত-ধারায়,
আনন্দের মোহে চিত্ত ছিল জড়প্রায়।
এবে সে হৃদয় মোর—আগে কে জানিত—
অঙ্গার-চুম্বিত-সম হইবে ব্যথিত ॥

মক।—মাধব!—এই দিকে সখা এই দিকে!

মাধ।—(পরিক্রমণ করিয়া) তুমি?—আমার প্রিয়-সখা মকরন্দ?

মধ।—(সম্মুখে আসিয়া) সূর্য্যের তাপে কপাল যেন ফেটে যাচ্চে—এসো সখা এই উদ্যানে একটু বসা যাক্।

মাধ।—প্রিয় সখা, তোমার যা অভিরুচি। (দুজনে উপবেশন)

কল।—(দেখিয়া) এই যে মকরন্দের সঙ্গে মাধব। আহা উনি থাকায় বকুল-বাগানটির কেমন শোভা হয়েছে! মালতী বিরহ-বেদনায় যখন অস্থির হন—এই ছবিটি দেখে বোধ হয় তাঁর চক্ষু জুড়িয়ে যায়! এইবার তবে মাধবকে ছবিটি দেখাই।—না, উনি আর-একটু বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করুন।

মকরন্দ।—এসো সখা আমরা ঐ কাঞ্চন গাছের তলায় বসি গিয়ে। দেখ

ওখানে ফুলগুলি কেমন সুন্দর ফুটে আছে।—আহা ওর স্নিগ্ধ সৌরভে বাগানটি যেন একেবারে ভর-পুর!

(উভয়ের উপবেশন)

মক।—আজ নগরের সমস্ত রমণীরা মিলে মদনোদ্যানে মদনোৎসব করেছিল, তুমি বুঝি সেখানকারই একজন ফেরৎ-যাত্রী? তা সখা, মদন-বাণের দুই-এক ঘা খেয়েছ কি?

মাধব লজ্জায় অধোমুখে উপবেশন।

মক।—(হাসিয়া) সুন্দর পদ্মমুখখানি হেঁট ক'রে রইলে যে? দেখ সখা:—

কিবা জীব-জন্তু-প্রাণী
রজ:তমো গুণে যারা সতত আবৃত,
বিশ্বের বিধাতা কিবা,
কিবা সেই মহেশ্বর জগত-পূজিত,
সমান সবার পরে
খ্যাতনামা মদনের শক্তি সন্মোহন।
তাই বলি, লজ্জা করি'
তাঁর কথা কিছু মাত্র কোরো না গোপন॥

মাধ।—সখা! তোমাকে বল্‌ব না কেন। শোনো তবে। অবলোকিতার কথায় কৌতূকাবিষ্ট হয়ে আমি মদনোদ্যানে গিয়েছিলেম। সেখানে গিয়ে সমস্ত বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখ্‌তে লাগলেম। শেষে শ্রান্ত হয়ে মন্দিরের অঙ্গনে যে বকুলগাছটি আছে তার তলায় এসে বস্‌লেম। সে অতি রমণীয় স্থান। আহা! বকুল গাছটিতে অঙ্গনের কি শোভাই হয়েছে! বকুল-মুকুলের মদির মধুর সৌরভে চারিদিক একেবারে আমোদিত, সেই সুগন্ধে

আকৃষ্ট হয়ে অলিকুল আকুল হয়ে গুণগুণ্-স্বরে গান করচে, আর বৃক্ষটি হতে ফুলগুলি'আপনা আপনি অজস্র ঝরে পড়চে। আমি সেই ফুলগুলি তুলে একটি সুন্দর মালা গাঁথ্তে আরম্ভ করেছি, এমন সময়ে উজ্জ্বল সুন্দর বেশ-ভূষায় সুসজ্জিতা, পরিজন-পরিবৃতা, মহানুভব-প্রকৃতি, কুমারী-ভাবাপন্না, একটি রমণী, ভগবান মকরকেতুর জগদ্বিজয়ী সঞ্চারিণী পতাকার মত, মন্দিরের অভ্যন্তর হতে বেরিয়ে সেইখানে এসে উপস্থিত হলেন। সে যে কি দেখ্লেম কি আর বলব সখা :—

লাবণ্য-খনির দেবী বুঝিবা উদয়,
অখিল-সৌন্দর্য্য-সার—অথবা আলয়।
মৃণাল চন্দ্রের সুধা, জ্যোস্না মনোলোভা,
যাহা কিছু জগতের রমণীয় শোভা,
একত্র করিয়া সেই সব উপাদান
আপনি মদন যেন করিলা নির্ম্মাণ॥

তার পর, তাঁর সহচরীরা ফুল তুল্তে তুল্তে আস্‌ছিল, তারা এইখানে অনেক ফুল পাবে বলায়, তাদের কথা-মত তিনি সেই বকুল-তলার দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল, কোন ভাগ্যবান পুরুষের উদ্দেশে তিনি যেন চির-সঞ্চিত মদন-বেদনা হৃদয়ের মধ্যে পোষণ করচেন।

কেন না :—

দলিত মৃণাল-সম দেবীর সে মলিন মূরতি
স্বজনের বাক্যে যেন কথঞ্চিৎ কাজকর্ম্মে মতি।
নির্ম্মল হিমাংশু-শোভা আহা কিবা করেন ধারণ
নব-করি-দন্ত-সম কপোলটি পাণ্ডুর বরণ॥

তাঁকে দেখ্‌বা মাত্রই অমৃত অঞ্জনে যেন আমার চক্ষু জুড়িয়ে গেল;

আর, অয়স্কান্ত মণির শলাকা যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, আমার অন্তঃকরণও যেন সেইরূপ আকৃষ্ট হল।

অহেতু আকৃষ্ট হয়ে হৃদয় আকুল
আনিল সন্তাপ-রাশি,—বিপদ বিপুল।
প্রবলা ভবিতব্যতা সবার প্রধান,
শুভাশুভ তিনি জীবে করেন বিধান॥

মক।—দেখ সখা মাধব, প্রীতি যে কোন হেতুর অপেক্ষা করে এ কথা কিন্তু অসিদ্ধ।

অন্তরের মধ্যে হেন আছয়ে কারণ
যাতে পরস্পরে হয় স্নেহের বন্ধন।
গূঢ় সূত্রে বাঁধে প্রেম পরাণে পরাণ,
প্রীতির আশ্রয় নহে বাহ্য উপাদান।
উদিলে ভাস্কর হয় পদ্ম বিকসিত।
শশির উদয়ে চন্দ্রকান্ত বিগলিত॥

সে যাক্—তার পর কি হল বল দিকি?

মাধব।—তার পর, সেখানে—

চতুরা সঙ্গিনী সবে পরস্পরে করি' চোখাচোখি
ভ্রূভঙ্গে বলিয়া উঠে, "এই সেই—দেখ প্রিয়সখি!"
অমনি তাহারা করি' আমা পানে লক্ষ্য
হানিল মুচকি হাসি' মধুর কটাক্ষ॥

মক।—(স্বগত) না জানি ওরা কি করে' এঁকে চিন্‌তে পারলে।

মাধ।—তার পর

ললিত কর-কমল করিয়া উন্নত
লীলাচ্ছলে করতালি দিয়া ঘন ঘন
সঞ্চালিয়া কর-ধৃত তরল বলয়

আসিল ফিরিয়া তারা সখীর সকাশে,
কলহংস-অভিরাম বিলাস-বিভ্রমে।
চারুপদ সঞ্চালনে মঞ্জুল মঞ্জীর
বাজি উঠে রুণুঝুনু, মেখলা-কলাপে
কিঙ্কিণী ঝিনিকিঝিনি উঠিল বাজিয়া।
আসিয়া সখীরে বলে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশে
"কোনো ব্যক্তি কারো তরে আছে গো হেথায়॥"

মক।—(স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! পূর্ব্ব-অনুরাগের অঙ্কুরটি যে বিলক্ষণ গজিয়ে উঠেছে!

কল।—(কর্ণপাত করিয়া) একজন রমনীর সম্বন্ধে কি একটা রসালো ধরণের কথাবর্ত্তা চল্‌চে না?

মক।—সখা, তার পর?—তার পর?

মাধ।—

পঙ্কজ-নয়নে তার
কি যে সেই দেখিলাম বিভ্রম-বিলাস,
বাক্যের অতীত যাহা
বাক্যেতে কেমনে তাহা করিব প্রকাশ।
হইলাম ধৈর্য্যচ্যুত,
আবির্ভূত হল মনে সাত্ত্বিক বিকার,
মদন বিজয়ী হল,
গাঢ় অনুরাগ হৃদে হইল সঞ্চার॥

তার পর:—

কখন বা স্থির নেত্র বিকসিত
—বিলসিত ভ্রূলতা উপরে—

কখন বা মৃদু স্নিগ্ধ মুকুলিত
—অপাঙ্গ বিস্তৃত রসভরে।
—কিন্তু সেই প্রতি চাহনিতে তাঁর
নেত্র যেন ঈষৎ কুঞ্চিত
এইরূপে কত ভাবে কত ছাঁদে
হইলাম আমি গো লক্ষিত।
কি যে সে চাহনি সখা কি বলিব আর
অলস সরস স্নিগ্ধ বিস্ময়-বিস্ফার।
সেই সে কটাক্ষে এই হৃদি অসহায়
ছিন্নভিন্ন বিপর্য্যস্ত উন্মূলিত প্রায়॥

সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মনমোহিনী রমণীর আসক্তি বুঝ্‌তে পেরেও, আমার মনের চঞ্চলতা গোপন করবার জন্য সেই বকুল মালাটি কোন প্রকারে গেঁথে শেষ করলেম। তার পর কতকগুলি বয়োবৃদ্ধ অস্ত্রধারী পুরুষে পরিবেষ্টিত হয়ে, করিণী-পৃষ্ঠে আরোহণ করে' সেই চন্দ্রাননা পথ অলঙ্কৃত করে নগরের দিকে যাত্রা করলেন।

তখন :—

যাইতে যাইতে মুহু বাঁকাইয়া গ্রীবা
ফিরি ফিরি আমা পানে চাহিলেন কিবা!
বৃন্তে যথা উলটিয়া পড়ে সরোজিনী
মুখানি শোভিল আহা তাঁহার তেমনি।
অমৃত ও বিষে মাখা সে কটাক্ষপাত
গাঢ়রূপে হৃদে মোর হইল নিখাত॥

সেই অবধি :—

বর্ণন-অতীত যাহা, বলা অসম্ভব,
কোনো জন্মে করি নাই যাহা অনুভব,

বিবেকের নাশে যথা ঘোর মোহ-ঘন
তেমতি বিকার আসি করিছে দহন ॥

এখন :—

সম্মুখে রয়েছে যাহা
জ্ঞানে তাহা না হয় ধারণ,
চিরাভ্যস্ত যাহা তাও
ভাল করি' না হয় স্মরণ।
সরসী-শীতল-জল
কিম্বা স্নিগ্ধ চন্দ্র-জোছনায়
হৃদয়ের এ সন্তাপ
কিছুতেই নাহিক জুড়ায়।
নিষ্ঠা-শূন্য হয়ে মন ভ্রমে ইতস্ততঃ
কত কি কল্পনা রচে নিজ ইচ্ছামত ॥

কল।—না জানি প্রভুর মন কে হরণ করলে—মালতী নয় তো?

মক।—(স্বগত) ওঃ! এ যে ঘোরতর আসক্তি দেখ্‌চি। কি করেই বা আমি এখন সখাকে নিষেধ করি।

"হয়ো না আহত সখা মনমথ-বাণে
বিকার-মালিন্য যেন নাহি পশে প্রাণে"
—এই সব কথা ওঁরে বোলে' কিবা ফল
মদন, যৌবন, যবে উভয়ে প্রবল ॥

(প্রকাশে) তাঁর নাম কি ও কোন্ বংশ তা কি তুমি জান?

মাধ।—শোনো সখা। তিনি যখন গজ-পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন, সেই সময়ে, তাঁর সখিদের মধ্যে একজন বার-বনিতা বিলম্ব করে' বকুল ফুল তুল্‌তে তুল্‌তে আমার নিকট এসে প্রণাম করলে। আর, মালার কথাচ্ছলে আমাকে বল্লে "মহাশয়, মালাটি বড় সুন্দর গাঁথা হয়েছে,

এটি একবার দেখ্‌বার জন্য আমাদের ঠাকুরাণীর বড় কৌতুহল হয়েছে। তাও বলি, এই মালাটি তাঁর কণ্ঠে গেলে কারিগরের কারিগুরি, গুণপনা, রচনানৈপুণ্য সমস্তই সার্থক হবে, আর মালাটিরও মূল্য বেড়ে যাবে।

মক।—ওঃ! কি বাক্-চাতুরী!

মাধব।—আমি জিজ্ঞাসা করায়, সে বল্লে:—আমাদের ঠাকুরাণী অমাত্য ভূরিবসুর কন্যা, নাম মালতী। আর আমি, ঠাকুরাণীর যিনি ধাত্রী, তাঁরই কন্যা। আমার নাম লবঙ্গিকা।"

কল।—(সহর্ষে স্বগত) কি! তাঁর নাম মালতী? বেশ হল—ভগবান কুসুমশরের বিলাস-লীলা এর মধ্যেই দেখ্‌চি আরম্ভ হয়েছে—আমাদের মনস্কামনা এইবার তবে পূর্ণ হবে।

মক।—(স্বগত) অমাত্য ভূরিবসুর কন্যা—এই তো যথেষ্ট মানের কথা। তা ছাড়া, ভগবতীও রাতদিনই "মালতী মালতী" করেন—এই নামটিতে তাঁর কতই আনন্দ। কিন্তু এদিকে আবার একটা জনরব শুন্‌তে পাই, রাজা নাকি নন্দনের সঙ্গে মালতীর বিবাহ দেবার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

মাধ।—তার পর শোনো সখা। মালাটি আমার কাছথেকে চাওয়াতে, আমার কণ্ঠ থেকে খুলে তাকে দিলেম। মালা গাঁথ্‌বার সময় মালতীর মুখপানে একদৃষ্টে ব্যাকুল ভাবে তাকিয়ে ছিলেম বোলে মালার শেষ ভাগটির গাঁথুনি অসমান হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এরূপ হওয়া সত্ত্বেও সে আমার কাছ থেকে, বহুমূল্য প্রসাদ বোলে আদরের সহিত মালাটি গ্রহণ করলে। তার পর, উৎসব ভেঙ্গে গেলে পৌরজনেরা সব চলে যেতে লাগ্‌ল—সেও তখন জনতার মধ্যে কোথায় মিশিয়ে গেল। আর, আমিও এখানে এসে উপস্থিত হলেম।

মক।—মালতীও যখন তোমাকে অনুরাগ-দৃষ্টিতে দেখেছিলেন তখন

সমস্তই পষ্ট বোঝা যাচ্চে। তাঁর কপোলের পাণ্ডুতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখে মনে হয়, এই অনুরাগটি তোমার প্রতি তাঁর পূর্ব্ব হতেই জন্মেছে। আর, তাঁর ভাবভঙ্গীতেও তাই প্রকাশ পায়। অবশ্যই, পূর্ব্বে কোথাও-না-কোথাও তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে থাকবে। কেন না, এরূপ সম্ভ্রান্ত-কুলের কুল-বালারা, একজনের প্রতি আসক্ত-চিত্ত হলে, অপরের প্রতি কখনই সতৃষ্ণভাবে দৃষ্টিপাত করেন না। তা ছাড়া :—

সখীগণ পরস্পরে
তখন যে করেছিল চোখের ইঙ্গিত
তাহাতেই বুঝা যায়
পূর্ব্ব-অনুরাগ তাঁর ছিল সুনিশ্চিত।
তার পর, ধাত্রী-কন্যা
বলিল এই কথা যাহা নিপুণ বচনে
"কেহ কারও আছে হেথা"
তাহে আরও পষ্ট উহা বুঝা যায় মনে॥

কল।—(নিকটে আসিয়া) এই চিত্রপট।

(চিত্রপট প্রদর্শন ও উভয়ের দর্শন)

মক।—কলহংস! মাধবের এই ছবিটি কে আঁক্‌লে বল দিকি?

কল।—যিনি প্রভুর মন হরণ করেছেন তিনিই।

মাধ।—সখা মকরন্দ, তুমি যা ঠাউরেছিলে তাই বটে।

মক।—কলহংস! কোথা থেকে ছবিটি পেলে বল দিকি?

কল।—লবঙ্গিকা মন্দারিকাকে দিয়েছিল—আমি তার কাছ থেকে পেয়েছি।

মক।—মাধবের চিত্রে মালতীর কি প্রয়োজন সে কথা মন্দারিকা কি কিছু বল্লে?

কল।—প্রয়োজন উৎকণ্ঠা দূর করা।

মক।—সখা মাধব! এখন তবে তুমি নিশ্চিন্ত হও।

সুজন্মা সে কুল-বালা

তব নেত্র-জ্যোছনা-অমিয়,

তুমিও তাহার যে গো

বাসনার ধন—অতি প্রিয়।

মিলন হইবে দোঁহে

নাহি তাহে সন্দেহের লেশ,

বিধি ও মদন যেথা

করিছেন উদ্যোগ বিশেষ॥

যার জন্য তোমার এরূপ দশা উপস্থিত, সেই মালতীর রূপ নিশ্চয়ই দেখ্‌বার জিনিস্। তা সখা, মালতীর একটা ছবি এঁকে আমাকে দেখাও না।

মাধ।—আচ্ছা, এঁকে দেখাচ্চি। দেখ, চিত্রের উপকরণ সব এখানে নিয়ে এসো তো।

(মকরন্দের আনয়ন।)

মাধ।—দেখ সখা মকরন্দ!

অশ্রুর প্রবাহ বহি'

বারম্বার দৃষ্টি মোর করে আচ্ছাদিত

নিরন্তর ধ্যানে তার

জড়িমা-জড়িত চিত—শরীর স্তম্ভিত।

স্বেদ ঝরে অনিবার,

কাঁপে দেহ থর থর, অঙ্গুলী চঞ্চল,

কর লগ্ন চিত্রপটে,

না পারে চিত্রিতে তবু, কি করি তা বল॥

আচ্ছা, তবু একবার চেষ্টা করে' দেখি।

(অনেকক্ষণ ধরিয়া আঁকিয়া পরে প্রদর্শন)

মক।—(দেখিয়া) হাঁ, এ তোমার ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র বটে। (সকৌতুকে) কি আশ্চর্য্য! এত অল্প সময়ের মধ্যে চিত্র রচনা করে' আবার একটা শ্লোকও লিখেছ যে? (পাঠ করণ)

নব-ইন্দুকলা-আদি আছে দ্রব্য প্রকৃতি-মধুর,
উন্মাদক আরো কত পদার্থ প্রচুর।
সে নেত্র-জোছনা হেরি' মনে নাহি ধরে এই সব
সেই মোর একমাত্র নেত্রের বিষয়—মহোৎসব॥

(মন্দারিকা সত্বর প্রবেশ করিয়া।)

মন্দা।—(কলহংসের প্রতি) তোমার পিছনে পিছনে এসে, দেখ কেমন তোমাকে ধরে ফেলেচি।

(মাধব ও মকরন্দকে দেখিয়া লজ্জায়)

ওমা কি হবে! ওঁরা এখানে আছেন যে!

(অগ্রসর হইয়া প্রণাম করণ)

উভয়ে।—এসো মন্দারিকা, বোসো।

মন্দা।—(বসিয়া) কলহংস! আমার সেই চিত্রপটখানি দেও তো।

কল।—(গ্রহণ করিয়া) এই লও।

মন্দা।—(দেখিয়া) ওমা! মালতীর ছবি আবার কে আঁক্‌লে? কেনই বা আঁক্‌লে?

কল।—মালতী যাঁর ছবি এঁকেছেন তিনিই আবার এইটি এঁকেচেন। —আর সেও একই অভিপ্রায়ে।

মন্দা।—(সহর্ষে) আহা! বিধাতার চিত্র-বিদ্যা এইবার সার্থক হল!

মক।—এই বিষয় কলহংস যা বল্‌চে তা কি ঠিক?

মন্দা।—হাঁ মশায়—তাই বটে।

মক।—আচ্ছা, মালতী প্রথমে কোথায় মাধবকে দেখেছিল বল দিকি ?

মন্দা।—লবঙ্গিকা বলে, বাতায়ন হতে।

মক।—হাঁ আমরা অমাত্য-ভবনের সম্মুখস্থ পথ দিয়ে যাতায়াত কর-তেম বটে। এখন সব বুঝ্‌তে পারচি সখা।

মন্দা।—আপনাদের যদি অনুমতি হয় তো, ভগবান অনঙ্গদেবের এই সব ব্যাপার লবঙ্গিকাকে বলি গিয়ে।

কম।—বলবার এই তো ঠিক সময়।

(চিত্রপট লইয়া মন্দারিকার প্রস্থান।)

মক।—সখা এখন মধ্যাহ্ন—সূর্য্যের তাপ প্রখর হয়ে উঠেছে। এসো এখন গৃহে যাওয়া যাক্।

(উঠিয়া পরিক্রমণ)

মাধ।—হাঁ আমারও তাই মত।

গণিকা দাসীর দল
প্রাতে চারু পত্র-লেখা রচে নিজ গালে,
মধ্যাহ্নের খর তাপে
কপোল-কুঙ্কুম ধৌত হয় ঘর্ম্ম-জালে।
কুন্দ-মকরন্দ-গন্ধ
তার বন্ধু সহচর তুমি সমীরণ,
চঞ্চল-নয়না বালা
নতাঙ্গীরে গিয়া তুমি কর আলিঙ্গন।
সে অঙ্গ-পরশ-সুধা বহি' আনি রঙ্গে
বুলাও সে হস্ত তব মোর প্রতি অঙ্গে॥

মক।—

মাধব সখা যে মোর সুকুমার-কায়,
অবাধে মদন তারে দহিতেছে হায়!

সহসা এ্কিরে তাঁর দারুণ বিকার,
করী-জ্বর সম নাহি কোন প্রতিকার ॥

এখন দেখ্‌চি কামন্দকীই আমাদের একমাত্র ভরসা-স্থল

মাধ।—(স্বগত)

আশ্চর্য্য !

সেই মূর্ত্তি হেরি আমি
হেথা হোথা সম্মুখে পশ্চাতে।
অন্তরে বাহিরে সে যে,
চারিদিকে ফেরে সাথে সাথে।
কনক-কমল-নিভ
কিবা সেই আনন বিরাজে,
অপাঙ্গে নেহারে কিবা
অভিভূতা অনুরাগ-লাজে ॥

(প্রকাশ্যে)

সখা ! আমার এখন কি হয়েছে জানো ?—

দারুণ দহনে দহে অঙ্গ সমুদয়,
মহা মোহে সমাচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়-নিচয়,
মদন-বাসনা-ভরে অস্থির পরাণ
জ্বলে চিত অবিরত—সেই মাত্র ধ্যান ॥

ইতি বকুল-বীথি নামক প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য।—মালতীর গৃহ।

দুই জন দাসীর প্রবেশ।

প্রথম।—সঙ্গীত-শালার ওখানে দাঁড়িয়ে তুই অবলোকিতার সঙ্গে কি কথা কচ্ছিলি লা?

দ্বিতীয়।—দেখ্ সই, সেই মাধবের প্রিয়সখা মকরন্দ, মদনোদ্যানের সমস্ত বৃত্তান্ত ভগবতী কামন্দকীর কাছে বলেছেন।

প্র।—তার পর?

দ্বি।—তার পর, আমাদের দিদিঠাকরুণকে ভগবতীর দেখবার ইচ্ছে হওয়ায়, তাঁকে বোলে-কোয়ে আন্‌বার জন্য তাঁর কাছে অবলোকিতাকে পাঠিয়েছিলেন। আমি অবলোকিতাকে বল্লুম, এখন দিদিঠাকরুণের কাছে শুধু লবঙ্গিকা আছে, আর কেউ নেই।

প্র।—ওলো! লবঙ্গিকা যে মদনোদ্যানে বকুল ফুল তুলছিল, সেখান থেকে সে কি ফিরে এসেছে?—তার সঙ্গে কি তোর দেখা হয়েছে?

দ্বি।—দেখা হয়েচে বৈকি। সে ফিরে আসবামাত্রই, তার হাতটি ধরে দিদিঠাকরুণ তাকে উপরের বারণ্ডায় নিয়ে গেলেন। আর সেখানে অন্য লোক জনকে আসতে বারণ করে দিলেন।

প্র।—তবে নিশ্চয় এখন তিনি সেই পুরুষটির কথাবার্ত্তা পেড়ে প্রাণের জ্বালা জুড়োচ্চেন।

দ্বি।—(নিশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু সই! এখন কি কোন সান্ত্বনা মানে? আজ আবার তাতে দুজনে ভাল ক'রে চাক্ষুষ হয়ে গেছে, এতে এই আসক্তিটা যতদুর বাড়বার তা বাড়বে। এ দিকে আবার মহারাজ

নন্দনের সঙ্গে দিদিঠাকরুণের বিবাহের যে প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলেন, সে বিষয়েও মন্ত্রী মহাশয় নাকি মত দিয়েছেন।

প্র।—মন্ত্রী-মহাশয় কি বল্লেন?

দ্বি।—তিনি বল্লেন, "মহারাজই নিজ কন্যার প্রভু।" এখন দেখ্‌চি মাধবের উপর দিদিঠাকরুণের যে ভালবাসা পড়েছে, সে ভালবাসা চিরকাল শেলের মত তাঁর মনে বিঁধ্‌তে থাক্‌বে—না ম'লে আর যাবে না।

প্র।—দেখা যাক্‌ এখন ভগবতী কি করেন—তিনি যে ভগবতী তাঁর সেই ক্ষমতার এখন কি কিছু পরিচয় দেবেন না?

দ্বি।—ও সব মিছে আশা কেন করিস্‌ বল্‌ দিকি—চল্‌ এখন যাওয়া যাক্‌।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য—অলিন্দের উপর।

লবঙ্গিকার সহিত মালতী বিষণ্ণ ভাবে আসীনা।

মালতী।—হুঁ। সখি, তার পর—তার পর?

লব।—তার পর, তিনি এই বকুলের মালা-ছড়াটি আমাকে দিলেন।

(মালা প্রদান)

মাল।—(গ্রহণ করিয়া সহর্ষে নিরীক্ষণ করিয়া) সখি! এক পাশের গাঁথুনিটা একটু অসমান হয়েছে।

লব।—যদি কিছু খারাপ গাঁথুনি হয়ে থাকে সে তো তোমারই দোষে।

মাল।—কেন বল দিকি?

লব।—সেই দূর্ব্বাদলশ্যাম সুন্দর পুরুষটির মন তুমিই তো বিচলিত করে দিয়েছিলে।

মাল।—প্রিয়সখি লবঙ্গিকা! কেবল লোককে আশ্বাস দেওয়াই তোমার স্বভাব দেখ্‌চি।

লব—সখি, এতে আমার আশ্বাস দেবার স্বভাব কি দেখ্‌লে? আমি তোমায় নিশ্চয় করে বল্‌চি, প্রথমে যখন তিনি মালা গাঁথ্‌তে আরম্ভ করেন, তখন তাঁর দৃষ্টি মালার পরেই ছিল, কিন্তু তোমাকে দেখে আর দৃষ্টি স্থির রাখতে পারলেন না। সুমন্দ-মারুত-কম্পিত প্রফুল্ল পদ্মের মত তাঁর সেই বিস্ময়-স্তিমিত অপাঙ্গ-বিস্তৃত দীর্ঘ নেত্র, মালা থেকে চলে গিয়ে তোমার মুখের পানে আকৃষ্ট হল, আর মদনের ধনুর মত তাঁর সেই ভুরু দুটি বিভ্রম-বিলাসে যেন নৃত্য করতে লাগল।

মাল।—(লবঙ্গিকাকে আলিঙ্গন করিয়া) সখি, তাঁর সঙ্গে আমাদের মুহূর্ত্তের দেখা বৈ তো নয়। তাই ভাব্‌চি, সেই সুন্দর পুরুষটির চোখের হাব্‌ভাবগুলি স্বাভাবিক, না তুমি যা মনে করচ তাই?

লব।—(হাসিয়া) তুমিও যে সেই সময়ে বিনা-সঙ্গীতে নেচে উঠেছিলে সে'ও তবে তোমার পক্ষে স্বাভাবিক—না?

মাল।—(সলজ্জে) হুঁ। তার পর—তার পর?

লব।—তার পর, উৎসব ভেঙ্গে যাত্রীদল চলে গেলে আমি মন্দারিকার বাড়ি গেলেম—গিয়ে প্রভাতে সেই চিত্রটি তার হাতে দিলেম।

মাল।—তার হাতে দিলে কেন?

লব।—মাধবের অনুচর কলহংস, মন্দারিকাকে ভাল বাসে, সুতরাং মাধবকে সে নিশ্চয়ই দেখাবে—এই অভিপ্রায়ে। আমরা যা ভেবেছিলেম তাই হয়েছে—মন্দারিকা কলহংসকে বাস্তবিকই সেই চিত্রটি দেখিয়েচে।

মাল।—(স্বগত) আর কলহংসও নিশ্চয় তার প্রভুকে সেটি দেখিয়েছে (প্রকাশ্যে) এখন সখি আর কোন সু-খবর আছে কি?

লব।—আছে বৈকি:—যিনি নিজেও কষ্ট পাচ্ছেন, আর তোমাকেও কষ্ট দিচ্ছেন; আর, যাঁর হৃদয় দুর্লভ-জনে আসক্ত হয়ে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ কচ্চে, সেই মাধবশুধু ক্ষণিক সান্ত্বনার আশায় দেখ তোমার এই চিত্রটি এঁকেচেন (চিত্র প্রদর্শন)

মাল।—(সহর্ষে উচ্ছাস সহকারে চিত্র নিরীক্ষণ করতঃ) না—এখনও আমার মনে বিশ্বাস হচ্চে না। এই চিত্রটিতে যে তাঁর সন্ত্বনা হয় এ কেবল তাঁর ছলনার কথা। ভাল, এ অক্ষরগুলি কিসের? ("নব ইন্দু কলা" আদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটি পাঠ করিয়া আনন্দে) আহা মাধব! তোমার যেমন সুন্দর আকৃতি তেমনি তোমার রচনাও মধুর। কিন্তু তোমার দর্শন সে সময়ে সুখের হলেও পরিণামে এখন অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কুমারীরাই ভাগ্যবতী যে তোমাকে কখন দেখে নি, কিম্বা দেখেও যারা নিজের মনকে বশে রাখ্‌তে পেরেচে। (ক্রন্দন)

লব।—কি! সখি? এতেও তোমার মন প্রবোধ মান্‌চে না?

মাল।—সখি, কি করে মান্‌বে বল।

লব।—সখি, যার জন্য তুমি ছিন্ন-বৃন্ত অশোক পল্লবের মত—নব-মল্লিকা কুসুমের মত ম্রিয়মান, তিনিও ভগবান কন্দর্প হ'তে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করচেন।

মাল।—তিনি সুখে থাকুন। কিন্তু আমার সুখশান্তি জন্মের মত বিদায় হয়েচে, আমাকে সান্ত্বনা করা তোমাদের শুধু পণ্ডশ্রম মাত্র—বিশেষতঃ আজ্‌কে সখি।

এ দারুণ মনোব্যথা
সুতীব্র বিষের মত দেহেতে সঞ্চার।

কিম্বা যেন উদ্দীপিত
নির্ধূম অনল-শিখা জ্বলে অনিবার।
প্রবল জ্বরের ন্যায়
প্রতি অঙ্গ করি' ক্ষয় দহিতেছে দেহ,
না তুমি, না পিতামাতা
আমারে করিতে রক্ষা পারিবে না কেহ ॥

লব।—সজ্জনদের মিলনেই সুখ, আর বিচ্ছেদেই অসহ্য যন্ত্রণা চিরকালই হয়ে থাকে। তা ছাড়া, যে পূর্ণিমার চাঁদকে বাতায়ন হতে মুহূর্ত্তের জন্য দেখেই তখন মদন-জ্বালায় দগ্ধ হয়েছিলে—এমন কি জীবন পর্য্যন্ত সংশয় হয়েছিল—আজ তাঁর পূর্ণ দর্শন পেয়ে কোথায় সুখী হবে, না আরও দুঃখ করচ?—এর কি উত্তর দেবে বল দিকি? গভীরতম অনুরাগের দুর্লভ আকাঙ্ক্ষা যদি তুল্য-কুলোদ্ভব প্রিয়জনের সমাগমে চরিতার্থ হয়, তার চেয়ে এ পৃথিবীতে সুখের বিষয় আর কি আছে?—এ কথা আমাদের বিলক্ষণ জানা আছে সখি।

মাল।—মালতীকে তুমি খুব ভালবাস বটে, কিন্তু যাও সখি, ওরূপ দুঃসাহসের পরামর্শ আমাকে আর দিও না। কিন্তু না—আমিই অপরাধী। যতই আমি তাঁকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম ততই আমার ধৈর্য্য চলে গেল, তখন লঘু-চিত্তের মত আমি আর মনের সংযম রাখ্‌তে পারলেম না। কিন্তু এখন যাই হোক্ না কেন—

জ্বলুক গগন-তলে
পূর্ণকলা শশধর প্রতি নিশি নিশি,
দহুক মদন হৃদি,
কি আর করিবে বল মরণের বেশি।
ডুবি না পিতামাতায়,
ডুবি না অমল কুল-মানে,

তুমি শুধু আপনারে,
তুমি শুধু এ ছার পরাণে ॥

লব।—(স্বগত) এখন এর উপায় কি?

(নেপথ্য হইতে প্রতিহারীর অর্দ্ধ প্রবেশ)

প্রতী।—ভগবতী কামন্দকী এসেছেন।

উভয়ে।—ভগবতীর কি জন্য আগমন?

প্রতী।—ঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

উভয়ে।—তাঁকে এখনি নিয়ে এসো।

(প্রতীহারীর প্রস্থান)

মালতী।—(চিত্রপট গোপন করিয়া)

লব।—(স্বগত) ঠিক্ সময়ে এসেছেন। আমি যা চাচ্ছিলেম তাই হয়েচে।

কাম।—(স্বগত) সাধু, ভুরিবসু সাধু! তুমি যে বলেছ "মহারাজ নিজ কন্যার প্রভু" এ কথা উভয় পক্ষেই খাটে। এর এক অর্থ এই —"মহারাজ! মালতী আপনার নিজের কন্যা-সদৃশ, আপনিই তার প্রভু" আর এক অর্থ এই হতে পারে—"মহারাজ! আপনি নিজ কন্যারই প্রভু—অন্যের কন্যার উপর আপনার অধিকার নাই।" —যা হোক, এতে স্পষ্ট কোন কথা দেওয়া হয় নি। তা ছাড়া, আজ মদনোদ্যানের যে বৃত্তান্ত শোনা গেল তাতে তো বোধ হয় বিধাতাও অনুকুল হয়েছেন। এ দিকে আবার, বকুল ফুলের মালা ও চিত্রপটের ব্যাপারটা প্রণয়-কৌতূহল খুব উত্তেজিত করে' তুলেছে। আর, বিবাহ-অনুষ্ঠানে পরস্পরের অনুরাগই তো পরম কল্যাণের হেতু এবং অঙ্গীরস ঋষিও বলেছেন "যে স্থলে বাক্য মন ও চক্ষু এক-সুত্রে বদ্ধ, সে স্থলেই সিদ্ধি লাভ।"

অব।—ইনিই মালতী।

কাম।—(নিরীক্ষণ করিয়া)

অতিমাত্র কৃশ তনু

সরস কদলীগর্ভ সমান সুন্দর।

মনোহর শশাঙ্কের

কলা-শেষ মূর্ত্তিখানি নেত্রানন্দকর।

মদন-দহন-দাহে

দারুণ বিধুরা দশা ঘটেছে ইঁহার,

মুখ-খানি হেরি এঁর

হরষ বিষাদ চিতে আসে একাধার॥

পাণ্ডুর পাংশুল বর্ণ কপোল আনন,

তাহাতে হয়েছে আরো সুন্দর শোভন।

সুন্দর জনেরই পরে মদন-প্রভাব,

—ললিত মদন-বিধি করে জয় লাভ॥

অথবা বোধ হয় ইনি কল্পনার মূর্ত্তি রচনা করে' নিয়ত প্রিয়-সমাগম সম্ভোগ করেন। তাই এঁর

স্খলিত বসন-গ্রন্থি, অধর-স্পন্দন,

অবসন্ন বাহু দুটি, স্বেদ-নিঃসরণ,

মধুর নয়ন-তারা স্নিগ্ধ আকুঞ্চিত,

অচল অলস তনু, স্তন বিকম্পিত,

গণ্ডস্থলে মুহুর্মুহু পুলক রচনা,

ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা, ক্ষণে লভেন চেতনা॥

(সম্মুখে অগ্রসর হইয়া)

লব।—(মালতীকে ঠেলিয়া) মালতি! এই দিকে'

(উভয়ের উত্থান)

মালতী।—ভগবতী প্রণাম।

কাম।—মহাভাগে! তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক।

লব।—ভগবতি! এই আসনে বসুন।

(সকলে উপবেশন)

মাল।—ভগবতীর সমস্ত কুশল তো?

কাম।—(নিশ্বাস ফেলিয়া) হাঁ কুশল বৈ কি।

লব।—(স্বগত) এই দীর্ঘ নিশ্বাসটি আমাদের কপট নাটকের প্রস্তাবনা স্বরূপ হল। (প্রকাশ্যে) ভগবতি! তোমার অশ্রুজলে কণ্ঠরোধ হয়ে আস্চে—ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পড়চে—অথচ তুমি বল্লে "কুশল বৈ কি"—একথার সঙ্গে এ সবের তো মিল হচ্চে না। আপনার এই উদ্বেগের কারণটা কি বলুন দিকি!

কাম।—সে কথা আমার এই সন্ন্যাসী-বেশের অযোগ্য।

লব।—সে কিরূপ?

কাম।—তুমি কি তা জান না? (মালতীকে লক্ষ্য করিয়া)

মদনের বিজয়াস্ত্র
মদন-বিলাস-ক্ষেত্র ও-হেন শরীর
অনুচিত বরে দান
শোচনীয় অতি—ব্যর্থ রূপ সুন্দরীর।

(মালতীর চিত্ত-বিভ্রমের অভিনয়)

লব।—তাই বটে। মন্ত্রীবর রাজার অনুরোধে নন্দনের হস্তে মালতীকে সমর্পণ করবেন শুনে লোকে ভারি নিন্দে করচে।

মাল।—(স্বগত) কি! পিতা আমাকে রাজার হস্তে সমর্পণ করবেন?

কাম।—আশ্চর্য্য!

পাত্রদের গুণাগুণ
কিছুমাত্র না করি গণনা

এ কার্য্যে প্রবৃত্ত তিনি

কি করে’ গো হলেন বল না ?

কোথায় বাৎসল্য তাঁর ?

শুধু এই অভিসন্ধি মনে

মিত্রতা হইবে কিসে

কন্যাদানে নৃপ-মিত্র সনে॥

মাল।—(স্বগত) রাজার আরাধনাই পিতার কাছে গুরুতর হল, আর মালতী তাঁর কেউই নয় !

লব।—ভগবতী যা আজ্ঞা করচেন তাই ঠিক্। নৈলে অমন কদাকার বুড়ো বরের হাতে কি মন্ত্রী-মশায় তোমাকে সঁপে দিতে পারতেন ? —একটুকুও কি বিবেচনা করতেন না ?

মাল।—হা ! কি সর্ব্বনাশ ! এ কি বিষম বজ্রাঘাত !

লব।—(কামন্দকীর প্রতি) ভগবতি। অনুগ্রহ করে’ এই জীবন-মৃত্যু হতে প্রিয়সখীকে রক্ষা করুন—এঁকে আপনার কন্যা বলেই জান্‌বেন।

কাম।—দেখ সরলে ! আমি এঁর কি উপকার করতে পারি বল ? পিতা ও দৈবই কুমারীদের একমাত্র হর্ত্তা-কর্ত্তা। তবে, আখ্যান-বেত্তারা বলেন বটে, কৌশিক বংশের শকুন্তলা দুষ্মন্তের প্রতি এবং অপ্সরা উর্ব্বসী পুরুরবার প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। আর, বাসবদত্তা পিতৃদত্ত পাত্র সঞ্জয়কে ছেড়ে উদয়নকে আত্মদান করেছিলেন। কিন্তু এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য কর্‌তে কাকেও উপদেশ দেওয়া যেতে পারে না।

সুখী হোন মন্ত্রীবর

রাজ-প্রিয়-সুহৃদেরে নিজ কন্যা দিয়া,

রাহু-গ্রস্ত শশি সম

করুন মালতী সেই পুরুষেরে বিয়া॥

মাল।—(সজল নয়নে স্বগত) হা তাত! তুমিও আমার প্রতি এইরূপ হ'লে?—এ পৃথিবীতে দেখ্‌ছি ভোগ তৃষ্ণারই জয়!

অব।—ভগবতি বড় বিলম্ব হয়ে যাচ্চে। আমি আপনাকে নিশ্চয় করে' বল্‌চি, মাধবের শরীর আজ বড়ই অসুস্থ।

কাম।—বৎসে, এখন তবে বিদায় হই।

লব।—(মালতীর প্রতি জনান্তিকে) সখি মালতি! এই সময়ে ভগবতীর কাছে থেকে তাঁর কুলের বৃত্তান্তটা জানা যাক্ না কেন।

মাল।—(জনান্তিকে) সখি! আমিও তাই জান্‌বার জন্য উৎসুক।

লব।—(প্রকাশ্যে) ভগবতি! যে মাধবের উপর আপনার এত স্নেহ সে মাধবটি কে বলুন দিকি?

কাম।—সে অনেক কথা। এখন তা বল্‌বার নয়।

লব।—অনুগ্রহ করে' বলুন না ভগবতি।

কাম।—আচ্ছা তবে বলি শোনো। বিদর্ভাধিপতির সমগ্র-রাজ্যভার-ধারী নীতি-চক্র-চূড়ামণি দেবরাত নামে একজন অমাত্য আছেন। সেই জগন্মান্য, কৃততীর্থ, পুণ্যমহিম মহাত্মা যে কিরূপ ব্যক্তি তা তোমার পিতা বিলক্ষণ জান্‌তেন। তাছাড়া—

দিগন্ত-বিস্তৃত তাঁর শুভ্র যশোমান,
সতেজ পুণ্যের তিনি পূর্ণ লীলা-স্থান।
অবিদিত মহিমার পুণ্য নিকেতন,
কোথায় এ ধরা-মাঝে সম্ভব তেমন?

মাল।—সখি! ভগবতী যাঁর নাম করলেন, পিতাও তাঁর কথা সর্ব্বদাই বলেন।

লব।—সখি! সে সময়কার লোকের মুখে শুনেছি, তাঁরা দুজনে; একত্রে বিদ্যাশিক্ষা করতেন।

কাম।—সে উদয়-গিরি হতে

নয়ন-আনন্দকর এই নব-চন্দ্রের উদয়,

পরকাশে গুণজ্যোতি

এই জগতের মাঝে—কলাবান্ সুশ্রী অতিশয়॥

লব।—(জনান্তিকে) সখি, উনি কি মাধবের কথা বল্‌চেন ?

কাম।— বিদ্যার আধার তিনি, শিশুকালে গৃহ তেয়াগিয়া

আইলেন এই স্থানে শুধু বিদ্যা শিক্ষার লাগিয়া।

শরচ্চন্দ্র-সম কিবা সুমধুর রূপ,

—দেখিবারে পুরনারী সতত উৎসুক।

ছুটিত তাদের নেত্র তরল কটাক্ষে

পঙ্কজ ফুটায়ে তুলি' প্রত্যেক গবাক্ষে॥

এখন তিনি এইখানে তাঁর বাল্য-সুহৃদ্ মকরন্দের সহিত ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করচেন—তাঁর নাম মাধব।

মাল।—(সানন্দে জনান্তিকে) শুন্‌লে সখি ?

লব।—সখি! মহাসমুদ্র ছাড়া পারিজাতের আর কোথায় উৎপত্তি হতে পারে বল ?

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

কাম।—ওহো, সময় চলে যাচ্চে।

সৌধভূমি-নিকুঞ্জের

নিবীড়তা হল যেন আরো ঘনীভূত,

চক্রবাক্ চক্রবাকী

প্রথমে বিরহ-দুঃখে ছিল অভিভূত,

হইলে মিলন পরে

সুরতের শ্রমে হল নিদ্রায় বিভোর।

হেনকালে সান্ধ্য-শঙ্খ

কাঁপাইয়া কুঞ্জবন নিনাদিল ঘোর।

সেই ধ্বনি বিচরিছে শূন্য নভস্তলে
নিদ্রা হতে জাগাইয়া বিহঙ্গ-যুগলে ॥

তবে এখন আমরা উঠি।

(উত্থান)

মাল।—(স্বগত) পিতা আমাকে রাজার নিকট উপহার দেবেন—রাজারাধনাই পিতার নিকট গুরুতর হল—আর মালতী তাঁর কেউ নয়? (সাশ্রুলোচনে) পিতা, তুমিও আমার প্রতি এইরূপ হলে?—এ পৃথিবীতে দেখ্‌ছি ভোগ-তৃষ্ণারই জয়। (আনন্দে) প্রিয় সখী আবার বল্লেন, "তিনি মহাকুলোদ্ভব—মহাসাগর ছাড়া পারিজাতের আর কোথায় উৎপত্তি হতে পারে"—হা! আবার কি তাঁকে দেখ্‌তে পাব?

লব।—অবলোকিতা! এইদিকে এসো—এই সিঁড়ি দিয়ে নাবো।

কাম।—(স্বগত) সাধু! আমি উদাসীনের ভাব দেখিয়ে দূতীর কাজ তো একরকম বেশ সমাধা করলেম—আমার মনের ভারও অনেকটা লাঘব হল।

জন্মেছে বালার দ্বেষ
নন্দনের পরে, আর ঘৃণা নিজ জনকের প্রতি।
পূর্ব্ব-দৃষ্টান্তের ছলে
দেখাইয়া দেছি ওরে ঠারে-ঠোরে কার্য্যের পদ্ধতি।
কুল-শীল—সে বিষয়ে
করিয়াছি বিধিমতে বাছাটির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন।
মিলন বিধির হাতে
দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা এবে তাহা হবে সংঘটন ॥

ইতি ধবল-গৃহ নামক
দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য।—কামন্দকীর গৃহ।

বুদ্ধ-রক্ষিতার প্রবেশ।

বুদ্ধ।—(পরিক্রমণ ও আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া) অবলোকিতা! ভগবতী কোথায় আছেন বল্‌তে পার?

(অবলোকিতার প্রবেশ)

অব।—বুদ্ধরক্ষিতা! এ তুমি কি জান না, আজ-কাল ভগবতী, ভিক্ষার সময় হলেও ভিক্ষা কর্‌তে যান না—সময় অসময় মানেন না, অষ্ট-প্রহর মালতীর সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন?

বুদ্ধ।—হুঁ। ভাল, তুমি কোথায় গিয়েছিলে বল দিকি?

অব।—ভগবতী আমাকে মাধবের কাছে পাঠিয়েছিলেন, আর এই কথা তাঁকে বল্‌তে বলেছিলেন যে, শঙ্কর-মন্দিরের "কুসুমাকর"-উদ্যানে যে কুব্জক গাছের কুঞ্জ আছে তারই শেষ-ভাগে রক্ত-অশোকের বন—সেই বনে গিয়ে তুমি অপেক্ষা কর্‌বে।"

বুদ্ধ।—মাধবকে সেখানে পাঠালেন কেন?

অব।—আজ কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী; তাই আজ মালতীও ভগবতীর সঙ্গে শঙ্কর-মন্দিরে যাবেন। আর সৌভাগ্য-বৃদ্ধির জন্য মালতী আজ লবঙ্গিকাকে সঙ্গে করে' পূজার ফুল স্বহস্তে তুল্‌বেন, ভগবতীও সেই উপলক্ষে মালতীকে "কুসুমাকর"-উদ্যানে নিয়ে আস্‌বেন। তার পর, এই সুযোগে পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবে। ভাল, তুমি কোথায় যাচ্চ বল দিকি?

বুদ্ধ।—আমার প্রিয়সখী মদয়ন্তিকা শঙ্কর-মন্দিরে গেছেন; আমাকেও

সেখানে যেতে বলেছেন। এখন আমি ভগবতীকে প্রণাম করে' সেই খানেই যাচ্ছি।

অব।—ভগবতী তোমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করেছেন, তার কি হল ?

বুদ্ধ।—আমি ভগবতীর আদেশক্রমে, এ কথা সে কথা পেড়ে, "তিনি এমন, তিনি তেমন" এইরূপ নানা কথা বলে' মকরন্দের প্রতি মদয়ন্তিকার অনুরাগ জন্মে দিয়েছি। তাই, মদয়ন্তিকারও ইচ্ছে, মকরন্দকে আজ দেখেন।

অব।—সাধু বুদ্ধরক্ষিতা সাধু!

বুদ্ধ।—এসো আমরা এখন যাই।

(পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য।—শঙ্কর-মন্দিরের উদ্যান।

(কামন্দকীর প্রবেশ)

কাম।—

মালতী-বিনয়-নম্র,
নানাবিধ করিয়া উপায়
লভেছি বিশ্বাস তার
সখীসম সেবা-শুশ্রূষায়॥
বিমনা বিরহে মম,
প্রসন্না সে মম সন্নিধানে।
গুপ্ত কথা কহে মোরে,
তোষে কত উপহার-দানে।

সঙ্গে সঙ্গে ফেরে সদা,
গমনের কালে ধরে জড়াইয়া গলে,
আটকি' আটকি' রাখে,
দিব্য দিয়া পুন মোরে আসিবারে বলে ॥

আর একটি ব্যাপারেও বিলক্ষণ আশার সঞ্চার হয় :—

শকুন্তলা প্রভৃতির
ইতিহাস বলিলাম কথার প্রসঙ্গে,
শুনিয়া সে কথা মোর
বসিল অমনি আসি' আমার উৎসঙ্গে।
বসিয়া বসিয়া কোলে হয়ে আন-মনা
চিন্তায় মগনা হল স্তিমিত-নয়না ॥

এর পরে যা কিছু করবার আছে সে-সমস্ত আজ মাধবের সম্মুখে করতে হবে।

(নেপথ্যাভিমুখে) এই দিকে বৎসে—এই দিকে !

(মালতী ও লবঙ্গিকার প্রবেশ)

মাল।—(স্বগত) পিতা আমাকে রাজার হস্তে সমর্পণ কর্‌বেন ? রাজারাধনাই পিতার সর্ব্বস্ব হল, আর মালতী তাঁর কেউই নয় ? পিতা ! আমার প্রতি তোমার এইরূপ ব্যবহার ?—তবে দেখ্‌ছি পৃথিবীতে ভোগ-তৃষ্ণারই জয়। প্রিয়সখী আবার বল্লেন, "মহৎ-বংশে তাঁর জন্ম। মহাসাগর ছাড়া পারিজাতের আর কোথায় উৎপত্তি হতে পারে ?"

লব।—সখি !

"কুসুমাকর"-উদ্যান হ'তে হের সুমন্দ অনিল
তোমায় করিছে আলিঙ্গন ; আহা ! মরাল-গমনে
স্খলিত-চরণে চলিয়া তবু ও-চন্দ্র বদনে

দেখা দেছে স্বেদ-বিন্দু; মন্দানিল চুম্বিয়া তাহায়
করিতেছে চন্দন-শীতল;—হের সহকার-শাখে
মধুর মঞ্জরী করি' কবলিত, কত কেলিকল
কোকিল-কুল করিছে কোলাহল আকুল হইয়া।
তাহাদের কলরবে অলিকুল হইয়া উড্ডীন
বসে গিয়া চম্পক-শাখায়;—মৃদু পরশে তাহার
বিকসিত-দল কুসুম-চম্পক সুগন্ধ বিলায়॥

এস সখি, আমরা এই উদ্যানে প্রবেশ করি।

(মাধবের প্রবেশ ও অলক্ষিত ভাবে অবলোকন)

মাধব।—(সহর্ষে) এই যে, ভগবতী কামন্দকী এসেছেন।

তাপ-দগ্ধ শিখীর নয়নে
বর্ষণের পূর্ব্বে যথা অগ্রদূত বিদ্যুৎ-প্রকাশ,
—আইলেন ভগবতী;
এবে আসিবেন প্রিয়া—চিত্তে হেন হতেছে আশ্বাস॥

(দেখিয়া) এই যে! লবঙ্গিকার সঙ্গে মালতীও এসেছেন যে!

কি আশ্চর্য্য! হেরি ওই
অমল মধুর মুখ চন্দ্র-বিনিন্দিত
মুহূর্ত্তের মাঝে মোর
হৃদয় হইল মুগ্ধ জাড়িমা-জড়িত।
চন্দ্রকান্ত মণি যথা
মহীধরে দ্রব করে জ্যোতি-বরিষণে
এ হৃদি পাষাণ মোর
বিগলিত হল আজি হেরি চন্দ্রাননে॥

এখন মালতীকে যেন আরও সুন্দর দেখাচ্চে।

দলিত চম্পক-বাস, ললিত অঙ্গ-বিলাস,
অলস-মাধুরী হেরি' মুগ্ধ মন প্রাণ।
প্রেমানল উঠে জ্বলে', হৃদি মাতাইয়া তোলে,
কৃতার্থ হইল আজি এ মোর নয়ান॥

মাল।—এসো সখি আমরা এই, কুব্জক-নিকুঞ্জে গিয়ে ফুল তুলিগে।

লব।—আচ্ছা চল। (পুষ্প চয়ন)

মাধব।—

শুনিয়া প্রিয়ার এই প্রথম বচন
প্রতি অঙ্গে হল মোর পুলক স্ফুরণ।
নবমেঘ-বরিষণে কদম্ব-মুকুল
সহসা হয় গো যথা কণ্টক-আকুল॥

ভগবতীর কি আশ্চর্য্য কৌশল!

মাল।—এসো সখি, ঐ দিকে গিয়ে আরও কতকগুলি ফুল তুলিগে।

কাম।—(মালতীকে আলিঙ্গন করিয়া) বাছা তুমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, একটু বিশ্রাম কর।

স্খলিত বচন তব,
অঙ্গে অঙ্গ পড়িছে ঢলিয়া।
মুখচন্দ্র উদ্ভাসিত,
স্বেদ-বিন্দু পড়িছে ঝরিয়া।
নেত্র আধো-মুকুলিত,
মনে হয় দেখে তব দশা
—হেরি' যেন প্রিয়জনে,
তাঁর মত তুমিও বিবশা॥

মালতী।—(লজ্জিতা)

লব।—ভগবতী কথাটি বড় সুন্দর বলেছেন।—"হেরি' যেন প্রিয়জনে, তাঁর মত তুমিও বিবশা।"

মাধ।—আহা! পরিহাসটি কি হৃদয়গ্রাহী!

কামং।—আচ্ছা বোসো তবে। একটা ঘটনার কথা তোমাকে বলি।

(সকলের উপবেশন)

কামং।—(মালতীর চিবুক উঠাইয়া) শোন বাছা,সে অতি চমৎকার কথা

মাল।—বল ভগবতি, আমি মন দিয়ে শুন্‌চি।

কামং।—তোমাকে কথায় কথায় এক দিন বলেছিলেম, মাধব বলে' একটি ছেলে আছে, তোমার মত সেও আমার আর একটি স্নেহের সামগ্রী—প্রাণের বন্ধন।

লব।—হাঁ মনে আছে, আপনি বলেছিলেন বটে।

কামং।—তা, সেই মদনোৎসবের দিন থেকে সে ভয়ানক বিষণ্ণ—আর, শরীরের তাপে যেন একেবারে অবশ অবসন্ন।

ইন্দুতে আনন্দ নাহি যদিও তাহার,
প্রণয়িনী-জনের নাহিক ধারে ধার,
সুধীর বিবেকশীল সে যে গো এমন
তবুও তাহাতে ব্যক্ত সন্তাপ বিষম।
শ্যামাঙ্গ প্রিয়ঙ্গু-সম * শীতল-প্রকৃতি,
পাণ্ডুর বরণ-কান্তি, বপু ক্ষীণ অতি,
দারুণ তনুর তাপে তাপিত যদিও,
তবু সে মোহন রূপ অতি রমণীয়॥

লব।—পূর্ব্বে যখন আর একবার অবলোকিতা ভগবতীকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন, তখন যাবার তাড়া দিয়ে এক সময় বলেছিলেন বটে যে মাধবের শরীর বড় অসুস্থ।

* প্রিয়ঙ্গু—লতা বিশেষ। শ্যামলতা। পিঁপুল।

কামং।—তার পর, যখন শুনলেম মালতীই তাঁর প্রেমোন্মাদের মূল-কারণ, তখন আমারও মনে তাই দৃঢ় বিশ্বাস হল।

মনে হ'ল হেরি' তার সে চাঁদ-বদন
—দারুণ উৎকণ্ঠা হৃদে জাগে অনুক্ষণ।
মনে হল—মহোদধি ছিল যে স্তিমিত
চন্দ্রের উদয়ে যেন সহসা ক্ষুভিত॥

মাধ।—(স্বগত) বাঃ! ভগবতী ঠিক্ বর্ণনাটি করেচেন—আবার আমার উপর মহত্ত্ব আরোপ করতেও চেষ্টা করচেন। ভগবতীর চেষ্টা নিষ্ফল হবার নয়ঃ—

শাস্ত্রেতে অটল নিষ্ঠা, জ্ঞান স্বাভাবিক,
পাণ্ডিত্য প্রকাশ, আর বাক্য সুরসিক,
কালের প্রতীক্ষা, প্রতিভার নূতনতা,
—এ গুণ-গুলিতে ঘটে কার্য্য-সফলতা॥

কামং।—তা ছাড়া, জীবনের উপর তাঁর এতটা বিরক্তি জন্মেছে যে, হেন দুষ্কর কাজ নেই যা তিনি এখন করচেন না।

কোকিল-কূজন-পূর্ণ
মুকুলিত চূত-বৃক্ষে সদা তাঁর নেত্র পড়ি রহে।
ঢালি' দেন গাত্র তাঁর
—বকুল-সৌরভ-পূর্ণ মন্দানিল যেই পথে বহে।
প্রেম-জ্বালায় কাতর
—সরস নলিনী পত্রে শয্যা রচি' করেন শয়ন,
তাহাতে বিফল হয়ে
মৃত্যু-ইচ্ছা করি' পুন চন্দ্রকর করেন সেবন॥

মাধ।—ভগবতীর এ কথাও খুব ঠিক্।

মালতী।—(স্বগত) বিরহীর পক্ষে এ অতি দুষ্কর কাজ বটে।

কাম।—যে ব্যক্তি স্বভাবত এমন সুকুমার, যে তপস্বীর ক্লেশ কখন সহ্য করেনি, সে কি না এখন মরণ-যন্ত্রণা ভোগ করতেও প্রস্তুত!

মাল।—(জনান্তিকে) সখি! যিনি জগতের অলঙ্কার তিনি আমার জন্য এত কষ্ট পাচ্চেন শুনে আমি অত্যন্ত ভীত হয়েছি। এখন কি করে' এর প্রতিকার হয়?

মাধ।—আমার কি সৌভাগ্য, আমার উপর ভগবতীর একটু দয়ার উদ্রেক হয়েছে।

লব।— ভগবতী বলিলেন এইরূপ; এদিকে আবার
ঠাকুরাণী আমাদের, নিজ-গৃহ-সন্নিকট-পথে
মাধবে দর্শন করি' সে অবধি তিনিও কাতরা।
অঙ্গগুলি রবি-কর-আলিঙ্গিত পদ্ম-কন্দ-সম
পাণ্ডু-বরণ—মদন-বেদনায় অতীব অধীরা;
—তনু তাহে আরো যেন মনোহর;—পরিজন সবে
ব্যথিত হেরি' এ দশা; কেলি-কলা আমোদ-প্রমোদ
কিছু আর তাঁর ভাল নাহি লাগে; এখন কেবল,
কর-কমলে কপোল করি' ন্যস্ত—যাপেন দিবস।
মদন উদ্যান-বাহী মন্দ-মন্দ সুগন্ধ অনিল
বিষবৎ তাঁর কাছে এবে; বিশেষতঃ যেই দিন,
মাধব সুন্দর বেশ-ভূষা করি' মদন-উৎসবে
করিলা গমন; তাঁহারে হেরিয়া, মনে হল যেন,
আপনার-মহোৎসব দরশন-মানসে অনঙ্গ
অঙ্গ পরিগ্রহ করি' কানন করিলা অলঙ্কৃত।
ঠাকুরাণী আমাদের, ছিলেন সেখানে সেই দিন;
—দৈব-বশে উভয়ের চারি চক্ষু হইল মিলন।

অমনি গো প্রিয়সখী প্রকাশিলা বিভ্রম-বিলাস,
রোমাঞ্চ-ঘরম-স্তম্ভে তনুখানি হইল সুন্দর,
—উভয়ের যৌবনের উভে যেন বুঝিলা মাহার্ঘ্য।
হোলো যেই চোখাচোখি, উভয়ের নয়ন-সঙ্কোচে
উভয়ের বাড়িল ঔৎসুক্য—মোরা হনু আনন্দিত।
তদবধি প্রিয়সখী মনস্তাপে অতীব কাতরা,
মুহূর্ত্তের তরে হেরি পূর্ণচন্দ্রে যথা সরোজিনী
—তেমতি মলিনা সখী ; ভেবেছিনু আমরা সবাই
—জলদের বরিষণে ধরা যথা হয় সুশীতল,
মুহূর্ত্তের্ও তরে হেরি' প্রিয়সখী হৃদয়-বল্লভে
হবেন আশ্বস্ত ; কিন্তু বিপরীত দেখি সব এবে।
—মুক্তা-কান্তি-দন্ত-শোভী ওষ্ঠাধর কাঁপে থরথর,
কপোলে রোমাঞ্চ সদা, স্পন্দ-হীন নয়নের তারা,
কভু বা নয়ন ঘুরে চারিধারে আনন্দাশ্রু-ভরে,
—বিকসিত মুকুলিত, কভু বা সে স্নিগ্ধ ছলছল।
নবচন্দ্র-রেখা সম তাঁর সেই সুন্দর ললাটে
স্বেদজল অবিরল বিন্দু বিন্দু উঠিছে ফুটিয়া।
—এই সব নানাভাব হেরি' তাঁর পঙ্কজ-আননে
তাঁর সে কুমারী-ভাবে আমাদের জনমে সংশয়।

অপিচ :—

শশিকর-বিচুম্বিত বিগলিত চন্দ্রমণি-হার
ধারণ করেন সখী নিশাগমে ; সহচরীগণ
সুশীতল কর্পূর চন্দন-রস, কদলীর দল
যোগায় হইয়া ব্যস্ত ; পদ্ম-দল-জলার্দ্র-বসনে
শয়ন রচিয়া দেয়—এইরূপে সখী আমাদের

যাপন করেন নিশি অনিদ্রায়; নিদ্রা যদি আসে,
স্বপ্নলব্ধ প্রিয়-সমাগমে, পাদ-পল্লব হইতে
স্বেদজল ঝরি'ঝরি' অলক্তক হয় প্রক্ষালিত,
উরু-মূল কাঁপি' থরথর—খসি'পড়ে নীবির বন্ধন,
হৃদয়ের মধ্য হতে দীর্ঘশ্বাস হয় উচ্ছ্বসিত,
রোমাঞ্চিত পয়োধর হয় তাহে সঘনে কম্পিত
—বেষ্টিয়া বাহু-লতায় সখী তাহা রাখেন বাঁধিয়া।
সহসা জাগিয়া উঠি, করেন আকুল দৃষ্টিপাত;
শয্যাতল হেরি' শূন্য মূর্চ্ছায় মুদিত হয় আঁখি,
—আমরা অমনি সবে কত যত্নে মূর্চ্ছাভঙ্গ করি।
তখন একটি পড়ে দীর্ঘ শ্বাস—মনে হয় যেন
এতক্ষণে প্রাণ এল দেহে; মোরা হেরিয়া সে দশা
কর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হয়ে চাহি গো মরিতে, কখন বা
অদৃষ্টেরে করি শত তিরস্কার; বলুন এখন
কত দিনে এহেন লাবণ্যময় সুকুমার-দেহে
মদনের এ বিষম শরজ্বালা হবে প্রশমিত?
যে সময়ে রজনীর সমাগমে মধুর চন্দ্রমা
শুভ্র রজত-ছটায় ঘোচায় তিমির-আবরণ,
কুসুমের পরিমল ছড়াইয়া মলয়-সমীর
দশদিক করে গন্ধে আমোদিত বসন্তের রাতে,
তখন না জানি আহা সজনীর কি দশা হইবে,
মরমে মরিবে সখী, ঘটিবেক বিষম প্রমাদ॥

কামং।—শোনো লবঙ্গিকা!

মাধবের পরে যদি, হয়ে থাকে প্রেমের সঞ্চার
—মালতীর ইথে পাই পরিচয় গুণগ্রাহিতার।

শুনে সুখী হনু বটে, কিন্তু তার যে দারুণ দশা,
বিদরে হৃদয় মম, হারাই-যে সকল ভরসা ॥

মাধ।—এস্থলে ভগবতীর মনে উদ্বেগ হবারই কথা।

কামং।—ওঃ! কি প্রমাদ!

ললিত-কোমল যেগো মালতী-প্রকৃতি
তাহে পুন পঞ্চবাণ নিদারুণ অতি।
মলয়-কম্পিত চূত-পুষ্প সুশোভন,
আর, চারু চন্দ্র এবে কালের ভূষণ।
কেমনে ধৈরজ ধরি' থাকিবে গো বালা,
কেমনে সে নিবারিবে হৃদয়ের জ্বালা ॥

লব।—ভগবতি! আরও একটা কথা নিবেদন করি। এই চিত্র-ফলকটিতে মাধবের যে ছবিটি আছে, আর এই বকুল-মালা-গাছি যা মাধবের স্বহস্তে-গাঁথা বলে' উনি এখন গলায় পরে' আছেন, এই দুইটিই এখন সখীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

মাধব।—(আগ্রহ সহকারে স্বগত)

তোর্‌ই জয় মালা ওরে! ধন্য বলি তোরে,
হৃদয়-বল্লভ হয়ে বিলম্বিত প্রেয়সীর বুকে।
সুপক্ক-মৃণালসম শুভ্র স্তনপরে
বিলাস-পতাকারূপে আহা কিবা রয়েছিস সুখে ॥

(নেপথ্যে কলরব—সকলের কাণ পাতিয়া শ্রবণ)

পুনর্ব্বার নেপথ্যে।

শঙ্কর-মন্দির-বাসী তোরা সবে হরে সাবধান!
মন্দিরের পোষা বাঘ দুর্বিসহ রোষভরে (যৌবন সুলভ)
লোহার পিঞ্জর ভাঙি', ছিন্ন করি' কঠিন শৃঙ্খল,
উত্তুঙ্গ লাঙ্গুল করি' উত্তোলন বৈজয়ন্তি সম,

ফুলাইয়া দেহ-খানা, মঠ হতে হয়েছে বাহির।
ভীমবজ্রপাত-সম থাবা মারি' নর-অশ্ব যত
প্রাণীগণে করি' বধ ব্যগ্রভাবে করে কবলিত।
অস্থি-দন্ত-প্রতিঘাতে সমুত্থিত কড়মড়-ধ্বনি
সুবিকট; সুকঠোর নিদারুণ নখর-প্রহারে
বিদারিছে জীবজন্তু—পঙ্কিল করিয়া নিজ পথ
রুধির ধারায়, মাঝে মাঝে সুভীষণ গরজনে
হত-শেষ প্রাণীগণে করিতেছে ভীত বিদ্রাবিত।
কুপিত কৃতান্ত-সম ওই দেখ্ মদয়ন্তিকারে
করে আক্রমণ—বাঁচাইতে তারে তোরা হ'রে অগ্রসর॥

(বুদ্ধ-রক্ষিতার প্রবেশ)

বুদ্ধ।—রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমার প্রিয় সখী নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিকা শঙ্কর-গৃহে ছিলেন, সহসা একটা বাঘ এসে তাঁর লোক-জনের পিছনে তাড়া করে' তাদের বধ করেছে। তার পর এখন সখীকেও ধরেছে।

মাল।—লবঙ্গিকা, কি ভয়ানক বিপদ!

মাধ।—(শশব্যস্তভাবে উঠিয়া অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া) বুদ্ধরক্ষিতা! কোথায় তিনি?

মাল।—(দেখিয়া সহর্ষে ও সভয়ে স্বগত) ওমা! এই যে, ইনিও এইখানে আছেন দেখ্‌চি।

মাধ।—(স্বগত) আহা! আমি কি পুণ্যবান! প্রিয়া আমাকে এখানে অকস্মাৎ দেখ্‌তে পেয়ে কেমন উল্লাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন। মনে হল যেন

পদ্মের মালায় বদ্ধ হল এই প্রাণ,
কিম্বা দুগ্ধ-স্রোতে যেন করিলাম স্নান।

বিস্ফারিত নেত্রে তার হনু কবলিত,
অমৃত-বর্ষণে যেন হইনু সিঞ্চিত ॥

বুদ্ধরক্ষিতে! বাঘটা কোথায়?

বুদ্ধ।—উদ্যান হতে বেরোবার যে পথ সেই পথের মুখে।

(মাধব সদর্পে পরিক্রমণ)

কাম।—দেখ বাছা, বিক্রম প্রকাশ করতে গিয়ে অসাবধান হয়ো না।

মাল।—(জনান্তিকে) লবঙ্গিকা, কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত—এ কি ভয়ানক বিপদ!

মাধ।—(যাইতে যাইতে সম্মুখে দেখিয়া) ওহোহো!

পরস্পর-সংলগন
ছিন্ন ভিন্ন অন্ত্রজাল কত ছড়াছড়ি,
সদ্য-ছিন্ন অধোমুখী
রুণ্ড-মুণ্ড থাকি' থাকি' উঠে ধড়ফড়ি।
প্রচণ্ড নখরাঘাতে
আগুল্‌ফ-শোণিত-পঙ্কে পঙ্কিল এ পথ,
ভীষণ হয়েছে স্থান,
জীব-জন্তু-মৃত-দেহ পড়ি আছে কত ॥

ওঃ! কি বিপদ! কুমারীটিকে যেখানে আক্রমণ করেছে, সেখান থেকে আমরা আবার দূরে।

সকলে।—হা! মদয়ন্তিকে!

কামন্দকী ও মাধব—(হর্ষধ্বনি)

ওই দেখ কোথা হতে মকরন্দ আসি',
অন্য লোক-হস্ত হতে কাড়ি চর্ম্ম-অসি,

উভয়ের মধ্যস্থলে সহসা দাঁড়ায়

—এইবার বুঝি বালা প্রাণে রক্ষা পায়॥

অন্যলোকে।—সাবাস্ মহাশয় সাবাস্!

কামন্দকী ও মাধব।—(সভয়ে) উঃ! বাঘটা ভয়ানক থাবা মেরেছে।

অন্যলোক।—উঃ! কি প্রচণ্ড আঘাত!

কামন্দকী ও মাধব।—(সহর্ষে) এই যে! বাঘটাও যে মারা গেছে দেখ্চি;

অন্যলোকে।—বাঘটা মরেছে?—বাঘটা মরেছে?—আঃ! বাঁচা গেল!

কাম।—(ভয়ব্যাকুলভাবে) একি! মকরন্দ যে চৈতন্য-রহিত। খর-নখর-প্রহারে শরীর হতে রুধির-ধারা বিগলিত হচ্চে; অসি-লতা ভূতলে পতিত, আর মদয়ন্তিকা ওঁকে ধরে তুল্‌চে।

অন্যলোকে।—আহা, আহা! বাঘের থাবায় মূর্চ্ছা গেছেন।

মাধ।—একি! সখা যে একেবারে চৈতন্য-রহিত। (কামন্দকীর প্রতি) ভগবতি রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

কাম।—তুমি দেখ্চি বাছা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছ। আচ্ছা চল, দেখি কি করতে পারি।

(পরিক্রমণ করিয়া সকলের প্রস্থান)

ইতি শার্দূল-বিদ্রাবণ নামে তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য----শঙ্কর-মন্দিরের উদ্যান।

মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা মূর্চ্ছিত মাধব ও মকরন্দকে লইয়া প্রবেশ। এবং কামন্দকী, মালতী, বুদ্ধরক্ষিতার শশব্যস্ত হইয়া প্রবেশ।

মদ।—ভগবতি! ইনি বিপন্ন-জনের বন্ধু, সম্প্রতি আমার জন্য ওঁর প্রাণ-সংশয় উপস্থিত; ভগবতি! আপনি অনুগ্রহ করে রক্ষা করুন।

অন্যলোক।—হায় হায়! না জানি আমাদের শেষে কি দেখ্‌তে হবে।

কামন্দকী।—(উভয়কেই কমণ্ডলু-জলে সিক্ত করিয়া) তোমাদের বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে বাছাদের বাতাস কর।

(মালতী প্রভৃতির তথা করণ)

মক।—(সচেতন হইয়া অবলোকন) সখা! তোমরা কেন এত কাতর হয়েছ?—এই দেখ আমি সুস্থ হয়েছি।

মদ।—(সহর্ষে স্বগত) এই যে! আমার পূর্ণিমার চাঁদ মকরন্দের চেতনা হয়েছে দেখ্‌ছি।

মাল।—(মাধবের ললাটে হস্ত দিয়া) সখি লবঙ্গিকা! বাঁচা গেল, তোমার প্রিয়সখা মকরন্দের চৈতন্য হয়েছে।

মাধ।—(চৈতন্য লাভ করিয়া) এসো এসো, আমার সাহসী সখা এসো। (মকরন্দকে আলিঙ্গন)

কাম।—(উভয়ের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া) বাঁচা গেল—আমার বাছাদের প্রাণ রক্ষা হল।

অন্যলোক।—আমরা বড় সুখী হলেম।

(সকলের হর্ষ প্রকাশ)

বুদ্ধ।—(জনান্তিকে) দেখ সখি মদয়ন্তিকা! ইনিই সেই ব্যক্তি।

মদ।—আমি তখনই বুঝেছি ইনি মাধব, আর ইনিই সেই ব্যক্তি।

বুদ্ধ।—কেমন, আমার কথা সত্য কি না?

মদ।—তোমার মত লোক ওরূপ গুণ না দেখ্‌লেই বা অত পক্ষপাতিনী হবে কেন বল? আর, দেখ সখি, এই মহাত্মাকে মালতী ভালবাসেন বলে' যে একটা জনরব আছে, তা সে-ভালবাসা যোগ্য পাত্রেই পড়েছে—আর অতি মধুরও বটে।

(পুনর্ব্বার মকরন্দকে সস্পৃহ ভাবে অবলোকন)

কাম।—(স্বগত) আজ মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার মধ্যে এই আকস্মিক দেখা-সাক্ষাৎটা বড় সুন্দররূপে ঘটে গেল (প্রকাশ্যে) বাছা মকরন্দ! তুমি সেই সময় মদয়ন্তিকার প্রাণ বাঁচাবার জন্য দৈবক্রমে কি করে' এসে পড়লে বল দিকি?

মক।—আজ আমি নগরে একটা সংবাদ শুন্‌লেম, তাতে মাধবের বিশেষ ভাবনার কথা বলে' মনে হল। পরে অবলোকিতার কাছে সন্ধান নিয়ে যেমন "কুসুম-আকর"-উদ্যানে আস্‌চি এমন সময়ে ভদ্রবংশের একজন কুমারীকে একটা বাঘে আক্রমণ করেছে দেখে আমার মনে দয়া উপস্থিত হল, আর আমি অমনি ছুটে গেলেম।

কাম।—(স্বগত) না জানি সংবাদটি কি—বোধ হয় নন্দের হস্তে মালতীকে সম্প্রদান করবার কথা। (প্রকাশ্যে) বাছা মাধব! মালতী তোমার সখার চৈতন্যের সংবাদ দিয়ে তোমাকে সুস্থ করলেন, এখন তাঁকে তোমার কিছু পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য।

মাধব।—

সখারে মূর্চ্ছিত দেখি' ব্যাঘ্রের আঘাতে
আমিও মূর্চ্ছিত হই সুহৃদের সাথে।
উহাঁরই সৌজন্য-বশে হনু গত-ব্যথা,
গ্রহণ করুন উনি হৃদি-কৃতজ্ঞতা।
ভগবতি, অন্য কিবা দিব পুরস্কার
মন প্রাণ ওই পদে দিনু উপহার॥

লব।—এইটি প্রিয় সখীর মনের মত পুরস্কার হয়েছে।

মদ।—(স্বগত) আহা! মহৎ ব্যক্তিরা কেমন সময় বুঝে মিষ্টি কথা বল্‌তে পারেন।

মাল।—(স্বগত) মকরন্দ নাজানি এমন কি কথা শুনেছেন যাতে আমাদের ভাবনা হতে পারে।

মাধ—সখা! ভাবনার কথা কি শুনেছ বল দেখি?

(একজন সংবাদ-বাহক পুরুষের প্রবেশ)

পুরুষ।—বৎসে মদয়ন্তিকে! আজ পদ্মাবতীর রাজা আমাদের বাড়ী এসে, অমাত্য ভূরিবসুর সেই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করে', নন্দনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে মালতীকে নন্দনের উদ্দেশে স্বয়ং দান করে গেছেন। এখন তোমার ভ্রাতার এই আদেশ, তোমরা গৃহে এসে বিবাহ-উৎসব-উপলক্ষে আমোদ-প্রমোদ কর।

মক।—সখা! এই সেই সংবাদ।

(মালতী ও মাধবের নৈরাশ্য অভিনয়)

মদ।—(মালতীকে সহর্ষে আলিঙ্গন করিয়া) দেখ সখি! আমাদের এক নগরে বাস, গৃহে ছেলেবেলায় একত্রে খেলাধুলা করেছি, এত দিন

তুমি আমার প্রিয়সখী ও ভগিনীর মত ছিলে, এখন আবার আমাদের গৃহলক্ষ্মী হলে!

কাম।—বাছা মদয়ন্তিকা! তোমার ভায়ের ভাগ্য ভাল, তিনি দেখ মালতীকে লাভ করলেন।

মদ।—সকলই আপনার আশীর্ব্বাদের ফল। সখি লবঙ্গিকে, এতদিনে তোমাদের পেয়ে আমার মনের বাসনা পূর্ণ হল।

লব।—সখি এর পর আর আমাদের কি বলবার আছে?

মদ।—সখি বুদ্ধরক্ষিতে! এসো তবে এখন বিবাহ-উৎসবে যাওয়া যাক্।

বুদ্ধ।—হাঁ সখি, চল। (উত্থান)

লব।—(জনান্তিকে) ভগবতি; মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার পরস্পরের চাহুনির ভাব-খানা দেখুন—পদ্মপত্র ঈষৎ দলিত হলে যে রকমটি হয়, এ যেন সেইরকম চোখের ভাব। বোধ হয়, ওরাও মনে মনে আপনাদের প্রণয়-সম্বন্ধ পূর্ব্ব হতেই স্থির করেছে।

কাম।—(ঈষৎ হাসিয়া) ওরা পরস্পরকে দেখে, মনে মনে যে মুহুর্ম্মুহু সুখানুভব করচে তা ওদের ভাব দেখেই বেশ বোঝা যাচ্চে। কেন না—

নয়ন ঈষৎ বাঁকা, অপাঙ্গ কুঞ্চিত,
অনুরাগ-আবির্ভাবে সুন্দর স্তিমিত।
ভ্রূহুটি একটু তোলা, মনে সুখোদয়,
তাহাতে মসৃণ নেত্র—স্থির পক্ষ্মচয়।
বক্র দৃষ্টে দৃষ্টিপাত—এসব লক্ষণ
মনের হরষ ব্যক্ত করে বিলক্ষণ॥

পুরুষ।—এই দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে।

মদ।—সখি বুদ্ধরক্ষিতে! আবার কি আমার সেই জীবন-দাতা প্রাণেশ্বরকে দেখ্‌তে পাব?

বুদ্ধ।—যদি কথন দৈব আবার অনুকূল হন তবেই দেখ্‌তে পাবে।

(সংবাদ-দাতা পুরুষের সহিত উহাদের প্রস্থান)

মাধ।—(জনান্তিকে কামন্দকীর প্রতি)

মৃণাল-তন্তুর মত
সুভঙ্গুর চির-আশা হউক গো ছিন্ন,
আধি-ব্যাধি নিরবধি
আমার এ দেহ মন করুক বিদীর্ণ।
অধৈর্য্য চঞ্চলতা
করুক সে অধিকার হৃদি-মন-প্রাণ,
বিধাতা সুস্থির হোন্‌,
মদন হউন এবে পূর্ণমনস্কাম॥

অথবা—

দুর্লভ সামগ্রীলাভে মোর মনস্কাম,
তাইতো গো সমুচিত এই পরিণাম।
মালতী শুনিয়া তাঁর নিজ দান-কথা
প্রাতশ্চন্দ্র-সম ম্লান—তাই পাই ব্যথা॥

কাম—(স্বগত) বৎস মাধবকে বিমনা দেখে আমার ভারি কষ্ট হচ্চে, মালতীও অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়েচে। (প্রকাশ্যে) বাছা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—তুমি কি মনে করেছ, অমাত্য স্বয়ং মালতীকে তোমার হস্তে সমর্পণ করবেন ?

মাধ।—(সলজ্জ) না-না তা নয়।

কাম।—তবে এত ম্লান হলে কেন ?

মক।—নন্দনের হাতে মালতীকে অর্পণ করা হল—আমি তাই ভাবৃচি।

কাম।—এ কথা শুনেছি বটে! আর বৎস, সে তো সবাই জানে।

যখন রাজা নন্দনের নিমিত্ত মালতীকে প্রার্থনা করেন, তখন অমাত্য বলেছিলেন "মহারাজ নিজ কন্যার প্রভু।"

মক।—হাঁ, তা বটে।

কাম।—সেই লোকটিও তো বলে গেল, রাজা স্বয়ং মালতীকে দান করেছেন। দেখ বৎস, দেহীদের মধ্যে হৃদয়ের দৃঢ় অনুরাগই কার্য্যের প্রবর্ত্তক। তবে, বাক্যেতেও পুণ্যাপুণ্যের হেতু বিদ্যমান—সকলই বচনের অধীন। কিন্তু দেখ, সেই ভূরিবসুর বাক্য নিশ্চয়ই অনৃতাত্মক। কেন না, মালতী কিছু আর রাজার নিজ কন্যা নয়। তা ছাড়া, অন্যের কন্যা-দানে রাজার অধিকার আছে, একথাও ধর্ম্মাচার-বিরুদ্ধ। অতএব অমাত্যবাক্যের গূঢ় তাৎপর্য্য কি তা ভেবে দেখ। তুমি কি ভাবছ বাছা, আমি নিতান্ত অনবধান হয়ে বসে' আছি? দেখ

যে পাপ আশঙ্কা করি
শত্রুর্ও না যেন তাহা ঘটে কদাচন,
যাহাতে মিলন হয়
প্রাণপণে আমি তাহে করিব যতন॥

মক।—ভগবতি যা আজ্ঞা করলেন তা অতি সঙ্গত কথা।

তাছাড়া:—

আরো এক কথা এই—
সন্তান-সদৃশ তব বালক মাধব,
সংসারে-বিরত তুমি
দয়া কিম্বা স্নেহে তবু হিয়া তব দ্রব।
তপস্বীর ব্রত ছাড়ি'
ইথে তুমি ভগবতি সঁপিয়াছ প্রাণ,
এতেও না হলে সিদ্ধি
জানিলাম একমাত্র দৈব বলবান্॥

(নেপথ্য)—ভগবতি কামন্দকি ! মা ঠাকরণ আমাকে আজ্ঞা করলেন —মালতীকে নিয়ে শীঘ্র এখানে এসো।

কাম।—এখন তবে ওঠো বাছা।

(সকলের গাত্রোত্থান)

মাধ।—(স্বগত) ওঃ কি কষ্ট ! মালতীর সঙ্গে একত্রে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করব বলে যে আশা করেছিলেম তার দেখচি এইখানেই শেষ হল।

সুহৃদের ন্যায় বিধি
প্রথমেতে নিরন্তর হন অনুকূল,
পুনঃ দশা-বিপর্য্যয়ে
মনস্তাপে মানবেরে করেন আকুল॥

মাল।—(স্বগত)

প্রাণেশ্বর ! আমার নয়নানন্দ ! এই দেখাই আজ শেষ দেখা।

লব।—হা ধিক্ ! অমাত্য পিতা হয়ে মালতীর কিনা প্রাণ-সংশয় উপস্থিত করলেন।

মাল।—(স্বগত) আমার জীবন-তৃষ্ণার ফল এই হল, নির্দয় পিতার ঘাতুক বৃত্তি চরিতার্থ হল, আর দুষ্ট বিধাতার আরব্ধ কার্য্যেরও সমুচিত শেষ-পরিণাম এই হল। কিন্তু আমি নিজে হতভাগিনী, কারই বা দোষ দেব—আমি অনাথা হয়ে কারই বা শরণাপন্ন হব।

লব।—সখি এই দিক্ দিয়ে, এই দিক্ দিয়ে।

(প্রস্থান)

মাধ।—(স্বগত) আমার বেশ বোধ হচ্চে, ভগবতীর কথা কেবল আশ্বাস মাত্র। আমার প্রতি তাঁর যে স্বাভাবিক স্নেহ আছে, বোধ হয় তারই অনুরোধে তিনি এই সব কথা বল্লেন। (সোদ্বেগে) হায়। আমার জন্মের সফলতা বোধ হয় আর ঘট্‌ল না। এখন তবে কি কর্ত্তব্য ? (চিন্তা করিয়া) মহামাংস বিক্রয়

ভিন্ন আর কোন উপায় দেখ্‌চিনে। (প্রকাশ্যে) কেমন, সখা মকরন্দ! তোমার মনও কি মদয়ন্তিকার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে?

মক।—হাঁ সখা।

আমারে আহত হেরি' কুরঙ্গ-নয়না
বস্ত্র খসি পড়ে তবু না করি' গণনা,
সুধাময় অঙ্গে করিলেন আলিঙ্গন
—সে অবধি অস্থির হয়েছে প্রাণমন॥

মাধ।—দেখ সখা, মদয়ন্তিকা হচ্চে বুদ্ধ-রক্ষিতার প্রিয় সখী—তাই আমার বোধ হয়, তুমি তাঁকে অনায়াসেই পেতে পার্‌বে। বিশেষতঃ—

মৃত্যু-মুখ হতে যারে করেছ রক্ষণ,
লভিয়াছে যেই তব সুখ-আলিঙ্গন,
মুগ্ধা-স্তিমিত দৃষ্টি যে চারু নয়নে,
তার প্রেম যায় কিগো অন্য কোনো খানে?

মক।—তবে ওঠো সখা। পারা-সিন্ধু-নদীর সঙ্গমে অবগাহন করে' নগরে যাওয়া যাক্।

(গাত্রোত্থান করিয়া পরিক্রমণ)

দৃশ্য—নদী-সঙ্গম।

মাধ।—এই তো সেই দুটি মহানদীর সঙ্গম-স্থান।

স্নান সমাপন করি' কুলবধূগণ
ধীরে ধীরে উঠে তটে মন্থর-গমন।
তাহাদের পরিহিত জল-সিক্ত বাস
অঙ্গের উন্নত-নত করিছে প্রকাশ।
রুচির কনক কুম্ভ শোভে চারু কক্ষে
তুঙ্গ স্তন ঢাকে লাজে হাত দিয়া বক্ষে॥

(সকলের প্রস্থান)

ইতি চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

(বিষ্কম্ভক)

দৃশ্য—আকাশ-পথ।

ভীষণ-উজ্জ্বল বেশে কপালকুণ্ডলার প্রবেশ

কপা।—ষোল নাড়ি চক্র-মাঝে
আত্মা অবস্থিতি করে—যার এই জ্ঞান
সেই জ্ঞানী-জন-হৃদে
সিদ্ধিদাতা রূপে যেগো করে অধিষ্ঠান,
অবিচল মনে যাঁরে
বিশ্বের সাধক সবে করে অন্বেষণ,
শক্তিগণে সুবেষ্টিত
সে শক্তি নাথের জয় করহ ঘোষণ॥

অপিচ।—

ষড়ঙ্গ-চক্র-নিহিত হৃৎপদ্ম-সমুদিত
শিবরূপী আত্মামাঝে আত্মা করি' লয়
নাড়ির উদয়-ক্রমে, পঞ্চভূত-আকর্ষণে
না পাইয়া কোন বাধা উড়ি ব্যোমময়।
ভেদ করি' নভোমেঘ, অতিক্রমি বায়ু-বেগ
অক্লেশে বিচরি ব্যোমে, নাহি শ্রমোদয়॥

অপিচ।—

গগনে গমন-বেগে
আন্দোলিত স্খলিত কপাল-কণ্ঠমাল,

নৃমুণ্ড-সংঘট্ট-ভরে

অবিরত ধ্বনিত ভীষণ ঘণ্টি-জাল,

পর্য্যাপ্ত আমাতে যত সৌন্দর্য্য করাল।

ঘন-বদ্ধ জটাভার

বায়ুবেগে এলাইয়া ওড়ে চারি ধার,

খট্টাঙ্গ-কিঙ্কিণী-রাজি

আন্দোলনে তীব্রধ্বনি করে বারম্বার।

শব-শির-কুঞ্জ-মাঝে

গুঞ্জি বায়ু উঠাইছে বিলাপের তান,

কাঁপে ঊর্দ্ধে কর-ধৃত ধ্বজের নিশান॥

(পরিক্রমণ, অবলোকন ও গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া)

এই তো এইখানে চিতাধূমের গন্ধ পাচ্চি—পুরাতন নিমের তেলে-ভাজা রসুনের মত গন্ধ—তাহলে সামনেই বোধ হয় মহাশ্মশান—আর করালা-দেবীর মন্দিরও বোধ হয় নিকটেই হবে। মন্ত্র-সিদ্ধ আমার গুরুদেব অঘোর-ঘণ্টার আদেশক্রমে, আজ সেখানে পূজার বিশেষ আয়োজন করতে হবে। আর, গুরুদেব আজ্ঞা করেছেন, দেবীর পরিতোষের জন্য আজ একটি স্ত্রীরত্ন উপহার চাই। তা, এই নগরের চারিদিকে অন্বেষণ করে' দেখা যাক্। (সকৌতুকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া)—অতি গম্ভীর মধুর আকৃতি, জটাবদ্ধ-কেশ, তলোয়ার হাতে—শ্মশানের পথে নাব্‌চেন নাজানি ইনি কে? আহা!

কুবলয়-দল-শ্যাম

তনুখানি ধূষর বরণ,

স্খলিত চরণক্ষেপ,

শশি-সম সুচারু বদন।

বামকরে নরমাংস
—বিগলিত রুধিরের পঙ্ক,
প্রকাশে সাহস ঘোর,
হেরি' ওরে জনমে আতঙ্ক ॥

(নিরীক্ষণ করিয়া) ওহো! এযে কামন্দকীর সখা-পুত্র মাধব—মহা-মাংস বিক্রয় করচে। তা, এঁর এ কাজ কেন? সে যা হোক্—এখন আমার অভীষ্ট সাধনের চেষ্টা দেখা যাক্। ক্রমে সন্ধ্যা-সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্চে।

ঘন ঘোর তমোপুঞ্জ
তালতরু-কুঞ্জসম ছাইল গগন।
বসুমতী-শেষ-প্রান্ত
নব-জল-ধারে যেন হইল মগন।
বাত্যার বেগেতে যেন
ধূমরাশি চতুর্দ্দিক করিল আচ্ছন্ন,
ত্রিযামা আরম্ভ সবে
তবু যেন ঘোরতর হইল অরণ্য ॥

(পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান)

ইতি বিষ্কম্ভক।

দৃশ্য—করালাদেবীর মন্দির-সমীপস্থ মহাশ্মসান।

মহামাংস-হস্তে মাধবের প্রবেশ।

মাধ।—(সন্দিগ্ধ চিত্তে)

আমা প্রতি তার সেই
প্রেমার্দ্র প্রণয়-স্পৃহ মুগ্ধ হাব-ভাব,

স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টি,
—এ মোর অদৃষ্টে পুন হবে কি গো লাভ?
ভাবিলেও মনে উহা
বাহ্যজ্ঞান একেবারে হয় তিরোহিত,
প্রগাঢ় আনন্দ-রস
ক্ষণমাত্রে হৃদে আসি' হয় সমুদিত ॥
মুক্তা-বিনা গাঁথা সেই
বকুলের মালাগাছি আমার রচিত,
—প্রিয়া-স্তনে করি' বাস
সুবাসে সুতনু তার করে সুরভিত।
সে চারু কোমল অঙ্গ
আলিঙ্গন করিতে কি পাইব আবার?
প্রেয়সীর কর্ণমূলে
নিবেশিয়া মনসুখে আনন আমার?

কিন্তু সে তো দূরের কথা, এখন আমার শুধু এই মাত্র প্রার্থনা—

যার ধ্যানে হৃদিমাঝে
অতিমাত্র সুখের উদ্ভব,
যার শুভ দরশনে
নয়নের মহা-মহোৎসব,
বালেন্দু-সৌন্দর্য্য-সারে
উৎপাদিত হইয়াছে উপাদান যার,
অনঙ্গ-মন্দির যেই,
সেই মুখচন্দ্র যেন হেরিগো আবার ॥

কিন্তু তাও বলি, তাঁর দর্শন ও অদর্শনে এখন কিছুমাত্র বিশেষ নাই। কেন না, পূর্ব্ব-দর্শনের সংস্কার এখনও আমার হৃদয়-মাঝে অনবরত

জাগচে ; এমন কি, এ সব বিসদৃশ ব্যাপার দেখেও তা বিলুপ্ত হচ্চে না—প্রিয়তমার স্মৃতিতে আমার হৃদয় একেবারে তন্ময় হয়ে আছে।

প্রিয়ার সে রূপ হৃদে
বিলীন, প্রতিবিম্বিত, লিখিত, খোদিত।
বজ্রের লেপনে লিপ্ত,
পঞ্চবাণে দৃঢ়-বিদ্ধ, নিখাত, প্রোথিত,
সেই দিকে চিন্তা মোর সদা প্রবাহিত,
সেই মোর চিন্তা-তন্তু—চিন্তায় জড়িত॥

(নেপথ্যে।—কলরব)

মাধব।—আহা! এখন শবাহারী জীবজন্তুদের সমাগমে শ্মশানপথ কি ভীষণ হয়ে উঠেছে! এখন এখানে ঃ—

কোথাও বা চিতা-জ্যোতি
মাংসাহুতি পেয়ে করে দিক উদ্ভাসিত,
সমুজ্জ্বল সে প্রভায়
নিকটের ভূমি হয় আঁধারে আবৃত।
কোথাও প্রমোদ-ভরে
চপল ক্রীড়ায় রত নিশাচর দল
কিল-কিল শব্দ করে
—ভয়ঙ্কর উত্তাল করাল কোলাহল॥

আচ্ছা ওদের একবার ডেকে দেখা যাক্। ওগো শ্মশানবাসী প্রেতগণ!

প্রস্তুত পুরুষ-অঙ্গে অস্ত্রাঘাত-বিনে
সুন্দর এ মহামাংস নিয়ে যাও কিনে॥

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে কলরব)

মাধ।—কি আশ্চর্য্য! আমি ডাক্‌বামাত্রই বেতাল, ভৈরব, ভূত

প্রেতেরা চারি দিকে বিচরণ কর্‌তে কর্‌তে কি বিকট অব্যক্ত কোলাহলই আরম্ভ করেছে—উঃ! শ্মশানের পথটা কি ভয়ানক ভাব ধারণ করেছে!

কোথাও বা উল্কামুখী
আকর্ণ-বিদীর্ণ মুখ করিয়া ব্যাদান
বিকট দশন-পাঁতি
বিকাশিয়া ইতঃস্তত হয় ধাবমান।
তাহাদের দীপ্তানলে
উদ্ভাসিত হয়ে উঠে সমস্ত গগন,
কেশ নেত্র ভুরু শ্মশ্রু
বিদ্যুতের ছটা-সম পিঙ্গল বরণ।
বিশুষ্ক সুদীর্ঘ বপু
লক্ষ্য হয়, যবে মুখে অনল উদ্গারে,
নহিলে অলক্ষ্য হয়ে
ভক্ষ্য অন্বেষণে তারা চরে চারি ধারে॥

আবার ঃ—

পুতনা প্রভৃতি দানা ভূত প্রেত সব্
নৃমাংস অধীর হয়ে খায় গবাগব্।
অর্দ্ধ থাকে মুখে—অর্দ্ধ ভূমে পড়ি' যায়,
সে উচ্ছিষ্ট কাঁদি কাঁদি বৃকগণ খায়।
খর্জ্জুর-তরুর মত জংঘার আকার,
—নীরস কর্কশ দীর্ঘ অস্থি-চর্ম্মসার।
অসিত-বরণ চর্ম্মে ব্যাপ্ত স্নায়ুজাল,
গ্রন্থি-ঘন অস্থি-রাশি—সুজীর্ণ কঙ্কাল॥

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া হাস্য-সহকারে)

এ আবার আর এক প্রকার পিশাচ :—

বিবর্ণ সুদীর্ঘকায়
মুখগর্ত্ত বিদারিয়া বিস্তারয়ে রসনা বিশাল।
নড়ে যেন অজাগর
দগ্ধ জীর্ণ তরুর কোটরে—অতি ভীষণ করাল॥

(পরিক্রমণ করিয়া)

আঃ! সম্মুখে আবার এ কি বীভৎস ব্যাপার!

অধম পিশাচ এক
কোটরাক্ষ, দন্ত প্রকটিয়া
ভেদ করে শব-চর্ম্ম,
পরে খায় কাটিয়া কাটিয়া।
পচিয়া উঠেছে ফুলি
মাংস-পিণ্ড কটির পশ্চাৎ,
খেয়ে ক্লান্ত হয়ে ক্ষান্ত
চতুর্দ্দিকে করে দৃষ্টিপাত।
পরে পুন শবটিরে
কোলে তুলি কপাল কুরিয়া
সন্ধিগত মাংসগুলি
খায় সুখে উদর পূরিয়া॥

আবার :—

কোথাও পিশাচ সব
ধূম-ব্যাপ্ত শব-দেহ চিতা হতে টানি,

মজ্জা-ধারা করে পান

নির্ম্মাংস করিয়া তুলি জঙ্ঘা-অস্থিখানি।

জ্বলন্ত সে শব-হতে জল বিনিস্থত,

বিগলিত মাংস, অস্থি-সন্ধি বিয়োজিত।

ঝরিয়া পড়িছে বসা—ঝরে মজ্জাধারা,

ব্যগ্র হয়ে মহা সুখে পান করে তারা॥

(হাস্য করিয়া)

আহা! এদিকে আবার পিশাচ-অঙ্গনাদের প্রাদোষিক আমোদ-প্রমোদও চল্‌চে দেখছি!

শব-অন্ত্র তাহাদের মঙ্গল-কঙ্কণ;

স্ত্রী-শবের পদ্ম-হস্ত—কর্ণের ভূষণ।

পদ্মের-মালিকা হৃৎপিণ্ড যতেক,

শোণিতের পঙ্করাশি—কুঙ্কুম-প্রলেপ।

নৃ-কপাল-পানপাত্রে কান্তগণ-সনে

মজ্জা-সুরা পান করে আনন্দিত মনে॥

(পরিক্রমণ করিয়া)

(প্রকাশ্যে) প্রস্তুত পুরুষ-অঙ্গে, অস্ত্রাঘাত-বিনে

সুন্দর এ মহামাংস, নিয়ে যারে কিনে॥

এ কি! এই নানা প্রকারের ভীষণ পিশাচগুল হঠাৎ কোথায় পালাল? ওঃ! এরা কি সার-হীন লঘু-প্রকৃতি! (পরিক্রমণ করতঃ নিরাশ ভাবে দর্শন) সমস্ত শ্মশান-পথটাতো ঘুরে দেখ্‌লেম—কৈ, তারা তো আর নাই।

এই তো:—

শ্মশানের পারে নদী;

তটোপরি কুঞ্জমাঝে পেচকের চীৎকার করাল।

কোথাও বা স্থানে স্থানে
কাঁদি কাঁদি ডাকিতেছে ঘোর রবে শৃগালের পাল।
নদীর প্রবাহ-মাঝে
শবের কঙ্কালচূর্ণে স্রোতোগতি হয়ে প্রতিরুদ্ধ
মহাবেগে ধায় নদী
প্রচণ্ড ঘর্ঘর-রবে বাধা ঠেলি হয়ে অতি ক্রুদ্ধ॥

নেপথ্যে।—হা নির্দ্দয় পিতা! যাকে তুমি রাজার পরিতোষের জন্য উপহার দিতে যাচ্ছিলে, দেখ তার আজ মৃত্যু উপস্থিত।

মাধ।—(আগ্রহ-সহকারে শ্রবণ)
ত্রস্তা কুররীর মত
স্নিগধ মধুর চীৎকার,
চিত্তাকর্ষী স্বর এ যে
পরিচিত শ্রবণে আমার।
শুনি হয় মর্ম্মভেদ,
হৃদি ভ্রমে হইয়া চঞ্চল।
শরীর স্তম্ভিত প্রায়,
প্রতি অঙ্গ বিকল বিহ্বল।
স্খলিত হতেছে গতি,
কি ব্যাপার—না জানি কারণ,
করালা-মন্দির হতে
আসে এই করুণ ক্রন্দন।
ওই বটে ভয়ানক অনিষ্টের স্থান,
ওই খানে গিয়া তবে করিগে সন্ধান॥

(পরিক্রমণ)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

করালা দেবীর মন্দির।

(দেবতার্চ্চনার সামগ্রী হস্তে করিয়া কপাল-কুণ্ডলা ও অঘোর-ঘণ্টা এবং বধ্যচিহ্ন ধারণ করিয়া মালতীর প্রবেশ)।

মাল।—হা নির্দ্দয় পিতা! রাজার মনস্তুষ্টির জন্য যাকে তুমি উপহার দিতে যাচ্ছিলে, দেখ তার আজ মৃত্যু উপস্থিত। হা স্নেহময়ী জননী! বিধাতা তোমারও সর্ব্বনাশ করলেন। ভগবতি কামন্দকী, তোমার মালতীগত প্রাণ, মালতীর শুভ-সাধনই তোমার জীবনের একমাত্র কাজ—তাই, সেই স্নেহের উপর নির্ভর করে' চিরদিন কেবল তোমাকেই আমার মনের দুঃখ জানিয়েছি। হা প্রিয়সখি লবঙ্গিকা! এখন তুমি আমাকে কেবল স্বপ্নেতেই দেখ্‌তে পাবে—এখন থেকে আমি তোমার স্বপ্নেরই বিষয় হয়ে রইলেম।

মাধ।—আ! এই যে আমার মালতী।—সেই সুন্দর ঢুলু-ঢুলু চোখ্! এখন আমার সব সন্দেহ দূর হল। তবে, এখন গিয়ে জীবিত দেখ্‌তে পেলে হয়। (সত্বর গমন)

অঘোর ঘণ্টা ও কপালকুণ্ডলা। }—দেবি চামুণ্ডে, নমস্তে নমস্তে!

নিশুম্ভ মর্দ্দনতরে, সদর্প ও-পদভরে
নিষ্পীড়িত বিশ্বভূমণ্ডল।
কূর্ম্মপৃষ্ঠ বিকম্পিত, ব্রহ্ম-অণ্ড বিগলিত,
সপ্তসিন্ধু ধায় রসাতল!
কি তব নৃত্যের শোভা, আনন্দিত শিব-সভা,
বন্দি ও-চরণ-শতদল।

করি-চর্ম্ম-বাসাঞ্চল, নৃত্যভরে সচঞ্চল,
নখাহত ললাটের ইন্দু।
হয়ে হেন বিখণ্ডিত, তাহা হতে নিস্যন্দিত
দর-দর অমৃতের বিন্দু।
অমৃতে সিঞ্চিত হয়ে, মুণ্ডমালা উঠে জিয়ে,
কাঁপায় দিগন্ত অট্টহাসে।
ভূতগণ আগণন, করি' তাদের বেষ্টন,
স্তুতি করে মনের উল্লাসে।
বাহুতে ভুজঙ্গ নানা, শ্বসে' ফুলাইয়া ফণা,
—বিষজ্যোতি করয়ে উদ্গার।
দীর্ঘ বাহু ইতঃস্তত, হইতেছে সঞ্চালিত,
তাহে ঠেকি গিরি চুরমার।
ললাটে ত্রিনেত্র ফুটে, পিঙ্গল অনল ছুটে,
মুণ্ড ঘোরে যেন চক্রাকার।
খট্টাঙ্গ পরশে নভ, বিক্ষিপ্ত তারকা সব,
প্রমোদিত ভূত-প্রেত দল।
তাল বেতালাদি দানা, হয়ে অতি হৃষ্টমনা
উঠাইছে ভীম কোলাহল।
তাহে গৌরী ভয়ত্রাসে, ধরে শিবে বাহুপাশে,
শিব তাহে অতি হরষিত।
এ হেন তাণ্ডব-নৃত্য, পুরাক অভীষ্ট নিত্য,
হৃষ্ট করি' সবাকার চিত॥

মাধব।—হায়! কি দৈব-দুর্ব্বিবাক!
ভূরিবসু-বসু সেই সাধের দুহিতা
পাষণ্ড চণ্ডাল-করে হয়েছে গো ধৃতা!

ভীরু মৃগে ধরে যথা ক্রূর বৃকদলে

—এ ললনা সেইরূপ মৃত্যুর কবলে।

দুষ্ট কাপালিক ওই এখনি বধিবে ওর প্রাণ

—অলক্তক, রক্তবস্ত্র, মাল্য তাই করিয়াছে দান।

কি কষ্ট, কি কষ্ট আহা নিদারুণ বিধি!

কেন গো প্রয়াস তব হরিতে এ নিধি॥

কপাল।— স্মরণ করগো ভদ্রে তব প্রিয়জনে,

এখনি হরিবে তোমা দারুণ শমনে॥

মাল।—হা নাথ! হৃদয়-বল্লভ মাধব! আমি পরলোকে গেলেও তুমি আমাকে স্মরণ কোরো। সে কখন মৃত হয় না মৃত্যুর পরেও যাকে প্রিয়জনে স্মরণ করে।

কপাল।—আহা! এ হতভাগিনী দেখ্‌ছি মাধবে অনুরক্ত।

অঘোর।—(খড়্গ উঠাইয়া) এই বার তবে বধ করি।

মন্ত্রসাধনের পূর্ব্বে

দিয়াছিনু তোমারে বচন

—ভগবতী হে চামুণ্ডে!

সেই বলি করহ গ্রহণ॥

(বধ করিতে উদ্যত)

মাধব।—(সহসা অগ্রসর হইয়া মালতীকে হস্তের দ্বারা অপসারণ) অধম কাপালিক, দূর হ! এ কাজ কখনই তোকে করতে দেব না।

মালতী।—মাধব! আমাকে রক্ষা কর!—রক্ষা কর!

(মাধবকে আলিঙ্গন)

মাধব।—ভয় নাই ভদ্রে ভয় নাই!

মরণ সময়ে ত্যজি মরণের ভয়

সপ্রতাপে যেই দেয় স্নেহ-পরিচয়

সেই তব সখা দেখ তোমার সম্মুখে
ত্যজ ভয় সুন্দরি—সাহস ধর বুকে।
ফলোন্মুখ হইয়াছে পাপ দুরাত্মার
এবে হবে সমুচিত প্রতিফল তার॥

অঘোর।—আঃ! কে এ পাপ এসে আমাদের অন্তরায় হল?

কপা।—জানেন না এ কে?—এ হচ্চে মালতীর প্রণয়-পাত্র, কামন্দকীর সুহৃৎ-পুত্র, মহামাংস-বিক্রেতা, নাম মাধব।

মাধ।—(সাশ্রুলোচনে) ভদ্রে! এ কি ব্যাপার?

মাল।—(কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া) আমি কিছুই জানি নে। এই-মাত্র জানি, উপরে অলিন্দে ঘুমচ্ছিলেম, এইখানে জেগে উঠ্‌লেম। তুমি কোথা থেকে এখানে উপস্থিত হলে?

মাধ।—(সলজ্জ)

এ তব পাণি-পঙ্কজ করিয়া গ্রহণ
পবিত্র করিব মম এ ছার জনম
—হৃদে এ সঙ্কল্প ধরি এসেছি এখানে
—নৃমাংস-বিক্রয় করি' ভ্রমি গো শ্মশানে।
সহসা শুনিয়া তব ক্রন্দনের ধ্বনি
উপনীত হইয়াছি হেথায় এখনি।

মাল।—(স্বগত) হায় হায়! উনি নিজের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না করে' আমার জন্য শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ করে বেড়াচ্চেন?

মাধ।—শাস্ত্রে যে কাকতালীয় ঘটনার কথা বলে এ দেখ্‌চি তাই।

দৈবযোগে আসি হেথা
রাহুগ্রস্ত শশি-সম মম প্রেয়সীরে
দস্যুর কৃপাণ হতে
ছিনিয়া লইতে ভাগ্যে পেরেছি অচিরে।

আতঙ্কে বিহ্বল এবে,
করুণায় বিগলিত, বিক্ষোভিত অদ্ভুত বিস্ময়ে
ক্রোধানলে প্রজ্জলিত,
পুলকিত দরশনে, একি ভাব এমোর হৃদয়ে ?

অঘো।—ওরে ব্রাহ্মণ-ডিম্ব !
ব্যাঘ্র-ধৃত মৃগীপরে
মৃগ যথা হয়ে কৃপাবিষ্ট
ব্যাঘ্রের কবলে পড়ে
—মোর হাতে পড়িলি পাপিষ্ঠ !
হিংসারুচি আমি ঘোর,
কার্য্য মোর প্রাণী-বলিদান,
খড়্‌গে ছেদি' মুণ্ড তোর
রুধির করায়ে বহমান,
আগে তোরে দিব বলি
জগদম্বা দেবী-সন্নিধান ॥

মাধ।—দুরাত্মা পাষণ্ড, চণ্ডাল !
ভাবিয়া দেখ্‌রে মনে
করিতেছিস্‌ এবে তুই কিসের উদ্যোগ।
সংসার অসার হবে,
ত্রিভুবন রত্ন-শূন্য, নিরালোক লোক,
কন্দর্প অদর্প হবে,
বান্ধব জনের হবে মরণ শরণ,
নেত্রের নির্ম্মাণ ব্যর্থ,
জগৎ হইবে আশু জীর্ণ মহাবন
—করিস্‌ যদিরে তুই উহারে নিধন ॥

রে পাপিষ্ঠ!

প্রণয়িনী সখীদলে, লীলা-পরিহাসচ্ছলে
হানিলে শিরীষ-পুষ্প যার লাগে ব্যথা,
এ হেন তনুর পরে, যদি তোর শস্ত্র পড়ে
এই যমদণ্ড-ভুজে লব তোর মাথা॥

অঘোর।—আরে দুরাত্মা! মার্ দেখি কেমন তোর ক্ষমতা—এই দেখ্ তোকে এখনি যমালয়ে পাঠাই।

মালতী।—নাথ! এ দুঃসাহসিক কার্য্য হতে ক্ষান্ত হও। ঐ হতাশ কাপালিক ভয়ঙ্কর লোক—আমাকে রক্ষা কর—তুমি ফিরে যাও, কি জানি যদি তোমার কোন বিপদ ঘটে।

কপা।—গুরুদেব! সতর্ক হয়ে দুরাত্মাকে বধ কর।

(মাধব মালতীর প্রতি)

মাধব।—ধৈর্য্য ধর হৃদি-মাঝে, দেখ এই কাপালিক
দুর্বৃত্ত পাপাত্মা হবে এখনি নিপাত।
কে কবে গো দেখিয়াছে, করি-কুম্ভ-বিদারক
সিংহ পরাভূত যুদ্ধে হরিণের সাথ॥

(নেপথ্যে কলরব—সকলের কর্ণপাত)

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)।—

ভো ভো মালতী-অন্বেষী সৈন্যগণ!

অমাত্য ভূরিবসুর আশ্বাসদাত্রী, অসাধারণ বুদ্ধিমতী ভগবতী কামন্দকী তোমাদের এই আদেশ করচেন ঃ—

অবরোধ কর শীঘ্র করালার মন্দির-আলয়,
কাপালিক ছাড়া দেখ এই কার্য্য অন্য কারো নয়,
করালার সন্নিধানে বলি তারে দিতেছে নিশ্চয়॥

কপা।—গুরুদেব! আমরা অবরুদ্ধ হয়েছি!

অঘোর।—পৌরুষ প্রকাশের এই তো অবসর।

মাল।—হা পিতা! হা ভগবতি!

মাধ।—আচ্ছা, বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে মালতীকে নিরাপদে রেখে, তারই সমক্ষে এইবার দুরাত্মা পাষণ্ডটাকে বধ করি।

(মালতীকে একদিকে সরাইয়া দিয়া এবং কাপালিককে অন্যদিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া পরিক্রমণ)

মাধব ও অঘোর ঘণ্টা।—(পরস্পরকে উদ্দেশ করিয়া) ওরে পাপিষ্ঠ!

সুকঠোর অস্থি-প্রতিঘাতে অসি করুক ঝঙ্কার
খরস্নায়ু-চ্ছেদকালে ক্ষণেক লাঘবি' বেগ তার।
পিষ্টপিণ্ড মাংস-পঙ্কে নিরাতঙ্কে বিলাসি' কৌতুকে
দেহ করি' খণ্ড-খণ্ড ছিন্ন-অঙ্গ উড়াক্ চৌদিকে॥

(সকলের প্রস্থান)

ইতি পঞ্চমাঙ্ক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

(বিষ্কম্ভক)

প্রকাশ্য স্থান।

কপাল-কুণ্ডলার প্রবেশ।

কপা।—রে দুরাত্মা! তুই মালতীর নিমিত্ত আমার গুরুদেবকে হত্যা করলি? হতভাগ্য মাধব! আমিও সেই সময়ে তোকে মার্‌তে উদ্যত হয়েছিলেম, কিন্তু তুই আমাকে স্ত্রীলোক বলে' অবজ্ঞা করেছিলি। তা যাই হোক্, এই কপালকুণ্ডলার কোপের ফল তোকে এক সময়ে ভোগ করতেই হবে।

সর্পিনীর রোষানল
যত দিন না হয় নির্ব্বাণ,
সর্প-শত্রু গরুড়ের
কোথা শান্তি—কোথায় আরাম?
জাগিয়া থাকে সে বসি'
করিবারে তাহারে দংশন
শানিত সুতীক্ষ্ণ দন্তে
বিষ-রাশি করি' উদ্‌গীরণ॥

নেপথ্যে।—ভো ভো নৃপগণ!
বৃদ্ধদের কথামত কর আচরণ,
করুন্ ভূদেবগণ
সুশ্রাব্য বেদ-মন্ত্র মুখে উচ্চারণ

মঙ্গলাচরণতরে

রচনাদি নানা কর্ম্ম করিয়া বিশেষ

বরযাত্রী সন্নিকট

—সত্বর এখনি তারা করিবে প্রবেশ॥

"যতক্ষণ না আত্মীয় কুটুম্বেরা আসেন ততক্ষণ বাছা মালতী বিঘ্ন বিনাশের নিমিত্ত নগর-দেবতার মন্দিরে যাক্"—ভগবতীর আদেশ-অনুসারে অমাত্য-পত্নী এই কথা বলে' পাঠিয়েছেন। অতএব মালতীর সঙ্গে যারা যাবে তারা উপযুক্ত বেশ-ভূষায় এইবেলা সজ্জিত হোক্।

কপা।—বিবাহের কাজকর্ম্মে-ব্যস্ত শত শত প্রহরীর দল এখানে উপস্থিত—আমি তবে এখান থেকে প্রস্থান করে' মাধবের কিসে অনিষ্ট হয় সেই চিন্তা করি গে। (প্রস্থান)

ইতি বিষ্কম্ভক।

দ্বিতীয় দৃশ্য—মন্দিরের অভ্যন্তরে।

কলহংসের প্রবেশ।

কলহংস।—প্রভু মাধব মকরন্দের সঙ্গে এই নগর-দেবতার মন্দিরে লুকিয়ে আছেন। তিনি আমাকে জান্‌তে বলেছেন, মালতী যাত্রা করেছেন কি না। এখন তবে সেই সংবাদটা তাঁকে দিইগে, তাহলে তিনি খুব খুসি হবেন।

মাধব ও মকরন্দের প্রবেশ।

মাধব।—

হরিণাক্ষি মালতীরে

যেদিন প্রথম আমি মদন-উৎসব-মাঝে করিনু দর্শন

তারপর হতে তাঁর

প্রেম-নিদর্শন হেরি', যারপর নাই চিত্ত হয় উচাটন।

মদন-বেদনা আজি

নিশ্চয় হইবে শান্ত, মনোরথ হইবে সফল।

ভগবতী-আশীর্ব্বাদে

হইবে কল্যাণ কিম্বা ব্যর্থ তাঁর নীতির কৌশল॥

মক।—সখা, বুদ্ধিমতী ভগবতীর কৌশল কি কখন বিফল হয়?

কল।—(নিকটে আসিয়া) প্রভু,আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন—মালতী এই দেবগৃহে আস্‌বার জন্য গৃহ হতে যাত্রা করেছেন।

মাধব।—সত্যি?

মকরন্দ।—সখা! সন্দিগ্ধের মত জিজ্ঞাসা করচ কেন? যাত্রার কথা দূরে থাক্, ঐ দেখ নিকটে এসে উপস্থিত হয়েছেন।—ঐ শোনো:—

যথা বায়ু-বিকীরিত

জলদের ঘটা করে ঘোরতর গভীর গর্জ্জন,

সহস্র মৃদঙ্গ হতে

সুগম্ভীর বাদ্য-রবে অন্য কিছু না হয় শ্রবণ॥

এসো আমরা গবাক্ষ-দ্বার দিয়ে দেখি। (তথা করণ)

কল।—দেখ প্রভু:—

শ্বেত ছত্র সারি-সারি

ভাসে যেন বৃন্ত-পরে শতদল নভঃ-সরোবরে।

পতাকা-তরঙ্গ-রাজি

আন্দোলিত চামরের মৃদুমন্দ বীজনের ভরে।

কনক-কিঙ্কিণী কত

ঝঙ্কারিছে সুমধুর শত শত করিণীর গায়,

পৃষ্ঠে বসে বারাঙ্গনা

নানারত্নে বিভূষিত, ছটা যার ইন্দ্রধনু প্রায়।

গাল-ভরা পান মুখে

ভরিয়া উঠেছে আরো মনোহর ফুল্ল মুখ-খানি,

উচ্চৈস্বরে গাহে গান,

তাম্বুলে বাধিত কিবা আধো-আধো গীতি-সুধা-বাণী ॥

মাধব মকরন্দ—(সকৌতুকে দেখিতে দেখিতে)

মক।—অমাত্য ভূরিবসুর কি অতুল ঐশ্বর্য্য! দেখনা কেন :—

মণি-সমুত্থিত দীপ্তি

ছড়াইয়া চারিদিকে ব্যাপিল গগন,

ময়ূর-চন্দ্রক-জাত

যেনরে স্থবর্ণ-কান্তি স্নিগ্ধ কিরণ।

কিম্বা যথা চাতকের

পক্ষ ধরে নানা বর্ণ উড়িলে আকাশে,

অথবা দিগন্তে যথা

ইন্দ্রধনু নানাবিধ বরণ প্রকাশে,

কিম্বা নভ ছায় যেন

সুচিত্র বিচিত্র চারু চীনাংশুক-বাসে ॥

ওই দেখ, অগণন প্রতিহারী-দল

কনক-রজত-লিপ্ত দীপ্ত বেত্র-লতা

সঞ্চালিয়া চারিদিকে রচিয়াছে রেখা

মণ্ডল-আকার ;—সেই গণ্ডির বাহিরে

পরিজন অবস্থিত ; চক্রের মাঝারে

গজবধূ-আরোহণে চলেছে মালতী।

বহুল-সিন্দুর-বিন্দু-মণ্ডিত-ললাটে

—সন্ধ্যারাগ-সুরঞ্জিত—শোভে সে করিণী।

অঙ্গে তার বিলম্বিত মুক্তা-মালা-জাল

—নক্ষত্রমালিনী যথা তমসা রজনী।
মালতী শোভিছে তাহে—পাণ্ডু-ক্ষীণ-তনু
প্রথম-শশাঙ্ক-লেখা ; সে রূপ-লাবণ্য
নেহারে দর্শকগণ কৌতূহল-ভরে॥

মক।—বয়স্য! দেখ দেখ :—
পাণ্ডু-ক্ষীণ ওই অঙ্গে
অলঙ্কার কিবা সুশোভিত,
অন্তঃশুষ্ক লতিকায়
পুষ্পজাল যেন বিকশিত।
বিবাহের মহোৎসবে
কিবা শোভা ধরে নিরুপমা,
তাহাতে আবার দেখ
মুখে ব্যক্ত মনের বেদনা॥

ঐ দেখ হাতিটি কেমন হাঁটুগেড়ে বোস্‌লো।

মাধ।—(সানন্দে) হাতির পিঠ থেকে নেবে, মালতী ও লবঙ্গিকাকে নিয়ে, ঐ দেখ ভগবতী-কামন্দকী দেব-গৃহে প্রবেশ করলেন।

তৃতীয় দৃশ্য—মন্দিরের প্রাঙ্গন।

(কামন্দকী, মালতী, লবঙ্গিকার প্রবেশ)

কাম।—(সহর্ষে চুপি চুপি)
বাঞ্ছিত বিবাহে এই
বিধাতা করেন যেন মঙ্গল বিধান,
দেবতারা সবে যেন
ঘটাইয়া দেন আজি শুভ পরিণাম,

কৃতকৃত্য হই যেন
প্রিয় দুটি মিত্রের অপত্য-পরিণয়ে,
সফলতা লভি যেন
এই মম কষ্ট-সাধ্য চেষ্টা সমুদয়ে॥

মাল।—(স্বগত) এখন কি উপায়েই বা মৃত্যু-সুখ সম্ভোগ করে' তাপিত প্রাণকে শীতল করি। হায়! হতভাগ্য জন মৃত্যুকে চায় বলেই মৃত্যু এত দুর্লভ।

লব।—(স্বগত) মাধবের বিরহে প্রিয়সখী নিতান্তই হতাশ হয়ে পড়েছেন দেখছি।

(পেটিকা-হস্তে প্রতিহারীর প্রবেশ।)

প্রতিহারী।—ভগবতীকে অমাত্য এই কথা জানাতে বলেছেন, "মহারাজ এই বিবাহ-পরিচ্ছদ পাঠিয়েছেন—দেবতার সম্মুখে মালতী দেবীকে যেন এই সমস্ত পরিয়ে দেওয়া হয়।"

কাম।—অমাত্য ঠিক কথাই বলেছেন, এই পবিত্র মঙ্গল-স্থানেই পরিচ্ছদ পরিধান করা কর্ত্তব্য।—কোথায় সে পরিচ্ছদ, দেখাও দিকি।

প্রতি।—এই ধবল পট্ট-বসন, এই লোহিত উত্তরীয়, এই সর্ব্বাঙ্গের আভরণ, এই মুক্তার হার, আর এই চন্দন ও ফুলের মুকুট।

কাম।—(চুপি চুপি) মদয়ন্তিকা! এই পরিচ্ছদ-আভরণে মকরন্দকে সুন্দর দেখাবে (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, অমাত্যকে বোলো, তাই হবে।

প্রতিহারী।—যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

কাম।—দেখ বাছা লবঙ্গিকা! মালতীকে নিয়ে তুমি মন্দিরের ভিতরে যাও।

লব।—আর আপনি ভগবতি কোথায় থাক্‌বেন ?

কাম।—আমি ততক্ষণ একান্তে গিয়ে এই রত্ন অলঙ্কারগুলি বিবাহের পক্ষে প্রশস্ত কি না পরীক্ষা করিগে।

(প্রস্থান)

মাল।—(স্বগত) এ কি! আমার কাছে এখন শুধু লবঙ্গিকাই রইল ?

লব।—এই তো দেব-মন্দিরের দ্বার—এখন তবে প্রবেশ করা যাক্।

(প্রবেশ করণ)

চতুর্থ দৃশ্য—মন্দিরের অভ্যন্তর।

মকরন্দ।—সখা! এস আমরা এই থামের আড়ালে লুকিয়ে থাকি। (তথা করণ)

লব।—সখি! এই অঙ্গরাগ, আর এই পুষ্পমালা।

মাল।—তার পর, আর কি ?

লব।—সখি, তোমার মা এই কথা বলে পাঠিয়েছেন, বিবাহ অনুষ্ঠানের আরম্ভে, কল্যাণ-সম্পদের জন্য যেন দেবতাকে পূজা করা হয়।

মাল।—একে এই দারুণ অদৃষ্টের অত্যাচার, তার উপর আবার মর্ম্ম-ভেদী কথা তুলে কেন হতভাগিনীকে যন্ত্রণা দেও ?

লব।—আচ্ছা, তোমার এখন মনের কথাটা কি বল দিকি ?

মালতী।—দুর্লভ জনে যে হতভাগিনীর অনুরাগ, তার মনের কথা যা হতে পারে তাই।

মক।—সখা! শুন্‌লে ?

মাধ।—শুন্‌লেম—শুনে হৃদয় ক্ষুব্ধ হল।

মাল।—(লবঙ্গিকাকে আলিঙ্গন করিয়া)

প্রিয়সখি লবঙ্গিকে, তুমি আমার ধর্ম্ম-ভগিনী—দেখ, তোমার এই

অনাথা সখী এখন মরণের মুখে; আজন্ম তুমি আমার উপকার করে’ এসেছ, তুমি আমার অত্যন্ত বিশ্বাসী ও প্রাণের প্রিয়সখী—তোমার গলাটি জড়িয়ে ধরে’ আমি এই প্রার্থনা কর্‌চি ;—আমার মনের সাধ যদি পূর্ণ করতে চাও, তবে আমার মৃত্যুর পর, সেই প্রিয়তমের সৌম্য-সুন্দর পদ্ম-মুখ-খানি তুমি আমার হয়ে নয়ন-ভোরে দেখো। (রোদন)

মাধ।—সখা মকরন্দ!

প্রসন্ন অদৃষ্ট মোর
শুনিয়া প্রিয়ার এই বচন-অমৃত,
বিশুষ্ক জীবন-পুষ্প
সহসা হইল যেন পূর্ণ-বিকসিত।
পরিতৃপ্ত হল পুন
বিমোহিত ইন্দ্রিয়-সকল,
আনন্দে হইল মগ্ন
হৃদয়ের গূঢ় মর্ম্মস্থল॥

মাল।—আর এক প্রার্থনা, আমি পরলোকে গমন করেছি শুনে সেই প্রাণেশ্বরের শরীর যাতে শুষ্ক-শীর্ণ না হয়; আমার কথা স্মরণ করে’ জীবনে উদাসী হয়ে যাতে তিনি সংসার-ধর্ম্মে শৈথিল্য না করেন, সেইটি তুমি বিশেষ করে’ দেখো ;—অনুগ্রহ করে’ এইটুকু করলেই আমি কৃতার্থ হই।

মক।—হা! মালতীর কি শোচনীয় অবস্থা!

শুনিয়া সে মৃগাক্ষীর
মনোহর করুণ বিলাপ নিরাশার,
উল্লাস, বিষাদ, চিন্তা,
যুগপৎ আবির্ভূত হৃদয়ে আমার॥

লব।—সখি, তোমার দুঃখ এখনি দূর হবে; ওসব কথা বোলো না, আমি আর শুন্‌তে পারি নে।

মাল।—সখি, এখন বুঝলেম, মালতীর জীবনকেই তোমরা বেশি ভাল বাসো, মালতীকে নয়।

লব।—ও কি কথা বল্‌চ সখি?

মাল।—(আপনাকে নির্দ্দেশ করিয়া)

সখি, তুমি ক্রমাগত আশ্বাস দিয়েই আমার এই ঘৃণিত জীবনকে এত দিন বাঁচিয়ে রেখেছ। এখন আমার এই মনের বাসনা, আমার সেই হৃদয়-দেবের অসাক্ষাতে হৃদয়-দেবের গুণকীর্ত্তন করে', নির্দ্দোষ-অন্তঃ-করণে এই প্রাণ বিসর্জ্জন করি। প্রিয়সখি, আমার এই সাধে বাধা দিওনা। (লবঙ্গিকার চরণে পতন)

মক।—এইতো প্রণয়ের চূড়ান্ত সীমা!

লব।—(মাধবকে ইঙ্গিত-পূর্ব্বক আহ্বান)

মক।—দেখ সখা! তুমি এইখানে এসে লবঙ্গিকার জায়গায় দাঁড়াও।

মাধ।—সখা! আমার সর্ব্ব-শরীর কাঁপচে—আমি যেন আর আমার বশে নেই।

মক।—আসন্ন মঙ্গলেরই পূর্ব্ব-লক্ষণ!

মাধ।—(মাধব আসিয়া লবঙ্গিকার স্থানে দণ্ডায়মান)

মাল।—সখি! দয়া করে' আমার প্রতি এই অনুগ্রহটি কর।

মাধ।—হতাশ জনের মত মৃত্যু-ইচ্ছা কোরো না সরলে,
কেমনে সহিব আমি তোমার সে বিচ্ছেদ-অনলে॥

মাল।—সখি! মালতী তোমার পায়ে ধরে' এই ভিক্ষাটি চাইলে, এখন তুমি কি করে' তার কথা লঙ্ঘন করবে বল?

মাধ।—(সহর্ষে) কি আর বলিব বল,
দারুণ বিচ্ছেদ-ক্লেশ দিবে যদি মোরে,

কর যাহা ইচ্ছা তব,

আলিঙ্গন দেও এবে মন-প্রাণ ভোরে॥

মাল।—(সহর্ষে) বড় খুসি হলেম। (উঠিয়া) এই এসো আলিঙ্গন করি। চোখের জলে আমার দৃষ্টি রুদ্ধ, প্রিয় সখীর মুখ দেখ্‌তে পাচ্চিনে (আগ্রহের সহিত আলিঙ্গন) সখি, তোমার এই কঠোর কমলগর্ভ লোমাঞ্চিত অঙ্গের স্পর্শ আজ যেন আর এক প্রকার বলে' মনে হচ্চে—আজ আমার সকল সন্তাপ নির্ব্বাণ হল। (কাঁদিতে কাঁদিতে) সখি, তাঁর চরণে প্রণাম করে' আমার এই নিবেদন জানাবে:—"আমি নিতান্ত হত-ভাগিনী, তাঁর সেই প্রফুল্ল কমলের ন্যায়, পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখ-খানি দর্শন করে', আমার নয়নের আর চির-মহোৎসব সম্ভোগ হল না—কেবল অবিরত যাতনাই ভোগ করলেম। দুর্নিবার উদ্বেগে প্রাণের বন্ধন ছিন্ন হলেও, কেবল সুধাময় আশার আশ্বাসেই এত দিন জীবন ধারণ করে' ছিলেম। শরীরের তাপ কতই সয়েচি, প্রিয় সখীদের কতই যন্ত্রণা দিয়েচি—চন্দ্রাতপ, মলয়-মারুত, অতি কষ্টে কোন প্রকারে সহ্য করেছি। এইরূপ কষ্টের পর কষ্ট পেয়ে, পরিশেষে নিরাশ হয়ে এই হতাশ জনের পথ অবলম্বন করেছি।" প্রিয়সখি তুমি সর্ব্বদা আমাকে মনে কোরো। আর, মাধবের স্বহস্তে-গাঁথা এই সুন্দর বকুল মালাটিকে মালতীর জীবন হতে কিছু মাত্র ভিন্ন বোলে মনে কোরো না—সর্ব্বদা কণ্ঠে ধারণ কোরো।

(স্বীয় কণ্ঠ হইতে খুলিয়া মাধবের কণ্ঠে অর্পণ করিয়া, সহসা সরিয়া গিয়া সাধ্বস-বশে কম্পন)

মাধ।—(মুখ ফিরাইয়া অশ্রুত স্বরে) হা!

পীবর কুচ-মুকুলে
তনু মোর বিমর্দ্দিত হইল যখন
মনে হল যেন আহা
কর্পূরের হার, চন্দ্রমণি, সুচন্দন,
শৈবাল, মৃণাল, দ্রব
একত্রে সমস্ত অঙ্গে হতেছে লেপন ॥

মাল।—(স্বগত) ওহো! লবঙ্গিকা দেখচি আমাকে প্রতারণা করেছে।

মাধ।—সুন্দরি, তুমি কেবল আপনার যাতনাই অনুভব করতে পার, পরের যাতনা কিছুমাত্র বোঝো না—এই তোমার দোষ।

মহাজ্বরে দগ্ধ হয়ে
আমিও গো কত দিন করেছি যাপন,
কল্পনা-সঙ্গমে শুধু
মনোব্যথা কোন মতে করি' প্রশমন ;
তুমি মোরে ভাল বাসো
এ আশ্বাস-ভরে শুধু রেখেছি জীবন ॥

লব।—সখি! সত্যই তুমি ভৎর্সনার যোগ্য তাই উনি তোমাকে ভৎর্সনা করচেন।

কপা।—এই নায়ক-নায়িকার কলহটি বড়ই রমণীয়।

মক।—দেবি! উনি যা বল্‌ছেন তা ঠিক্।

তুমি ভাল বাসো ওঁরে, এই মনে করি'
এতদিন প্রাণ উনি রেখেছেন ধরি'।
ও কঙ্কণ-পাণি তব
কৃপা করি' কর ওঁরে দান,

বিতর’ চির-আনন্দ,
সফল হউক মনস্কাম ॥

লব।—মহাশয়! যাঁর মনে মনে এই ইচ্ছা, কোন ব্যক্তি-বিশেষ, কোনও বাধা না মেনে, আপনা-হতে সাহস করে’ তাঁর কঙ্কণ-পাণি গ্রহণ করে, তাঁর এখন এ বিষয়ে কি কোন আপত্তি হতে পারে?

মালতী।—(স্বগত) হা! ধিক্! কি লজ্জা! লবঙ্গিকা এ কি প্রস্তাব করচে? এ যে কুমারী-জনের পক্ষে নিতান্ত অযোগ্য।

কামন্দকীর প্রবেশ।

কামন্দকী।—বৎসে! এত কাতর কেন? কি হয়েছে?

মালতী।—(কাঁপিতে কাঁপিতে কামন্দকীকে আলিঙ্গন)

কাম।—(মালতীর চিবুক উঠাইয়া ধরিয়া)

যার জন্য তব বৎসে
প্রথমে নেত্রের প্রীতি, পরে চিত্ত-অনন্য-পরতা,
মনের বিষাদ, পরে,
গ্লানিযুক্ত তনু—তাঁরো সেই দশা, সেই কাতরতা।
এই সে মাধব যুবা;
জড়তারে করি’ পরিত্যাগ
বিধি-বাঞ্ছা কর পূর্ণ
—সফল মদন-অনুরাগ ॥

লব।—ভগবতি! এই মহাত্মাই কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রজনীতে শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ করে’ বেড়িয়েচেন, প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে সেই পাষণ্ডকে বধ করে’ কি দুঃসাহসেরই পরিচয় দিয়েছেন—বোধ হয় এখন তাই মনে করেই প্রিয়সখী ভয়ে কাঁপ্‌চেন।

মক।—(স্বগত) সাধু লবঙ্গিকে সাধু! ঠিক্ অবসর বুঝে গুরুতর অনুরাগ ও উপকারের কথা দুই এক সঙ্গে কেমন সুকৌশলে তুমি শুনিয়ে দিলে!

মাল।—হা তাত!—হা জননি!

কাম।—বৎস মাধব!

মাধব।—আজ্ঞা করুন!

কাম।—

দেখ বৎস মাধব! অমাত্য-ভূরিবসু যিনি সকল সামন্তগণের পূজ্য ও নমস্য, তাঁর এই মালতীই একমাত্র অপত্য-রত্ন। প্রজাপতি ও রতিপতি উভয়েই যোগ্যের সহিত যোগ্যের যোজনায় সুরসিক। তাঁরা এবং আমি—আমরা সকলে মিলে এখন সেই রত্নটি তোমার হস্তে সমর্পণ করচি।

(রোদন)

মক।—

ভগবতি! এখন তবে আপনার শ্রীচরণপ্রসাদে আমাদের মনোরথ সফল হল।

মাধ।—ভগবতি, আপনি তবে রোদন কচ্চেন কেন?

কাম।—(বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মার্জ্জন করিয়া) কল্যাণাস্পদ! তোমাকে একটি কথা নিবেদন করি।

মাধ।—নিবেদন কি, আজ্ঞা করুন।

কাম।—

জানি, সুজনের প্রেম

যত পরিণত হয়, তত আরো হয় গো সুন্দর,

তবু অনুরোধ করি

(মান্যাস্পদা আমি তব) মালতীরে দেখো নিরন্তর।

মম অসাক্ষাতে বৎস যেন গো তোমার
তিলার্দ্ধ না হয় হ্রাস স্নেহ করুণার॥

(পায়ে পড়িতে উদ্যত)

মাধ।—(নিবারণ করিয়া) ও কি করেন?—ও কি করেন?
অতিমাত্র বাৎসল্যে আপনি সম্বন্ধের সীমা লঙ্ঘন করচেন।

সৎকুল-সম্ভবা ইনি, পূর্ণ-প্রণয়িনী,
গুণোজ্জ্বলা, নয়নের আনন্দ-দায়িনী।
এক্ একটি গুণ এই
বশীকরণের মুখ্য অমোঘ উপায়,
তাহে আমারি এখন,
এরপর কিবা কাজ অপর কথায়?

কাম।—বৎস মাধব!

মাধ।—আজ্ঞা করুন।

কাম।—বৎসে মালতি!

লব।—আজ্ঞা করুন ভগবতি!

কাম।—

স্ত্রীদিগের পতি, আর
ধর্ম্মপত্নী পুরুষগণের
পরস্পর-প্রিয় মিত্র,
সমষ্টি সকল বান্ধবের,
সকল কামনাধার,
মহানিধি, দ্বিতীয় জীবন,
—এসম্বন্ধ তোমাদের
হৃদে সদা করিও ধারণ॥

মক।—অবশ্য।

লব।—ভগবতি! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

কাম।—বৎস মকরন্দ! তুমি এখন তবে মালতীর এই বৈবাহিক বেশভূষায় সুসজ্জিত হয়ে নিজ পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন করগে।

(পরিচ্ছদের পেটিকা প্রদান)

মক।—আজ্ঞে হাঁ—ঐ চিত্র-যবনিকার অন্তরালে গিয়ে এখনি বেশভূষা করে' আস্‌চি। (তথা করণ)

মাধ।—ভগবতি! এ কার্য্যে কিন্তু সখার নানাপ্রকার বিপদ ঘট্‌বার সম্ভাবনা।

কাম।—আঃ! তোমার সে চিন্তায় কাজ কি?

মাধ।—ভগবতী কি কচ্চেন ভগবতীই জানেন।

(হাসিতে হাসিতে মকরন্দের প্রবেশ।)

মক।—সখা! এই দেখ, আমি মালতী হয়েছি।

(সকলে সকৌতুকে দর্শন)

মাধ।—(মকরন্দকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পরিহাস করিয়া) ভগবতি! এমন প্রিয়তমাকে মুহূর্ত্তের জন্যও যদি মনে মনে কামনা করতে পায় তা হলে নন্দনের পরম ভাগ্য বল্‌তে হবে!

কাম।—বৎস মালতীমাধব! এখন তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে, ঐ তরু-কাননের মধ্যে দিয়ে, আমার আশ্রম-সন্নিহিত উদ্যানে গমন কর। মাঙ্গলিক কার্য্যের সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী অবলোকিতা সেখানে প্রস্তুত রেখেছেন।

চৌদিকে সুপারী গাছ ফল-ভরে নত,
ঘিরিয়া রয়েছে তাহে পান-লতা কত
কেরলী-কপোল সম পাণ্ডুর বরণ।
ফুল খেয়ে মুগ্ধ হয়ে গাহে পক্ষীগণ।

চৌদিকে নেবুর বেড়া রয়েছে বেষ্টিত,
বায়ু-ভরে মন্দ মন্দ হয় বিচলিত।
দেখিয়া উদ্যান-শোভা প্রীত হবে মন,
তথায় তোমরা এবে করহ গমন ॥

আর দেখ, যতক্ষণ না মকরন্দ মদয়ন্তিকা সেখানে যান, ততক্ষণ তোমরা তাঁদের জন্য প্রতীক্ষা করবে।

মাধ।—(সহর্ষে) এ দেখ্‌ছি, কল্যাণের উপর কল্যাণ।

কল।—আমাদের ভাগ্যে কি এরূপ ঘট্‌বে ?

মক।—এতে তোমার সন্দেহ কিসের ?

লব।—শুন্‌লে প্রিয়সখি ?

কাম।—বৎস মকরন্দ! বৎসে লবঙ্গিকে! এসো আমরা এই দিক দিয়ে যাই।

মাল।—সখি, তুমিও যাচ্চো ?

লব।—(হাসিয়া) বল কি সখি, আমি যাব না ? আমাদের সকলেরই তাড়া আছে।

মাধ।—আহা!

আমূল রোমাঞ্চ যার
মৃণাল-বাহু কোমল,
অনঙ্গের তাপে আর্দ্র
অঙ্গুলী-পঙ্কজ-দল,
ললিত হস্তটি তার
পরশিব মম এই করে,
গ্রীষ্মতাপে করী যথা
ব্যগ্র হয়ে করে পদ্ম ধরে ॥

গুপ্ত বিবাহ নামক ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত।

সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।—নন্দনের প্রাসাদ।

বুদ্ধরক্ষিতার প্রবেশ।

বুদ্ধ —ভগবতীর পরামর্শক্রমে অমাত্য ভূবিবসুর ভবনে মকরন্দকে কেমন সুকৌশলে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। তারপর, মকরন্দ মালতীর বেশভূষা পোরে' মালতী সেজে নন্দনকে কেমন ঠকিয়েছে—সে মালতী মনে করেই ওর পাণিগ্রহণ করেছে। আজতো আমরা নন্দনের বাড়িতে এসেছি; ভগবতী নন্দনের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে নিজ গৃহে গেছেন। আজ নববধূ গৃহে প্রবেশ করবে বলে' অকালে কৌমুদী উৎসবের আয়োজন হচ্চে, আর সেই উদ্যোগেই গৃহের পরিজনেরা ব্যস্ত। আবার তাতে এখন সন্ধ্যাকাল। আমাদের অভিসন্ধি সিদ্ধ করবার বেশ অনুকূল অবসর হয়েছে। নূতন জামাতা মনের আবেগে অধীর হয়ে, বিলম্ব সইতে না পেরে তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে নিজ স্ত্রীর অনেক সাধ্য সাধনা করে, এমন কি পায়ে পর্য্যন্ত পড়ে, তাতে কোন ফল না হওয়ায় তার পর বল প্রকাশ করে; তাতে ছদ্মবেশী স্ত্রী তাকে বিলক্ষণ প্রহার করে। নন্দন তার এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহার দেখে দুঃখিত হয়ে, রোষভরে প্রস্ফুরিত-নয়নে স্খলিত-বচনে এই কথা তাকে বলে; "তুই কৌমার-বন্ধকী—তুই বালক-নায়কে আসক্ত, তোকে আমি চাই নে"—এই বলে' শপথ ও প্রতিজ্ঞা করে' গৃহ হ'তে প্রস্থান করে।

বুদ্ধরক্ষিতার প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

দ্বিতীয় দৃশ্য—শয়ন-কক্ষ।

মালতীর ছদ্মবেশে মকরন্দ শয্যাগত—পার্শ্বে লবঙ্গিকা।

মক।—লবঙ্গিকে! বুদ্ধরক্ষিতাকে ভগবতী যে কৌশল বলে' দিয়েছেন তা কি খাট্‌বে?

লব।—তাতে আর সন্দেহ আছে? অত কথায় কাজ কি, ঐ শুনুন—নূপুরের শব্দ শোনা যাচ্চে; বোধ হয়, সেই সব কথা বলে' কৌশল' করে বুদ্ধরক্ষিতা মদয়ন্তিকাকে এখানে এনেছে। এখন আপনি চাদরটা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকুন যেন কতই ঘুমচ্চেন।

(মকরন্দ তথা করণ)

মদয়ন্তিকা ও বুদ্ধরক্ষিতার প্রবেশ।

মদ।—সখি, সত্যই কি মালতী আমার ভাইকে রাগিয়ে দিয়েছেন?

বুদ্ধ।—সত্যি বৈ কি।

মদ।—এসো তবে এই দুর্ব্যবহারের জন্য মালতীকে ভর্ৎসনা করিগে।

(পরিক্রমণ)

বুদ্ধ।—তার গৃহের এই দ্বার।

মদ।—সখি, লবঙ্গিকে! প্রিয়সখী কি ঘুমচ্চেন?

লব।—এসো সখি। মালতী এতক্ষণ অভিমান-ভরে বিমনা হয়ে ছিলেন, এই মাত্র রাগটা পড়ে গিয়ে একটু তন্দ্রা এসেছে। এখন আর জাগিও না, আস্তে আস্তে এই শয্যার পাশে এসে বোসো।

মদ।—(তথা করণ) সখি! নিজে দুর্ব্যবহার করে' আবার উল্টে রাগ করেছেন?

লব।—আহা! তোমার ভাইটি কেমন প্রণয়ী, নববধূকে বশ কর্‌তে কেমন নিপুণ, কেমন সুচতুর মিষ্টভাষী! এমন সুরসিক স্বামীর কাছে এসে প্রিয় সখী বিমনা হবেন তাও কি কখন হ'তে পারে?

মদ।—দেখ বুদ্ধরক্ষিতে, উল্টে যে আমরা তিরস্কৃত হচ্চি!

বুদ্ধ।—উল্টোও বটে, উল্টো নয়ও বটে।

মদ।—কেন বল দিকি?

বুদ্ধ।—যদি মালতী পদানত স্বামীর প্রতি উচিত সম্মান না দেখিয়ে থাকে, তো সে কেবল লজ্জার দরুণ—এই লজ্জা-দোষের জন্য তাকে ভর্ৎসনা করা যেতে পারে না। আর দেখ প্রিয়সখি, নববধূ মালতীর সাহস দেখে তোমার ভাই ক্রোধে অধীর হয়ে মালতীকে যেরূপ মন্দ কথা বলেছেন, তার জন্য তোমরাই তো ভর্ৎসনার পাত্র। কেন না, কাম-সূত্র-কারেরা এইরূপ বলেন, "স্ত্রীজাতি কুসুম-সদৃশ, তাদের প্রতি সুকুমার ব্যবহার করবে, অজাত-বিশ্বাস পুরুষেরা সহসা বল প্রয়োগ করলে তারা সেই সকল পুরুষের সংসর্গ-বিদ্বেষী হয়ে ওঠে"।

লব।—(সাশ্রু লোচনে) ঘরে ঘরেই তো দেখা যায়, পুরুষেরা কুল-কুমারীদের পাণিগ্রহণ করচে, কিন্তু স্বামীর প্রভুতা আছে বোলেই—কে বল দেখি—লজ্জাশীলা মুগ্ধস্বভাবা নিরীহ কুলবালাকে বাক্য-জ্বালায় অনর্থক দগ্ধ করে? এই সকল বাক্য-শেল হৃদয়ে একবার বিদ্ধ হলে, এমন দুঃসহ হয়ে ওঠে যে আর কখনই ভোলা যায় না; এই নিমিত্তই পতিগৃহে বাস করতে তাদের বিরাগ জন্মে, আর এই জন্যই স্ত্রী-জন্ম আত্মীয়-স্বজনের কাছে এত ঘৃণিত বোলে মনে হয়।

মদ।—বুদ্ধরক্ষিতে, প্রিয়সখী লবঙ্গিকা দেখ্‌ছি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন। বোধ হয় আমার ভাই কোন বিশেষ গুরুতর বাক্য-অপরাধে মালতীর কাছে অপরাধী হয়ে থাক্‌বেন।

বুদ্ধ।—অপরাধী নয় তো কি। আমিও এই কথাগুল তাকে বল্‌তে শুনেছি; "তোকে আমি চাইনে, তুই কৌমার-বন্ধকী।"

মদ।—(কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া) ওঃ কি অত্যাচার—কি জঘন্য কথা!

সখি লবঙ্গিকে! আমি আর তোমার কাছে মুখ দেখাতে পারচিনে। যাই হোক্, আমি তোমার কর্ত্রী-স্থানীয়, তোমাকে একটা কথা বলি শোনো।

লব।—বল, আমি তো তোমার আজ্ঞাধীনা।

মদ।—আমার ভাই যতই মন্দ লোক হোন্ না কেন, তবু তো তিনি মালতীর স্বামী, তাঁর মতে তোমাদের চল্‌তেই হবে। আর আমার ভাই স্ত্রীজাতির নিন্দনীয় যে কথা বলেছেন, তার মূল যে তোমরা একেবারেই জান না তাও তো নয়।

লব।—সখি, মালতীর সঙ্গে এত কথা হয়েছে, কৈ একথা তো কখন শুনি নি।

মদ।—মাধবের প্রতি মালতীর যে চোখের ভালবাসা আছে সে কথা তো সবাই জানে;—তারই এই ফল। যা হোক প্রিয়সখি, এখন যাতে অপরের উপর ভালবাসা মালতীর হৃদয় হতে একেবারে দূর হয় তার চেষ্টা কর, নৈলে বড়ই দোষের হবে। যে কুমারীরা নির্লজ্জ হয়ে নিয়ত পরপুরুষের সহবাস করে, তারা বুঝ্‌তে পারে না, তার দরুণ অনুরক্ত পুরুষদের কি যন্ত্রণা হয়। কিন্তু দেখো সখি, আমি যা বল্লেম এ কথা যেন কারও কাছে প্রকাশ না হয়।

লব।—সখি তুমি বড় অবিবেচক, লোকের উড়ো কথায় সহসা বড় বিশ্বাস কর। যাও, আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাইনে।

মদ।—সখি থামো থামো, আর ঢাক্‌তে হবে না। মালতী মাধবগত-প্রাণ আমরা কি তা সত্য সত্যই জানি না মনে কর? যখন বিরহ-বেদনায় মালতীর শরীর শুষ্ক ও কঠোর কেতকী ফুলের মত ধূষর হয়েছিল, যখন মাধবের স্বহস্তে গাঁথা বকুল মালাই তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন হয়েছিল; আর, যখন মাধবেরও শরীর প্রাতশ্চন্দ্রের মত মলিন হয়েছিল, তখন তা কে না দেখেছে? আর,

সে দিন কুসুমাকর-উদ্যানের পথে পরস্পরের যখন মিলন হল, তখন উভয়েরই নেত্র বিলাসে উল্লসিত, কৌতুকে উৎফুল্ল হয়ে যেন অনঙ্গের উপদেশে নৃত্য কর্‌ছিল, আমি কি তা লক্ষ্য করি নি? আর, যখন আমার ভাইয়ের সঙ্গে বিবাহ হবে স্থির হয়েছে শুন্‌লেন, তখন দুজনেরই ধৈর্য্য লুপ্ত, শরীর ম্লান এবং হৃদয়ের মূল বন্ধন পর্য্যন্ত যেন ছিন্ন হয়ে গেল, আমরা কি আর তা বুঝ্‌তে পারি নি? হাঁ আরও একটা কথা মনে হচ্চে।

লব।—আবার কি?

মদ।—আমার যিনি প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন সেই মহাত্মার মূর্চ্ছার পর আবার যখন চেতনা হয়, তখন এই প্রিয় সম্বাদটি মালতী মাধবকে দেওয়ায়, বচনকৌশলে ভগবতী, মাধবের মনঃ-প্রাণ পারিতোষিক স্বরূপ মালতীকে গ্রহণ কর্‌তে বলেন; তখন লবঙ্গিকা তুমিই তো বলেছিলে "প্রিয় সখী এই পারিতোষিকই চান"।

লব —সে মহাত্মা কে?—কৈ আমার তো স্মরণ হচ্চে না।

মদ।—সখি স্মরণ করে' দেখ, ভাল করে' স্মরণ করে দেখ। তোমার কি মনে নেই, যে দিন সেই ভয়ানক দুর্দ্দান্ত বাঘটা আমাকে আক্রমণে করে, আমি একেবারে নিরুপায় অসহায় হয়ে পড়ি, তখন একজন অকারণ-বন্ধু এসে আপনার শরীর দিয়ে আমাকে রক্ষা করেন; তীক্ষ্ণ দশন-প্রহারে তাঁর বিশাল মাংসল বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হল, রুধির-ধারায় যেন জবাকুসুমের মালা পরেছেন বলে মনে হতে লাগ্‌ল, কেবল আমার উপর তাঁর দয়ার উদ্রেক হওয়ায় আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যই প্রচণ্ড নখাঘাতে সহ্য করে'ও সেই হিংস্র পশুটাকে তিনি বধ করলেন। আমি তাঁরই কথা বল্‌ছি।

লব।—হাঁ, তিনি মকরন্দ।

মদ।—(সানন্দে) প্রিয়সখি! কি—কি—কি বল্লে?

লব।—তাঁর নাম মকরন্দ।

(আগ্রহ-ভরে মদয়ন্তিকার শরীর স্পর্শ পূর্ব্বক)

মাধব-আসক্তি-কথা

আমাদের বলিলে গো যাহা

আচ্ছা, ভাল, সত্য বলি'

তোমা-কাছে মানিলাম তাহা।

কিন্তু সখি বল দেখি

কুলবালা তুমি যেগো মুগধা বিশুদ্ধ-চিত্ত অতি

নামের প্রসঙ্গে কেন

হইল বিকল তনু—রোমাঞ্চিত কদম্ব যেমতি ?

মদ।—(সলজ্জে) সখি, আমাকে কেন আর উপহাস কর ? যে ব্যক্তি নিজের শরীরের প্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য না করে', কৃতান্ত-কবল হতে আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন, কথা-প্রসঙ্গে সেরূপ মহাত্মার নাম স্মরণ কিম্বা গ্রহণ করলেও শরীর জুড়িয়ে যায়। দেখ প্রিয়সখি, যখন তিনি ভীষণ প্রহারে অচেতন হয়েছিলেন, তাঁর শরীর হতে ঘর্ম্মবারি প্রবাহিত হচ্চিল, ভূতল-লগ্ন অসি-লতার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, মোহের আবেশে তাঁর কমলনেত্র নিমীলিত হয়েছিল, তখন তুমি তো স্বচক্ষে দেখেছিলে কেবল মদয়ন্তিকার জন্যই তাঁর বহুমূল্য জীবন তিনি বিসর্জ্জন করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

(স্বেদাদি বিকারের অভিনয়)

বুদ্ধ।—প্রিয়সখীর মনের ভাব শরীরেই ব্যক্ত হচ্চে।

মদ।—(সলজ্জে) যাও প্রিয়সখি, তুমি আমার কাছে সর্ব্বদাই থাকো, তাই বিশ্বাস করে' তোমাকে বলেছিলেম, তাই বোলে তুমি—

লব।—সখি মদয়ন্তিকে, যা জানবার তা আমরাও সমস্ত জানি। ক্ষমা

কর, আর ছলে কাজ নেই। এস এখন মন খুলে পরস্পরের ভালবাসার কথা বোলে সুখে সময়টা কাটানো যাক।

বুদ্ধ।—লবঙ্গিকা বেশ কথা বলেছে।

মদ।—আচ্ছা, প্রিয়সখীর কথাই শিরোধার্য্য।

লব।—তাই যদি হল, আচ্ছা বল দেখি, তোমার সময়টা কাটে কি করে'?

মদ।—তবে শোনো প্রিয়সখি। প্রথমতঃ বুদ্ধরক্ষিতার মুখে তাঁর গুণের প্রশংসা শুনেই তাঁর প্রতি আমার অত্যন্ত অনুরাগ জন্মে—তাই তাঁকে দেখবার জন্য আমার বিষম কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা হয়। তারপর, দৈববশে যেদিন তাঁর দর্শন পেলেম—সেই অবধি, দুর্ব্বার মদন-সন্তাপে ও দারুণ মনের উদ্বেগে আমার যেন একেবারে প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হল। আমার এই দুঃসহ যাতনা দেখে সখীরাও অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। শেষে নিরাশ হয়ে মনে করলেম, মৃত্যুতেই আমার সকল যন্ত্রণার শান্তি হবে। কিন্তু বুদ্ধরক্ষিতার আশ্বাস-বাক্যে আমি তা হতে বিরত হলেম, আমার উদ্বেগ ও সংশয় ক্রমে আরো বৃদ্ধি হল। এইরূপে জীবনের কতই পরিবর্ত্তন অনুভব করলেম। বাসনার উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে, আমার কল্পনা ও স্বপ্নের মধ্যেও আমি এখন কেবল সেই জনকেই দেখ্‌তে পাই। তিনিও যেন তাঁর সেই বিস্ময়-বিস্ফারিত মদ-ঘূর্ণিত কমল নেত্রে আমার দিকে এক দৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকেন। তার পর, কল-হংসের মত ধীর গম্ভীর স্বরে, স্খলিত বচনে আমাকে যেন বলেন "এসো প্রিয়ে মদয়ন্তিকে," এই কথা বলে' বল-পূর্ব্বক আমার উত্তরীয়-অঞ্চল টেনে খুলে দেন, তখন আমার বুক্ ভয়ে থর থর করে কাঁপ্‌তে থাকে। আমি সহসা সেই উত্তরীয় ফেলে পালাতে চেষ্টা করি, আর বাহু দিয়ে বুক্ ঢেকে থাকি। কিন্তু পালাতে গিয়ে লোমাঞ্চ-

জনিত শিথিল মেখলা আমার খুলে খুলে পড়ে, গুরু নিতম্বের ভারে আর পালাতে পারিনে। আমি তখন তাঁকে তিরস্কার করতে থাকি, তিনি আমাকে আট্‌কে রাখতে কত চেষ্টা করেন; তাতে মুহূর্ত্তের জন্য আমার মনে একটু বিরক্তি বোধ হয়, তখন আমি তাঁকে বারবার নিষেধ করি, কিন্তু নিষেধ করতে করতেও তাঁর দিকেই আবার ফিরে ফিরে চাই। আমার এই অবস্থা দেখে তিনি তখন আমাকে উপহাস করেন। তারপর প্রিয়সখি, তাঁর বাহু-দণ্ড দিয়ে বেষ্টন করে আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করেন। তখন দেখ্‌তে পাই, সেই নিষ্ঠুর বাঘের কঠোর নখাঘাতে তাঁর বক্ষে দুটি যেন লোহিত পত্র অঙ্কিত হয়ে আছে। তারপর, তিনি আমার মুখটি তুলে, চুম্বনের বিবিধ চাতুরী প্রকাশ করে', আমার মুখের সমস্ত অবয়বের উপর তাঁর বদন-কমল যেন ফুটিয়ে তোলেন। আমি সহসা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যেমন তাঁর হাত ধর্‌তে যাই অমনি তিনি আমার কবরীতে হাতটি নিবিষ্ট করে' তাঁর স্ফুরিত অধর আমার বাম গণ্ডমূলে নিহিত করেন—সেই মনোহর স্পর্শে আমার সমস্ত অঙ্গ কম্পিত ও লোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তখন কতকটা ভয় ও কতকটা আনন্দে হতবুদ্ধি হয়ে আমি এক পাশেই দাঁড়িয়ে থাকি—তখন তিনি দুর্বিনীত সাহস-ভরে আমার নিকট যা' অপ্রার্থনীয় তাই প্রার্থনা করেন। প্রিয়সখি, এই সমস্ত প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব করে', হঠাৎ যখন জেগে উঠি, তখন এই হতভাগিনীর নিকট সমস্ত জীবলোক যেন শূন্য অরণ্যের মত বোধ হয়।

লব।—(হাসিয়া) আচ্ছা সখি মদয়ন্তিকে, পষ্ট কথা বল দিকি, সেই সময়ে, পরিজনের কাছেও যা গোপনীয় এমন কোন-কিছু, শয্যার আচ্ছাদন-বস্ত্রে ঢাকৃতে যাচ্ছিলে কি না, আর বুদ্ধরক্ষিতা স্নেহ-চক্ষে তাই দেখে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাস্‌ছিলেন?

মদ।—যাও সখি, তুমি যে কি ঠাট্টা কর তার ঠিক নেই!

বুদ্ধ।—সখি, মদয়ন্তিকে! জান না, মালতীর প্রিয় সখীরাই এই রকম কথা বল্‌তে খুব নিপুণ।

মদ।—তাই বলে' সখি, মালতীকে এই রকম করে' উপহাস কোরো না।

বুদ্ধ।—সখি মদয়ন্তিকে! যদি বিশ্বাসভঙ্গ না কর, তাহলে তোমাকে একটি কথা বলি।

মদ।—সখি! কখনও কি প্রণয়-ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হয়েছি যে তুমি ওকথা বল্‌চ। এখন তুমি আর লবঙ্গিকা আমার দ্বিতীয় হৃদয়।

বুদ্ধ।—আচ্ছা, আবার কখন যদি মকরন্দের সহিত দেখা হয়, তা হলে কি কর বল দিকি?

মদ।—তাহলে তাঁর শরীরের প্রত্যেক অবয়ব একদৃষ্টে স্থির হয়ে দেখে আমার চক্ষু সার্থক করি।

বুদ্ধ।—যদি আবার সেই পুরুষোত্তম কাম-জননী রুক্মিণীর মত বল-পূর্ব্বক তোমাকে স্বয়ং গ্রহণ করে' তোমাকে তাঁর সহধর্ম্মিণী করেন, তা হলেই বা কি কর?

মদ।—(নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) কেন আর আমাকে এইরূপ বৃথা আশ্বাস দিচ্চ সখি?

বুদ্ধ।—সখি! আমি যা জিজ্ঞাসা করলেম তার উত্তর দাও।

লব।—এই দীর্ঘ নিঃশ্বাসেই ওঁর মনের ভাব বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্চে, আর জিজ্ঞাসা করে' কি হবে?

মদ।—সখি! যখন তিনি প্রাণপণ করে' সেই দুষ্ট বাঘের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন, তখন আমি আর এ দেহের কে?—এ দেহ তাঁরই।

লব।—একথা কৃতজ্ঞ-জনেরই উপযুক্ত।

বুদ্ধ।—ওঁর ওই কথাটি যেন মনে থাকে।

মদ।—একি! দ্বিতীয় প্রহর হল যে—ঐ শোনো প্রহর-সূচক দুন্দুভি-ধ্বনি হচ্চে। আমি গিয়ে নন্দনকে ভর্ৎসনা করে'ই হোক্, বা তাঁর পায়ে পড়েই হোক্, মালতীর উপর যাতে তাঁর অনুকূল ভাব হয় তার চেষ্টা করি গে। (উঠিয়া গমনোদ্যত)

(মকরন্দ মুখোদ্ঘাটন করিয়া মদাস্তিকার হস্ত ধারণ)

মদ।—সখি মালতি! ঘুম ভেঙ্গেচে? (দেখিয়া সহর্ষে ও সভয়ে) ওমা! একি! এযে আর একজন!

মক।—

সম্বর সম্বর ভয়
স্থনিতম্বে স্থন্দরি লো, শোনো মোর বাণি,
কম্পিত ও স্তন-ভার
সহিতে অক্ষম তব ক্ষীণ মাজা-খানি।
প্রণয়ের অনুগ্রহ
করেছিলে যার প্রতি এইমাত্র করিলে প্রকাশ,
স্বপ্ন-সুখ বাখানিলে
যার সহবাসে থাকি', এই দেখ আমি সেই দাস॥

বুদ্ধ।—(মদয়ন্তিকার চিবুক উন্নত করিয়া)

সহস্র বাসনা-ভরে
বরিলে যাহারে তুমি—সেই প্রিয়তম।
অমাত্য-ভবনে দেখ
সুপ্ত বা প্রমত্ত এবে যত পরিজন,
গাঢ় অন্ধকার রাতি,
কৃতজ্ঞ হইয়া কাজ কর সমুচিত,
ত্যজিয়া মণি-নূপুর
নিঃশবদে বাহিরিয়া চল গো ত্বরিত॥

মদ।—সখি বুদ্ধরক্ষিতে! কোথায় যেতে হবে বল দেখি?

বুদ্ধ।—মালতী যেখানে আছে।

মদ।—মালতী কি সেই দুঃসাহসিক কাজটা করেছে?

বুদ্ধ।—করেছে বৈ কি। আর, তুমিও তো এইমাত্র বলেছ, "আমি এ দেহের কে"?

(মদয়ন্তিকার অশ্রুপাত)

বুদ্ধ।—দেখ মকরন্দ! প্রিয়সখী তোমায় আত্ম-দান করলেন—গ্রহণ কর।

মক।— অর্জ্জন করিনু আজি
দুর্জয় বিজয়, চাহি অন্য কিবা আর,
স্মর-সখা-কৃপাবলে
যৌবন-উৎসব হল সফল আমার॥

এখন তবে চল, এই পার্শ্ব-দ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যাক্।

(নিস্তব্ধ ভাবে পরিক্রমণ)

মক।—অহো! এই নিশীথ সময়ে রাজমার্গ জনশূন্য হয়ে কি রমণীয় ভাব ধারণ করেছে!

এখন :—

উত্তুঙ্গ প্রাসাদোপরি
উচ্চ বাতায়ন দিয়ে
বায়ু বহি ফিরি আসে
পরিচিত সুরাগন্ধ নিয়ে।
মাল্য-পরিমল তাহে,
ভরপূর কর্পূরের বাস,
নবনধূ-যুবকের
সম্মিলন করিছে প্রকাশ॥

ইতি নন্দন-বঞ্চনা নামক সপ্তম অঙ্ক।

অষ্টম অঙ্ক।

দৃশ্য।—কামন্দকীর গৃহ।

অবলোকিতার প্রবেশ।

অব।—নন্দন-ভবন হতে ভগবতী ফিরে এসেছেন, আমি তাঁকে প্রণাম করেছি। এখন মালতী-মাধবের কাছে যাই। গ্রীষ্ম-দিনের অবসানে তাপ-শান্তির জন্য তাঁরা দীর্ঘিকায় স্নান করে ঘাটের শিলা-তলে বসে আছেন।

(প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য।—দীর্ঘিকার শিলাতল।

(মালতীমাধব ও অবলোকিতা উপবিষ্ট)

মাধ।—কন্দর্পের প্রিয় সুহৃৎ নিশীথ-কাল এখন কেমন যৌবন-শ্রীতে বিরাজ কর্‌চে! দেখ তাই :—

দলিয়া তিমির-জাল

শুষ্কতালপত্র-পাণ্ডু পূর্ব্বদিকে ইন্দুর প্রকাশ,

মন্দ মন্দ বায়ু-ভরে

কেতকী-পরাগ ঘন আহা যেন ছাইল আকাশ॥

মালতী এখনও দেখ্‌ছি বিমুখ, কি করে' এখন ওঁকে প্রসন্ন করি। আচ্ছা এইরূপ বলা যাক্ (প্রকাশে) প্রিয়ে মালতি! তুমি তো সায়াহ্ন-স্নানে শীতল হয়েছে, এখন তুমি আমার গ্রীষ্ম-তাপের শান্তি

কর। কিন্তু এই কথাটী বল্লেই তুমি আমার অন্য উদ্দেশ্য কেন মনে করে' নেও বল দেখি? সুন্দরি!—

যাবৎ কবরী হতে
কুসুমের রস-বিন্দু না হয় ক্ষরণ,
যাবৎ না স্তন হতে
ঝরি' ঘর্ম্ম মধ্য-দেহে না হয় পতন,
যাবৎ না সারা দেহে
পুলকে পুলকে অঙ্গ উঠে গো শিহরি',
অন্তত একটি বার
গাঢ় আলিঙ্গন দেও প্রসাদ বিতরি'।
যে বাহু-যুগলে তব
সাধ্বসের বশে ঝরে স্বেদবিন্দুধার
—ইন্দুর কিরণ-স্পর্শে
বিগলিত আহা যেন চন্দ্রমণি-হার,
সেই বাহু মোর কণ্ঠে কর গো অর্পণ——
মমূর্ষু দেহেতে পুন আনো গো জীবন॥

অথবা, তাও দূরে থাক্, তুমি যে আমার সঙ্গে একটু বাক্যালাপ করবে, আমি কি তারও যোগ্য নই?

চিরদগ্ধ মম তনু
মলয়-অনিলে, আর ইন্দুর কিরণে,
নহেগো ইচ্ছুক তুমি
নির্ব্বাপিতে সেই জ্বালা গাঢ় আলিঙ্গনে।
প্রমত্ত কোকিল-রবে
ব্যথিত হইয়া আছে এমোর শ্রবণ

অয়িলো কিন্নর-কণ্ঠি!

অন্ততঃ পিয়াও তব মধুর বচন॥

অবলোকিতা।—(নিকটে আসিয়া)

এ তোমার কিরূপ অসঙ্গত ব্যবহার? এই কিছু পূর্ব্বে মুহূর্ত্ত-মাত্র মাধব স্থানান্তরে গেলে, তুমি বিমনা হয়ে আমার কাছে এসে বল্‌তে "তাঁর এত বিলম্ব কেন?—আবার কতক্ষণে তাঁকে দেখ্‌তে পাব, যদি এবার তাঁকে পাই, তবে লজ্জাভয় সমস্ত ত্যাগ করে' অনিমিষ লোচনে তাঁকে দেখি, আর বলি "গাঢ় আলিঙ্গন দিয়ে আমাকে সুখী কর"—তার পরিণাম কি শেষ এই হল?

মালতী।—(সাস্রুলোচনে দৃষ্টিপাত)

মাধ।—(স্বগত) অহো! ভগবতীর প্রধান শিষ্যার কি বাক্-চাতুরী, আর কত কথাই সময় মত ওঁর যোগায় (প্রকাশে) প্রিয়ে! অবলোকিতার কথা কি সত্য?

মালতী।—(তির্য্যক্‌ভাবে মস্তক সঞ্চালন)

মাধ।—আমার দিব্যি, লবঙ্গিকার দিব্যি, অবলোকিতার দিব্যি, যদি তুমি না কথা কও।

মাল।—আমি কিছু জানি নে—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া সলজ্জে)

মাধ।—যদিও কথাগুলি শেষ হল না—ভাল করে' মুখ দিয়েও বেরোল না, তবু কেমন মিষ্টি লাগ্‌ল। (সহসা নিরীক্ষণ করিয়া) অবলোকিতে! এ কি ব্যাপার?

হরিনাক্ষী মালতীর

বিমল কপোলতল অশ্রুজলে সহসা প্লাবিত,

জ্যোৎস্নাপাতে মনে হয়

নল দিয়া কান্তিসুধা পান করে ইন্দু পিপাসিত॥

অব।—সখি! কাঁদ্‌চ কেন বল দেখি?

মাল।—(জনান্তিকে) আর কতকাল প্রিয়সখী লবঙ্গিকার বিরহ-দুঃখ সহ্য করব? আজকাল তাঁর সংবাদ পাওয়াও দুষ্কর।

মাধ।—অবলোকিতে! ব্যাপারটা কি?

অব।—দিব্যি দেবার সময় আপনি লবঙ্গিকার নাম করায় তার কথা মনে পড়ে গেছে—লবঙ্গিকার কোন সংবাদ না পেয়ে সখী বড় কাতর হয়ে পড়েছেন।

মাধ।—আমি এই মাত্র কলহংসকে পাঠিয়েছি, আর বোলে দিয়েছি, গোপনে নন্দন-ভবনে গিয়ে যেন তার সংবাদ নিয়ে আসে (ব্যগ্রভাবে.) অবলোকিতে! আহা, মদয়ন্তিকার জন্য বুদ্ধরক্ষিতা যে চেষ্টা-যত্ন করচেন তা সফল হবে তো?

অব।—মহাশয়! তাতে কি আর সন্দেহ আছে? সেই যে সময়ে প্রথমে মালতী আপনাকে মকরন্দের চেতনার সংবাদ দেয়, তখন আপনি খুসি হয়ে মালতীকে আপনার মন-প্রাণ পারিতোষিক দিয়েছিলেন; এখন যদি কেউ, মকরন্দ-মদয়ন্তিকার মিলন-সংবাদ দিয়ে আপনাকে খুসি করে, তা হলে তাকে কি পারিতোষিক দেন বলুন দিকি?

মাধ।—হাঁ এ কথা বল্‌তে পার। (বক্ষদেশ অবলোকন করিয়া স্বগত) মদনোদ্যানের শোভা ও অলঙ্কার যে বকুল-গাছটি, তারই ফুলে এই মালাটি গাঁথা। প্রিয়তমার প্রথম দর্শনে আমার যে মনের ভাব হয়, এটি যেন তারই সাক্ষীস্বরূপ এখনও রয়েছে।

মম হাতে গাঁথা বলি'
আনাইলা এই মালা সখী-হস্ত দিয়া,
রাখিলেন প্রেমভরে
বিশাল সে কুচকুম্ভে যতন করিয়া,

আবার বিবাহ-কালে

প্রণয়ে হতাশ হয়ে, লবঙ্গিকা জ্ঞানে

এই মালা পরাইয়া

তুষিলেন মোরে তাঁর সরবস্বদানে ॥

অব।—সখি মালতি! এই বকুল-মালাটি তোমার অতি প্রিয় সামগ্রী, অতএব সাবধান, এটি যেন সহসা পরহস্তগত না হয়।

মাল।—প্রিয়সখি ঠিক্ বলেছ।

অব।—কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্চে না?

মাধ।—(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই যে! কলহংস এসেছে।

মাল —একটি সুসংবাদ দি, মকরন্দ মদয়ন্তিকাকে লাভ করেছেন।

মাধ।—(সহর্ষে আলিঙ্গন করিয়া) আমাদের এটি প্রিয় সংবাদ বটে।

(নিজ কণ্ঠ হইতে বকুলমালা খুলিয়া প্রদান)

অব।—ভগবতী যে কাজের ভার দিয়েছিলেন, যুদ্ধরক্ষিতা সে কাজটি সিদ্ধ করেছেন দেখ্‌চি।

মাল।—(সহর্ষে) ওমা! প্রিয়সখী লবঙ্গিকাকেও যে দেখ্‌তে পাচ্চি।

(সকলের গাত্রোত্থান)

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কলহংস, মদয়ন্তিকা, বুদ্ধরক্ষিতা
ও লবঙ্গিকার প্রবেশ।

লবঙ্গিকা।—মহাশয় রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আস্‌তে আস্‌তে অর্দ্ধ-পথে নগর-রক্ষী পুরুষেরা মকরন্দকে আক্রমণ করেছে। কলহংসও সেই সময়ে এসে পড়ায়, তাঁর সঙ্গে তিনি আমাদের এখানে পূর্ব্বাহ্ণেই পাঠিয়ে দিলেন।

কল।—এই দিকে আসবার সময় একটা ঘোরতর যুদ্ধের কলরব শোনা গেল—বোধ হয়, আর এক দল শত্রু-সৈন্যও জড় হয়ে থাক্‌বে।

মাল।—একি! হর্ষ ও বিষাদ দুই যে এক সময়ে উপস্থিত।

মাধ।—সখি মদয়ন্তিকে! এসো এসো! তোমার পদার্পণে আমার গৃহ ধন্য হল। আর, তিনি তো যে-সে পুরুষ নন, কেন তবে উদ্বিগ্ন হচ্চ? একলা তাঁকে যদি অনেক লোকও আক্রমণ করে তাতেই বা সখার কি হবে? দেখ

গজ-সনে যুদ্ধকালে
অতুল বিক্রমশালী কেশরী যখন,
মদরস-সিক্তানন
গজরাজ-শির-অস্থি করে বিদারণ,
তখন বলগো দেখি
সেই সে সিংহের কেবা সহায় সম্বল?
—তখন সহায় এক
প্রচণ্ড-খর-নখর নিজ করতল॥

তোমার ভয় কি, তুমি এ বেশ জেনো, প্রিয়সখা নিজ বল-বিক্রমের অনুরূপই কাজ করবেন, আর দেখ আমিও তাঁর সাহায্যে এখনি চল্লেম।

(উদ্ধত ভাবে পরিক্রমণ করত কলহংসের সহিত প্রস্থান)

অবলোকিতা
লবঙ্গিকা —এঁরা এখন অক্ষত শরীরে ফিরে এলে হয়।
বুদ্ধরক্ষিতা

মাল।—সখী বুদ্ধরক্ষিতে, সখী অবলোকিতে! তোমরা শীঘ্র গিয়ে ভগবতীর নিকট উপস্থিত-বিপদের সংবাদটা দেও, আর প্রিয়সখি লবঙ্গিকে, তুমিও শীঘ্র গিয়ে মাধবকে বল "যদি আমাদের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র দয়া থাকে, তবে যেন একটু সাবধান হয়ে যুদ্ধ করেন।"

(অবলোকিতা, লবঙ্গিকা ও বুদ্ধরক্ষিতার প্রস্থান)

মাল।—হায়! এখন কি করে' সময় কাটাই। আচ্ছা আমি লবঙ্গিকার ফেরবার পথে গিয়ে দেখি কতক্ষণে লবঙ্গিকা আসে। (পরিক্রমণ)

(পরে আতঙ্কে) একি! ডান্ চোখ্ নাচ্‌চে যে!

(উপবেশন)

কপাল-কুণ্ডলার প্রবেশ।

কপাল।—আরে পাপীয়সি! দাঁড়া—কোথা যাস্?

মালতী।—(সত্রাসে) হা নাথ মাধব!—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া বাক্‌রোধ)

কপা।—(সক্রোধে) হাঁ, তাকে তুই ডাক্—ডাক্।

তপস্বী জনের হন্তা,

কন্যা-চোর, কোথা তোর নাথ, রক্ষা করুক এখন,

হয়েছিস এবে তুই

শ্যেন-আক্রমণে যথা সচকিত ক্ষুদ্র বিহঙ্গম।

আর কেন বৃথা চেষ্টা,

পলাইয়া কোথা যাবি চলে'?

—অনেক দিনের পর

পড়েচিস্ আমার কবলে॥

এখন একে শ্রীপর্ব্বতে নিয়ে গিয়ে, টুকরো টুকরো করে' কেটে দগ্‌ধে দগ্‌ধে মার্‌তে হবে।

(মালতীকে উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান)

মদ।—মালতী যে দিকে গেছে আমিও সেই দিকে যাই। (পরিক্রমণ করিয়া) প্রিয়সখি মালতি!

লবঙ্গিকার প্রবেশ।

লব।—সখি মদয়ন্তিকে! আমি মালতী নই, আমি লবঙ্গিকা।

মদ।—তাঁর দেখা পেয়েছ কি?

লব।—না পাইনি। বল্‌ব কি, তিনি উদ্যান থেকে বেরিয়েই সেই সৈন্যদের কোলাহল শুন্‌লেন, অমনি সগর্ব্বে গিয়ে শত্রু সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন, কজেই এ হতভাগিনীর ফিরে আস্‌তে হল। আমি কেবল, দূর হতে শুন্‌তে পেলেম, "হা মহানুভাব মাধব! হা সাহসিক মকরন্দ!" এই বলে' গুণানুরাগী পৌরজনেরা ঘরে ঘরে বিলাপ করচে। আর লোকের মুখে শুন্‌লেম, মহারাজও নাকি মন্ত্রীকন্যা-দুটির হরণ-বৃত্তান্ত শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, অস্ত্র-শস্ত্র-প্রবীন অনেক পদাতি সৈন্য পাঠিয়েছেন, আর নিজে প্রাসাদের ছাতে উঠে জ্যোস্নার আলোয় সমস্ত কাণ্ড স্বচক্ষে দেখ্‌ছেন।

মদ।—হায়! এ হতভাগিনীর সর্ব্বনাশ হল!

লব।—সখি! মালতী কোথায়?

মদ।—সে প্রথমেই, তুমি যে পথে গিয়েছিলে সেই পথে তোমাকে খুঁজতে গিয়েছিল, তারপর আমিও গিয়েছিলেম, কিন্তু তাকে আর দেখ্‌তে পেলেম না। বোধ হয় উদ্যানের নিবিড় কুঞ্জের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

লব।—সখি! এসো শীঘ্র তাকে আবার খুঁজে দেখি। প্রিয়সখী মাধবের জন্য বড়ই কাতর হয়েছেন, আর বুঝি তাঁর ধৈর্য্য থাকে না। (দ্রুত পরিক্রমণ) সখি মালতি!—বলি, ও মালতি!

(ইতস্ততঃ পরিক্রমণ)

সহর্ষে কালহংসের প্রবেশ।

কল।—আঃ বাঁচা গেল। সেই ভয়ানক যুদ্ধের হাঙ্গাম থেকে আমরা ভালোয় ভালোয় ভাগ্যি বেরিয়ে আস্‌তে পেরেছি। বাবারে! এখনও যেন সমস্ত চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্চি। যেমন চমৎকার তেমনি ভয়ানক। চারিদিকে অস্ত্রশস্ত্রের আস্ফালন হচ্চে, আর চাঁদের আলো পড়ে তীক্ষ্ণধার উজ্জ্বল তলোয়ারের

পাতগুল চক্‌মক্ করে জ্বলে উঠ্‌ছে। দেখে বোধ হতে লাগ্‌ল, বলদেব যেন মদ-লীলাভরে প্রচণ্ড ভুজদণ্ডে কালিন্দী-স্রোত আলোড়িত কচ্চেন। মকরন্দের বিকট লম্ফ-ঝম্পে শত্রুসৈন্য বিশৃঙ্খল হয়ে পলাতে লাগ্‌ল, তাদের আর্ত্তনাদে গগনতল আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তার পর সে কথাও ভুলব না, আমার প্রভু মাধব সেখানে উপস্থিত হয়ে বিপক্ষের সৈন্যদের হস্ত হতে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে, ভীষণ ভুজবজ্র প্রহার করতে লাগলেন—তাঁর বিকট বল-বিক্রম দেখে ক্রমে রাজমার্গ পদাতিশূন্য হল। হতশেষ সৈন্যরা এইরূপ বিষম সমর-সাহস দেখে চারিদিকে পলায়ন করতে লাগল। আহা! মহারাজ কি গুণানুরাগী! তিনি সেই সময়ে প্রতিহারীকে সৌধশিখর হতে নীচে পাঠিয়ে দিয়ে, বিনয়বচনে মাধব মকরন্দকে শান্ত করে', আপনার সন্মুখে আনালেন। তাঁরা উপস্থিত হলে, রাজা তাঁদের মুখচন্দ্রের উপর পুনঃ পুনঃ স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করতে লাগ-লেন। তার পর, আমার মুখে তাঁদের বংশ-পরিচয়, আভিজাত্য ও গুণগ্রামের কথা শুনে তাঁদের বিশেষ সন্মান ও সৎকার কর্‌লেন। অমাত্য ভূরিবসু.ও নন্দনের মুখ লজ্জায় মসিবর্ণ হয়ে গেল। তখন মহারাজ মধুর বচনে তাদের বল্লেন;—"তোমাদের পরম সৌভাগ্য, কুলে শীলে রূপে গুণে এদুটি সর্ব্বাংশেই সৎপাত্র; এমন জামাতা আর পাবে না" এইরূপ প্রবোধ দিয়ে রাজা অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। এই যে, মাধব ও মকরন্দও এসে পৌঁছেচেন। আমি এখন ভগবতীর কাছে গিয়ে এই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিগে। (প্রস্থান)

মাধব ও মকরন্দের প্রবেশ।

মক।—অহো! সখার সাহস ও বল বাস্তবিকই অলৌকিক।

বাহুর প্রহারে তব

বিশীর্ণ শত্রুর দল বিচূর্ণ-কঙ্কাল,

উন্মথিয়া আক্রমিয়া

বীরগণে, ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া অস্ত্রজাল,

সম্মুখে করিয়া পথ

রক্তময়, চলিলে করিয়া মহা বিক্রম প্রকাশ,

দ্বিবিভক্ত জনার্ণবে

স্তম্ভিত সৈন্যের পংক্তি, নৃমুণ্ডে আকীর্ণ চারি পাশ॥

মাধ।—কিন্তু এটি কি অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার নয়?

অদ্যই যে সব লোক

নিশীথ-উৎসবে পান করিয়াছে সুখে

প্রিয়ায় গণ্ডুষ-শেষ

মধুটুকু—উদ্ভাসিত ইন্দুর ময়ূখে,

লভিয়াছে সেই সঙ্গে

প্রিয়াদত্ত আলিঙ্গন প্রেম-লীলাচ্ছলে,

আজি দেখ তাহারাই

রনস্থলে ভগ্ন-অস্থি তব ভুজ-বলে॥

আর যাই হোক্ সখা, রাজার সৌজন্য আমরা কখনই ভুলব না। যে দোষী তারও প্রতি তিনি নির্দ্দোষীর ন্যায় ব্যবহার ক'রে কত অনুগ্রহ প্রকাশ কর্‌লেন। এসো এখন মালতীর নিকট যাওয়া যাক্—সেইখানে গিয়ে তাঁর সাম্‌নে বোসে, মদয়ন্তিকা-হরণের বিস্তারিত বৃত্তান্ত তোমার মুখে শুন্‌তে হবে।

তোমার আখ্যান-মাঝে

মালতী মুচকি হাসি', সখী মদয়ন্তিকা পরে

চঞ্চল কটাক্ষপাত করিবেন পরিহাস-ভরে,

অমনিগো সখীটির
বদন-পঙ্কজ কিবা হবে উল্লসিত,
লজ্জায় স্তিমিত দৃষ্টি হইবে নমিত॥
(পরিক্রমণ করিয়া সকলের প্রস্থান)

দৃশ্য—উদ্যান।

মাধব প্রভৃতির প্রবেশ।

মাধ।—এইতো সেই উদ্যান। কিন্তু এ স্থানটি এরূপ শূন্য বলে' মনে হচ্চে কেন?

মক।—সখা, বোধ হয় আমাদের বিপদে ব্যাকুল হয়ে আত্মবিনোদনের জন্য ওঁরা ঐ গহন উদ্যানে ভ্রমণ কচ্চেন—এসো দেখা যাক্।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

লব ও মদ।—সখি মালতি! (সহসা দেখিয়া) আ! বাঁচা গেল—ঐ যে মাধব মকরন্দ দুইজনকেই এইখানে দেখ্‌তে পাচ্চি।

মকরন্দ মাধব।—এই যে তোমরা! মালতী কোথায়?

উভয়ে।—কোথায় মালতী? আপনাদের পদশব্দে আমরা মনে কর্‌ছিলেম বুঝি মালতী আস্‌চে।

মাধ।—কি?—কি বল্লে? আমার বুক যে ভেঙ্গে যাচ্চে—স্পষ্ট করে' বল।

পঙ্কজাক্ষি প্রেয়সীর
অনিষ্ট হ'ল বা বুঝি এই ভাবনায়
বিগলিত হৃদি মোর',
অন্তরাত্মা সশঙ্কিত উন্মত্ত-প্রায়।

নাচিতেছে বামচক্ষু,

প্রতিকূল বাক্য তব তারি সাক্ষ্য দ্যায় ॥

মদ।—আপনি এখান থেকে চলে গেলে, মালতী সংবাদ দেবার জন্য বুদ্ধরক্ষিতা ও অবলোকিতাকে ভগবতীর কাছে পাঠালেন, আর সাবধান করবার জন্য লবঙ্গিকাকে আপনার কাছে পাঠালেন। তার পর, লবঙ্গিকার ফিরে আস্‌তে বিলম্ব দেখে ব্যাকুল হয়ে দেখ্‌বার জন্য তিনি নিজেই এগিয়ে গেলেন। আমি তার পর এসে আর তাঁকে দেখতে পেলেম না—সেই অবধি আমরা এ-বনে সে-বনে অন্বেষণ করচি, এমন সময়ে আপনাকে দেখ্‌তে পেলেম।

মাধ।—হা! প্রিয়ে মালতি!

কি জানি কি অমঙ্গল

ঘটিল গো, ভাবি' প্রাণ বিষম আকুল।

ক্ষান্ত হও পরিহাসে

নির্দ্দয়ে! ভাঙ্গায়ে দেও শীঘ্র মোর ভুল।

পরীক্ষা করিতে চাও

দিয়াছি তো সে পরীক্ষা—দেওগো উত্তর,

নির্দ্দয় হয়ো না আর,

বিহ্বল হৃদয় মোর বড়ই কাতর ॥

উভয়ে।—হা প্রিয়সখি! কোথায় গেলে তুমি?

মক।—সখা! বিশেষ না জেনে শুনেই এত কাতর হচ্চ কেন বল দেখি?

মাধ।—সখা! তুমি কি জান না, মাধবের বিরহে কাতর হয়ে প্রিয়তমা কি না করতে পারেন?

মক।—সত্য, কিন্তু ভগবতীর নিকটেও তো তাঁর যাবার সম্ভাবনা আছে—এখন তবে চল, সেইখানে গিয়ে দেখা যাক্‌।

উভে।—খুব সম্ভব তাই।

মাধ।—আচ্ছা তবে সেইখানেই চল।

(সকলের পরিক্রমণ)

মক।—(স্বগত চিন্তা)

হয় তো গিয়েছে সখী
ভগবতীর আশ্রম-সদনে,
অথবা বাঁচিয়া নাই
এই কথা পুন ভাবি মনে।
প্রায়্ই তো গো দেখা যায়
বান্ধব-সুহৃৎ-প্রিয়-জনের সঙ্গম,
সংসারের যত সুখ,
চঞ্চল অস্থির-গতি সৌদামিনী-সম॥

ইতি অষ্টম অঙ্ক সমাপ্ত!

নবম অঙ্ক।

দৃশ্য—পদ্মাবতী নগর।

সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌদা।—আমি সৌদামিনী। শ্রীপর্ব্বত হতে উড়ে এসে পদ্মাবতী নগরের উপরে এসে রয়েছি। এখন মালতীর বিরহে চির-পরিচিত স্থানগুলি মাধবের অসহ্য হওয়ায় মাধব সেই সব স্থান পরিত্যাগ করে' সুহৃদ্দের সঙ্গে দ্রোণী-শৈল-কান্তারময় প্রদেশ সকল পরিভ্রমণ করে' বেড়াচ্চেন। এখন তবে আমি তাঁর নিকটে যাই। আমি উড়ে এসে যেখানে রয়েছি, এখান থেকে এই সকল গিরিনগর গ্রাম সরিৎ অরণ্য সমস্ত একেবারেই আমার দৃষ্টিগোচর হচ্চে।
(পশ্চাতে অবলোকন করিয়া) চমৎকার! চমৎকার!

কিবা শোভে পদ্মাবতী,
সুবিশাল দুই নদী "সিন্ধু" আর "পারা"
ঘিরিয়া রয়েছে তারে
কোটিবন্ধ সম—কিবা স্বচ্ছ বারিধারা।
উত্তুঙ্গ প্রাসাদ কত,
দেব-গৃহ, পুরদ্বারী অট্ট অগণন,
হইয়া বিভক্ত তাহে
আকাশ করিছে নিজ মস্তকে ধারণ॥

অপিচ।

শোভিছে লবণা নদী
বক্ষে যার উর্ম্মি-মালা সুন্দর শোভন,
বর্ষাগমে যার তট
নব উলু-তৃণরাজি করয়ে ধারণ
—(জনপদ-সুখদায়ী
—গর্ভিনী গাভীর ভক্ষ্য প্রিয় অতিশয়)
নদিটীর উপকণ্ঠে
শোভিতেছে মনোহর বিপিন-নিচয়॥

(অন্য দিকে অবলোকন করিয়া)

এই সেই ভগবতী "সিন্ধুর" প্রপাত; জলের পতন-বেগে ভূতল বিদীর্ণ করে' যেন একটা রসাতলের সৃষ্টি করেছে।

হেথায় তুমুল ধ্বনি
—জলগর্ভ-নবঘন-ঘোরতর-গর্জ্জন-সমান—
সীমান্ত-ভূধর-কুঞ্জে
সমুত্থিত—হেরম্বের কণ্ঠ-ধ্বনি হয় অনুমান॥

এই সকল অরণ্য-গিরিভূমি—চন্দন, অশ্বকর্ণ, সরল, পাটল প্রভৃতি গহন তরুরাজিতে পরিপূর্ণ ও পক্ক বিল্বফলের সৌরভে আমোদিত। এই গুলি দেখে দাক্ষিণাত্যের অরণ্য-পর্ব্বতগুলি মনে পড়ে;—সেই সব স্থান—যেখানে গোদাবরী নদীর প্রচণ্ড প্রবাহ, তরুণ-কদম্ব-জম্বু-বৃক্ষাচ্ছন্ন তমসাবৃত গহন কুঞ্জে প্রবেশ করে, এবং তার ঘোরতর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিকস্থ বিশাল মেখলা-ভূমি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আর ঐ দেখ, "সুবর্ণবিন্দু" নামে ভগবান ভবানীপতি এইখানে স্বয়ং-প্রতিষ্ঠিত হয়ে, মধুমতী ও সিন্ধুর এই সঙ্গম-প্রদেশ-টিকে পবিত্র করচেন।

(প্রণাম করিয়া)

জয়দেব ভুবন-ভাবন, জয় ভগবন্
নিখিল-নিগম-আশ্রয় ।
জয় রুচির শশি-শেখর, মদন-নাশন্
জগত-আদি-গুরু জয় ॥

(অগ্রসর হইয়া)

এই যে উত্তুঙ্গ-সানু
অভিনব-মেঘ-শ্যাম মহাকায় পর্ব্বত হেথায়
মিলিয়া ময়ুরী সাথে
ময়ুর মদ-মুখর, হর্ষভরে কেকা-রবে ছায়,
স্নিগ্ধ-চ্ছায় দেহ-মাঝে
বিচিত্র-বরণ কত পক্ষী-নীড় করয়ে ধারণ,
নিরখিয়া হেন গিরি তিরপিত হয় গো নয়ন ॥

অপিচ :—

গহ্বর-নিবাসী যত
সুভীষণ মদমত্ত ভল্লুক তরুণ,
তাদের থুৎকার-রবে
গরজন-প্রতিধ্বনি বাড়য়ে দ্বিগুণ ।
গজভগ্ন শল্লকীর
গ্রন্থিখণ্ড চারিধারে রহে বিকীরিত,
তা' হ'তে ঝরিয়া ক্ষীর
শিশির-কটু-কষায় গন্ধে আমোদিত ॥

(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া)

একি ! মধ্যাহ্ন যে ! এখন এখানে :—

ত্যজিয়া "কাশ্মরী"-তরু

"কোবা"-পক্ষী, পল্লবিত-"কৃতমালে" করয়ে গমন,

তীরের "অশ্মন্ত"-শাকে

চুম্বিয়া "পুর্ণিকা"-পক্ষী—জলাশয়ে করয়ে ধাবন।

"তিনিশ"-কোটর-মাঝে

"দাত্যূহ" নিলীন হয়ে করে অবস্থান,

"কলোত" সে গুল্ম-নীড়ে

কাঁদিছে, "কুক্কুভ" নীচে করে যোগ দান॥

আচ্ছা এখন আমি তবে মাধব মকরন্দকে অন্বেষণ করে' যথাসাধ্য তাদের সান্ত্বনা করি গে।

(প্রস্থান)

ইতি বিষ্কম্ভক।

মাধব ও মকরন্দের প্রবেশ

মক।—(সকরুণভাবে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

যে বিষম অবস্থায়

নাহি কোন আশা কিম্বা নৈরাশ্য বিশেষ,

হৃদয় বিক্ষিপ্ত হয়ে

ঘোর মোহ-অন্ধকারে করয়ে প্রবেশ,

না পারি করিতে কিছু

বিধির বিপাকে, বিধি এমনি গো বাম—

অস্থির হইয়া ঘুরি

বিপদের মাঝে মোরা পশুর সমান॥

মাধ।—হা প্রিয়ে মালতি! কোথায় তুমি? কেন সহসা অন্তর্হিত

হলে তার কারণ কিছুই জান্‌তে পারলেম না! হা! নির্দ্দয়ে! এখন আমাকে দেখা দিয়ে আশ্বস্ত কর।

তবে কি নাহিক তব
কিছুমাত্র দয়ামায়া মাধবের পরে?
এখনো তো সেই আমি
যে পরশি' তব কর কঙ্কণ-ভূষিত
(সাক্ষাৎ উৎসব সম)
হয়েছিল সে সময় কত আনন্দিত॥

সখা মকরন্দ! এ জগতে ওরূপ প্রেম পুনর্ব্বার লাভ করা নিতান্তই দুর্লভ ও অসম্ভব!

কোমল-কুসুম-অঙ্গে
সহিল অনঙ্গ-জ্বালা কত দিন ধরি,'
অতি তুচ্ছ তৃণসম
বিসর্জ্জিবে নিজ প্রাণ মনে স্থির করি',
সাহস করিয়া শেষে মম হস্তে দিল নিজ কর,
ইহার অধিক প্রেম কোথা আছে বল অতঃপর?

তা ছাড়া:—

বিবাহ-বিধির আগে
আমায় পাবার আশে হইয়া নিরাশ
করিয়াছিল গো কত
সকাতরে হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ,
প্রিয়া মোর সে সময়
মর্ম্মচ্ছেদী যাতনায় বিকল-ইন্দ্রিয়,
মনের বেদনা-ভরে
অস্থির কাতর-তনু তখন আমিও॥

(আবেগ সহকারে)

অহো ! কি আশ্চর্য্য !
দলিত হৃদয় শোকে,
দ্বিধা তবু ফাটিয়া না যায়,
মোহে বিকলিত দেহ
জ্ঞান তবু নাহিগো হারায়,
অন্তর্দাহে দহে তনু,
তবু তো না হয় ভস্মসাৎ,
মর্ম্মচ্ছেদ করে বিধি,
প্রাণ তবু না হয় নিপাত॥

মক।—সখা মাধব! দারুণ দৈবের ন্যায় সূর্য্যদেবও আমাদের এখন অবিরত দগ্ধ করচেন। তোমার শরীরের যেরূপ অবস্থা, এখন চল ঐ পদ্ম-সরোবরের ধারে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য বসি গে। দেখ এখানে—

সনাল কমল নব
উঠিয়াছে মাথা তুলি জলের উপরি,
মৃদুমন্দ মকরন্দ
তাহা হতে আহা কিবা পড়ে ঝরি ঝরি।
সে গন্ধে হইয়া পুষ্ট,
শীতল হইয়া আর তরঙ্গ-শীকরে,
মধুর মলয়-বায়
জুড়াইবে তব অঙ্গ বহি' ধীরে ধীরে॥

(পরিক্রমণ করিয়া উপবেশন)

দৃশ্য।—সরোবর-তীর।

মক।—((স্বগত) হাঁ, সেই ভাল। এই রকম করে' অন্য দিকে ওঁর চিত্ত বিক্ষেপ করা যাক্। (প্রকাশ্যে) সখা মাধব!

মদকল মরালের
পক্ষ-সঞ্চালনে দেখ দোলে শতদল।
অশ্রুবারি নিবারিয়া
যতক্ষণ নাহি আসে পুন অশ্রু জল,
ততক্ষণ দেখে লও
এইসব সুশোভন মনোহর স্থল॥

(সোদ্বেগে মাধবের গাত্রোত্থান)

মক।—একি! আমার কথায় কর্ণপাত না করেই' শূন্য-মনে অন্য দিকে কোথায় যাচ্চ? সখা! স্থির হও।

দেখ :—

বঞ্জুল-কুসুম-গন্ধে
নিকুঞ্জ তটিনী-বারি কিবা সুরভিত!
যূথিকা-কলিকা-রাশি
তটিনীর-প্রান্ত-দেশ করে আচ্ছাদিত,
পর্ব্বতের সানু-পরে
"কুটজ"-কুসুম ফোটে সহাস-আনন,
মেঘ-চন্দ্রাতপ শিরে
—মত্ত ময়ূরের নৃত্য করে উত্তেজন॥

তা ছাড়া :—

শৈলের পর্য্যন্ত-ভূমি
সমাচ্ছন্ন বিকসিত-কদম্ব-কোরকে।

নদীকূল সুশোভিত

উদ্‌ভিন্ন-অঙ্কুর-নব সুচারু কেতকে।

দিগন্ত হয়েছে কিবা জলদ-শ্যামল।

শিলীন্ধ্র-কুসুম-লোধ্রে হাসে বনস্থল॥

মাধ।—সখা! সবই দেখছি; দূর-দৃশ্য অরণ্য-ভূমি রমণীয় বটে—কিন্তু এসব আমার কাছে কি? (সাশ্রু নয়নে) অথবা আরও যদি কিছু থাকে তাতেই বা আমার কি?

আসিয়াছে কাল, যবে

স্নিগ্ধ জলদ-রাজি, পূরবের ঝঞ্ঝানিলে হয়ে সঞ্চালিত

(সালার্জ্জুণ-গন্ধী বায়ু)

বিশ্বলিত ইন্দ্রনীল-খণ্ড যেন, নভস্তল করে আচ্ছাদিত।

আহা কি কালের শোভা!

তাপ-বৃষ্টি ক্রমান্বয়ে করে যাতাযাত, এক যায় অন্য আসে।

জলদের বরিষণে

ধারাসিক্ত বসুন্ধরা আমোদিত আহা কিবা মধুর সুবাসে॥

হা প্রিয়ে মালতি!

কেমনে হেরিব এবে

তরুণ-তমাল-নীল দিগন্তে জলদ-অগণনা

শীত-বায়ু-সঞ্চালিত অভিনব সলিলের কণা।

কেমনে হেরিব বল

সেই সে দিগন্ত-দেশ চারু-ইন্দ্রধনু-সুশোভিত

মদকল-নীলকণ্ঠ-ময়ূর-কলহ-মুখরিত॥

(শোকার্ত্ত ভাবে)

মক।—ওঃ! সখার এ কি দারুণ পরিণাম! (সাশ্রুলোচনে) আশ্চর্য্য! আমার বজ্রময় হৃদয় এখনও প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে

পারচে? (নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা মাধবের, বাঁচবার আর কোন আশাই নাই। (সভয়ে অবলোকন করিয়া) একি! মূর্চ্ছিত হয়েছেন নাকি? (আকাশে) সখি মালতি! এখনও কি তোমার দয়ার উদ্রেক হল না?

না মানি' বান্ধব-জনে
প্রেমের আবেগ-ভরে সাহস করিলে প্রদর্শন
তবে কেন বল সখি
নিরদোষী প্রিয়জনে হইলে গো নির্দ্দয় এখন?

একি! এখনও যে নিশ্বাস পড়চে না! হা বিধাত! আমার কি সর্ব্বনাশই করলে! মাগো! মাগো!

দলিত হৃদয় মম,
বিচ্ছিন্ন এ দেহের বন্ধন,
শূন্যময় এজগৎ,
অবিরত অন্তর্‌দহন,
প্রগাঢ় তিমিরে মগ্ন
অন্তরাত্মা বড়ই ব্যাকুল,
সমস্ত স্তম্ভিত মোহে,
এ অভাগা কোথা পায় কূল?

হায়! কি কষ্ট! কি কষ্ট!—আহা!

সখা মোর বন্ধুতার হৃদয়-জোছনা,
মালতীর নয়নের পূর্ণ-চন্দ্রমা
মকরন্দ-পরাণের আনন্দ-দায়ক,
সর্ব্ব-অগ্রগণ্য, জীব-লোকের তিলক।
সেই সে মাধব এবে মোহে হতজ্ঞান
ইহলোক হতে বুঝি করিলা প্রয়ান॥

হা! সখা মাধব!

গাত্রের চন্দন-রস, শারদেন্দু নেত্রে মোর,
হৃদয়-আনন্দ তুমি, তোমাতে ছিলাম ভোর।
সুন্দর সকল হতে, হরিল তোমায় কাল,
একি সর্ব্বনাশ হল! হায়! ভাঙ্গিল কপাল॥

(স্পর্শ করিয়া)

অকরুণ সখা ওহে
স্মিতোজ্জ্বল তব দৃষ্টি কর বিতরণ,
নিদারুণ! কৃপা করি'
একটি করহ দান মুখের বচন।
তোমা পরে অনুরক্ত
চিত্ত যার,—মকরন্দ তব সহচর
করিছ কেন গো তবে তারে হতাদর?

(মাধব সংজ্ঞালাভ করিয়া)

মক।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) নব-জলধরের জলকণা-বর্ষণে, উজ্জ্বল রাজপট্ট-মণির যে অবস্থা হয়, সেইরূপ আমার সখা আবার বেঁচে উঠেছেন দেখ্‌ছি—আ! বাঁচা গেল, জগৎ যেন আবার প্রাণ পেলে।

মাধ।—আচ্ছা বল দেখি, এই বনের মাঝে কাকে এখন দূত করে' প্রিয়ার নিকট পাঠাই?

(অবলোকন করিয়া) আহা, কি চমৎকার!

নদীতীরে ওই দেখ ফল-ভরে পরিণত
শ্যামল জম্বুর কুঞ্জ হয়ে আছে অবনত।
ঊর্ম্মিদল মৃদু মৃদু তটে ভাঙ্গি ভাঙ্গি পড়ে।

নদীর উত্তর ভাগে পর্ব্বত শিখর-পরে
নব-জলধর ওই উপচিত-ঘন-পুঞ্জ,
যেনরে প্রবীন-কায় নীলবর্ণ তাল-কুঞ্জ॥

(সাদরে উত্থান করিয়া উর্দ্ধমুখে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক)

ও গো সৌম্য! বল দেখি :—

প্রিয়সখী সৌদামিনী করে কিনা তোমা আলিঙ্গন?
প্রণয়ী চাতক চারু করে কিনা তব আরাধন?
পূর্ব্ব-বায়ু যত্নে কিগো গাত্র টিপি দেয় গো তোমার?
ইন্দ্র-ধনু চিত্রি' তনু করে কি গো শোভার বিস্তার?

(কর্ণপাত করিয়া) এই যে! মেঘের স্নিগ্ধ-গম্ভীর প্রতিধ্বনিতে গিরি-গুহা সব পরিপূরিত হয়ে উঠ্‌ল। আর ঐ শোনো, উর্দ্ধকণ্ঠ আনন্দিত ময়ূরগণ মন্দ্র-হুঙ্কারে আমার কথায় সায় দিচ্চে। আচ্ছা এইবার তবে আমার প্রার্থনা জানাই। ভগবন্ জীমূত!

এজগতে ইচ্ছামত ভ্রমিতে ভ্রমিতে
যদি কভু প্রিয়া পড়ে তোমার দৃষ্টিতে,
প্রথমে আশ্বাস দিয়া বোলো তাঁরে মাধবের দশা,
বলিতে সে কথা কিন্তু দেখো যেন ভেঙ্গো নাকো আশা।
আশাতন্তু হলে ছিন্ন নিশ্চয় মরণ।
সেই তাঁর একমাত্র জীবন-বন্ধন॥'

(সহর্ষে) একি! মেঘ চলে গেল যে! তবে এখন আমি অন্যত্র যাই। (পরিক্রমণ)

মক।—(সোদ্বেগে) একি! রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় মাধব উন্মাদগ্রস্ত হয়েছেন দেখ্‌ছি: হা তাত! হা জননি! ভগবতি! রক্ষা কর। মাধবের কি অবস্থা হয়েছে দেখ এসে।

মাধ।—(চারিদিক অবলোকন করিয়া) হা! কি প্রমাদ!

লোধ্রের কুসুম-নব কান্তি নিল তাঁর,
কুরঙ্গী লোচন নিল, গজ গতি আর,
লতিকা নম্রত্ব নিল,আমার সে প্রিয়া
আছেন বিপিনে ব্যক্ত বিভক্ত হইয়া॥

হা প্রিয়ে মালতি! (মূর্চ্ছা)

মক।—

গুণের নিধান যেই, পরাণের প্রিয়তম নাথ,
গাঢ় সখ্য জনমিল ধূলি-খেলা করি' যার সাথ
এহেন সখারে হেরি' প্রিয়-জন-বিরহ-আতুর,
দুই ভাগে ফাটি' কেন, হত-হৃদি, না হইলি চূর?

মাধ।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া উত্থান)

ব্রহ্মার সৃষ্ট জীবগণের মধ্যে সাদৃশ্য নিশ্চয়ই দুর্লভ নয়। আচ্ছা তবে (উচ্চৈঃস্বরে) ওহে পর্ব্বত অরণ্যচারী জীবগণ! তোমাদের প্রণতি পুরঃসর এই নিবেদন করচি, অনুগ্রহ করে' মুহূর্ত্তকাল আমার কথায় অবধান কর।

এস্থানে করিছ বাস, দেখেছ কি তোমরা হেথায়
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কোন কুল-ললনায়?
অথবা জানোগো যদি কি দশা ঘটিল—বল তবে।
বয়োবস্থা তাঁর যাহা, শুন সখা সবে :—
—যে বয়সে মনোভব মনোমাঝে জাগে বিলক্ষণ
অথচ থাকেনা অঙ্গে অনঙ্গ-লক্ষণ॥

ওঃ!—কি কষ্ট! কি কষ্ট!

পাখা তুলি নাচে শিখী
আচ্ছন্ন করিয়া মোর বাক্য-হাহাকারে

মদ-ভ্রান্ত-নেত্র-তারা

চাতক হরষে চলে কান্তা-অভিসারে,

নিজ-প্রিয়া-কপোলটি

কুসুম-পরাগে চিত্র করয়ে বানর,

প্রার্থনা জানাই কারে

সবাই কাজেতে ব্যস্ত—নাহি অবসর ॥

আরও দেখ :—

বানর সে চুম্বে নিজ প্রিয়া-মুখ তুলি',

সে মুখে অধর-রাগে শোভে দন্তগুলি।

"রোচনী"র পুষ্পসম কপোল পাটল।

মুখবর্ণ—পাকা-ফাটা দাড়িম্বের ফল ॥

ওই দেখ গজরাজ, রোহিণ-গাছে ঠেস্ দিয়ে, নিজ প্রিয়তমা করিণীর কাঁধে শুঁড়টি রেখে, কেমন বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করচে! একি ওরও দেখছি কিছুমাত্র অবসর নাই।

দন্ত-অগ্র বুলাইয়া

নিজ সহচরী-গাত্র করে কণ্ডূয়ন,

পরশ-সুখের-বশে

মুদে আসে করিণীর মুকুল-নয়ন।

কর্ণ দুটি আন্দোলিয়া পরম্পরা-ক্রমে

বীজন করে সে তারে সুখদ পবনে।

খাওয়াইছে অর্দ্ধভুক্ত নব কিশলয়,

ধন্যরে মাতঙ্গ তব প্রেম-পরিচয়!

(অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)

এই যে আর একটা গজরাজ।

মেঘের গর্জ্জন শুনি
প্রত্যুত্তরে আর ওযে করেনা গর্জ্জন,
আসন্ন সরসী হতে
শৈবালের রাশি মুখে করে না গ্রহণ,
মদ নাহি ঝরে গণ্ডে
বিষাদে মধুপ তাই হয়ে আছে মূক্
ম্লান-মুখ গজরাজ
প্রাণ-সমা প্রিয়ার বিরহে পায় দুখ্॥

আর ওকে কষ্ট দিয়ে কি হবে—আমি অন্য দিকে যাই। (অবলোকন করিয়া)

এই যে আর একটি যূথ-পতি মত্ত গজ সরোবরে বিহার করচে। তার মাংসল গণ্ড-নিঃসৃত মদস্রাবে সরোবর আমোদিত। আবার বিকসিত কদম্বের সংস্পর্শে আরও যেন সুরভিত হয়ে উঠেছে। গজরাজ পদ্মের পত্র, কেশর, মৃণাল, কন্দ প্রভৃতি বিদলিত ও বিকীর্ণ করতে করতে নলিনী-বনের মধ্য দিয়ে চলেছে। তার অনবরত কর্ণ-সঞ্চালনে চারিদিকে যেন জলকণার কুয়াশা বিস্তার হয়েছে। গজরাজের কণ্ঠ হতে মধুর গম্ভীর গর্জ্জন-ধ্বনি নিঃসৃত হচ্চে—আর তার সহচরী আনন্দে শ্রবণ করচে। আর ঐ গর্জ্জন শুনে হংস বক চক্রবাক জলপক্ষীগণ ভয়ে পালাচ্চে। আচ্ছা তবে এইবার ওর সঙ্গে ব্যাক্যালাপ করা যাক্। মহাভাগ নাগপতে! তোমারই যৌবন শ্লাঘ্য, প্রিয়ার মনস্তুষ্টি সাধনেও তোমার বিলক্ষণ চাতুর্য্য আছে।

(নিন্দাচ্ছলে)
লীলাচ্ছলে উৎপাটিয়া
মৃণালের দণ্ডগুলি কর-কবলিত।

গণ্ডূষ, পরশে তার
বিকসিত পদ্ম-গন্ধে হয় সুরভিত।
গণ্ডূষের-জল-কণা
শুণ্ডে করি' প্রিয়গাত্রে করিছ সিঞ্চন,
কিন্তু কৈ করিলে নাতো
পদ্মপত্র-ছত্র তার মাথায় ধারণ॥

একি! আমার কথা অবজ্ঞা করে' নীরস ভাবে যে চলে গেল! হা! আমি কি নির্ব্বোধ! সখা মকরন্দের সঙ্গে যেরূপ ভাবে কথা কই, এই বনচর পশুর সঙ্গে আমি যে সেইরূপ ভাবেই কথা কচ্চি! হা সখা!

একাকী থাকিনু যদি
ধিক্ তবে দুখের জীবনে,
ধিক্ সে সৌন্দর্য্য, যদি
না ভুঞ্জিনু মিলি তোমা সনে।
যেদিন না কাটে মম
তোমার বা তাঁহার সহিত
সেদিন বিলুপ্ত হয়ে
স্মৃতি হতে হোক্ তিরোহিত।
প্রমোদের আশে চিত্ত
অপরত্র যদি কভু ধায়
কি ফল তাহাতে বল
ধিক্ সেই মৃগ-তৃষ্ণিকায়॥

মক।—আহা! সখা উন্মাদ-মোহে আচ্ছন্ন, তবু আমার প্রতি কেমন সদয়; পূর্ব্ব স্নেহের সেই সহজ-সংস্কারটি কোন সূত্রে বোধ হয় আবার জাগরূক হয়েছে। এখন উনি মনে করছেন, আমি নিকটে

নাই। (সম্মুখে আসিয়া) এই দেখ আমি তোমার সেই হতভাগ্য সহচর মকরন্দ!

মাধব।—প্রিয় সখা! আমার সহিত সাদর-সম্ভাষণ কর, আমাকে আলিঙ্গন কর—মালতীর আশায় নিরাশ হয়ে আমি অবসন্ন হয়ে পড়েছি। (মূর্চ্ছা)

মক।—এই শোনো, তোমাকে আমি সাদর সম্ভাষণ করচি—প্রাণ-সখা! (সকরুণে অবলোকন করিয়া) হা! কি কষ্ট! যে মুহূর্ত্তে উনি আমাকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎসুক সেই মুহূর্ত্তেই আবার অচেতন হয়ে পড়লেন। সব শেষ হয়ে গেছে, আর দেখ্‌চি আমার আশার যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। এখন বেশ বোঝা যাচ্চে, আমার সখা আর নাই। হা বয়স্য!

স্নেহেতে ব্যাকুল হয়ে
অকারণে হইতাম কম্পিত-হৃদয়,
বিপদ আশঙ্কা করি'
চিত্ত-মাঝে হ'ত কত ভয়ের উদয়।
সেই সে উদ্বেগ-চিন্তা
মুহূর্ত্তের মধ্যে এবে শান্ত সমুদয়॥

সখা! সেই পূর্ব্বেকার মুহূর্ত্তগুলি কষ্টকর হলেও তবুতো সে ভাল ছিল——তবু তো তখন মনে করতে পারতেন তোমার চৈতন্য আছে, কিন্তু এখন :—

ভার-মাত্র দেহ মোর, প্রাণ বজ্রময়,
শূন্য দশ দিক, ব্যর্থ ইন্দ্রিয়-নিচয়।
দিনপাত কষ্টকর তোমার গমনে,
জীবলোক নিরালোক তোমার বিহনে॥

(চিন্তা করিয়া) তবে কি এখন মাধবের মরণের সাক্ষী হয়েই জীবন ধারণ করব? না, ঐ গিরি-শিখর হতে পাটলবতী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মাধবের মরণ-পথে অগ্রসর হই। (করুণ-হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়া অবলোকন) ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

একি সেই নীলোৎপল দেহ-খানি মনোহর অতি,
গাঢ়তর আলিঙ্গন করি' যারে না হ'ত তৃপতি।
মালতী উৎসুক হয়ে যে তনুটি করিত দর্শন
বিস্ময়-উল্লাস-ভরে নব প্রেমে বিভ্রান্ত-লোচন॥

আশ্চর্য্য! এই দেহে এত অল্প বয়সে এত অধিক গুণের সমাবেশ কি করে' হল? সখা মাধব!

নিরমল পূর্ণ ইন্দু, পড়িল গো রাহুর গরাসে,
ঘনীভূত জলধর ছিন্ন-ভিন্ন প্রবল বাতাসে,
ফলপ্রসূ তরুবর, হল আহা দগ্ধ দাবানলে,
ধরা-হৃত চূড়ামণি, তুমি গেলে মৃত্যুর কবলে॥

(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, যদিও আমার সখা গত হয়েছেন, তবু তাঁকে একবার আলিঙ্গন করি। কিছু পূর্ব্বে উনিই তো এইরূপ প্রার্থনা করেছিলেন। (আলিঙ্গন করিয়া) হা সখা! বিমল বিদ্যার নিধি! সর্ব্ব-গুণের গুরু! মালতীর স্বয়ং-গৃহীত জীবিতেশ্বর! হা স্মর-সুন্দর! কামিনী-জন-চিত্তহারী! তুমি যে বান্ধব-পয়োনিধির শরচ্চন্দ্র! তুমি যে কামন্দকী ও মকরন্দের আনন্দকর চন্দ্রবদন মাধব! এতদিন মকরন্দের এই বাহুবন্ধন এ সংসারে তোমার ইচ্ছা-সুলভ ছিল, এখন তাও আর পাবে না। মকরন্দ এখন তোমা বিনা মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাক্‌বে, এ কথা মনেও করো না।

জন্মাবধি দুইজনে এক সঙ্গে করি' অবস্থান
এক মাতৃ-স্তন-দুগ্ধ সমভাবে করিয়াছি পান,

এখন যে বন্ধুদত্ত প্রেতোদক পিইবে একাকী
বল দেখি প্রিয় সখা, তোমার তা' উচিত হয় কি ?

(করুণভাবে ত্যাগ করিয়া পরিক্রমণ)

এই তো নীচে পাটলবতী নদী।

ভগবতি পাটলবতি! যেখানে প্রিয় সুহৃদের জন্ম হবে সেইখানে আমারও যেন জন্ম হয়—আমি যেন আবার তাঁরই সহচর হই! (নদীতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত)

সহসা সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌ।—(নিবারণ করিয়া) বৎস! ও দুঃসাহসের কাজ কোরো না কোরো না।

মক।—(দেখিয়া) তুমি কে মা ? কেন তুমি আমাকে নিষেধ কচ্চ ?

সৌ।—তুমি কি বৎস মকরন্দ ?

মক।—আমি হতভাগ্য মকরন্দই বটে—আমাকে ছেড়ে দিন।

সৌ।—বৎস! আমি যোগিনী, মালতীর একটি অভিজ্ঞান-চিহ্ন আমার কাছে আছে।

(বকুল মালা প্রদর্শন)

মক।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া করুণভাবে) আর্য্যে! মালতী কি জীবিত আছেন ?

সৌ।—আছেন বৈকি। বৎস! মাধবের কি কোন অমঙ্গল হয়েছে যে তুমি এই দুঃসাহসের কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছ ? ভয়ে আমার হৃদয় কাঁপ্‌চে—মাধব কোথায় ?

মক।—আর্য্যে! আমি প্রমুগ্ধ হয়ে বৈরাগ্যের বশে তাঁকে ত্যাগ করে এখানে এসেছি। তবে আসুন, আবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিগে।

(দ্রুত পরিক্রমণ)

মাধ।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া) একি! আমাকে কে জাগিয়ে দিলে ?

(চিন্তা করিয়া) নব-জলধরবাহী এই পবনেরই কার্য্য দেখ্‌ছি— পবন তো আমার অবস্থা জানে না।

মক।—আ! বাঁচা গেল, সখার চৈতন্য হয়েছে।

সৌ।—(অবলোকন করিয়া) মালতী যেরূপ আমাকে বলেছিলেন, এই দুই জনের সেই প্রকার আকৃতিই বটে!

মাধ।—ভগবন্ প্রাচ্য-সমীরণ!

জলভরা জলদেরে কর সঞ্চালিত,
বিহঙ্গম চাতকেরে কর প্রমোদিত,
উৎকণ্ঠ শিখীর উঠাও কেকা-রব,
করাও গো কেতকীর কুসুম প্রসব,
বিরহী সে মূর্চ্ছা লভি'
কথঞ্চিৎ ব্যথা করে দূর,
চৈতন্যের আধি-ব্যাধি
কেন তবে আনিলে নিঠুর!

মক।—অখিল জীবের যিনি জীবন, সেই পবন-দেব ভাল কাজই করেছেন।

মাধ।—যাই হোক্ পবন-দেব! তোমার নিকট এখন এই প্রার্থনা:—

বিকসিত কদম্ব-কুসুম-রেণু সনে
লয়ে যাও মোরে তুমি প্রিয়ার সদনে,
অথবা থাকয়ে যদি
প্রিয়া-অঙ্গ-সহবাসে সুশীতল দ্রব্য এক-রতি
অর্পণ করগো মোরে,
তুমিই এখন মোর একমাত্র আশ্রয় ও গতি॥

(কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক প্রণাম)

সৌ।—এইবার অভিজ্ঞান-চিহ্ন দেখাবার ঠিক্ সময় হয়েছে।

(মাধবের অঞ্জলীবদ্ধ হস্তে মালা নিঃক্ষেপ)

মাধ।—(বিস্ময় ও হর্ষ সহকারে) এই কি সেই আমার স্বহস্ত-রচিত, প্রিয়া-বক্ষ-স্থিত, মদনোদ্যানের বকুল ফুলের মালা ?

—(নিরীক্ষণ করিয়া সহর্ষে) হাঁ তাই বটে—কোন সন্দেহ নাই। দেখনা কেন—

সেই চারু চন্দ্রানন-
দরশন-কৌতূহল করিতে গোপন
মালার যে ভাগ আমি
গ্রন্থন করিয়াছিনু করিয়া বিষম,
সুবিন্যস্ত না হলেও,
যে ভাগ দেখিয়া তুষ্ট হয় লবঙ্গিকা,
সে ভাগ দেখি যে হেথা,
সন্দেহ নাহিক তবে—সেই সে মালিকা॥

(হর্ষোন্মাদ সহকারে উত্থান)

প্রিয়ে মালতি! এই মালায় যেন তোমাকেই দেখ্‌ছি। (কোপ-সহকারে) আমার কি দশা হয়েছে তুমি কি তা জান্‌চ না ?

প্রাণ বুঝি বাহিরয়, হৃদয় বিদীর্ণ হয়,
দহে সর্ব্ব অঙ্গ, তম চতুর্দ্দিক-ময়।
শীঘ্র হও পরকাশ এ নহে গো পরিহাস,
নেত্রানন্দ দান কর, হোয়ো না নির্দ্দয়॥

(নৈরাশ্য-সহকারে চারিদিক অবলোকন করিয়া) কৈ—মালতী কোথায় ? (বকুল মালাকে উদ্দেশ করিয়া) ও গো প্রিয়া-প্রণয়িনী বকুলমালা! তুমি আমার উপকারী বন্ধু, তোমাকে পেয়ে আমি কৃতার্থ হলেম!

প্রিয় সখি মালিকা গো !

জ্বলিতেন প্রিয়া যবে দুঃসহ মদন-যাতনায়

আলিঙ্গন করি' তোমা

ভাবিতেন আলিঙ্গিলা মোরে তাঁর মুগ্ধ কল্পনায় ॥

(করুণভাবে নিরীক্ষণ)

একবার মোর কণ্ঠে

পুন প্রেয়সীর কণ্ঠে করি' যাতায়াত

জ্বালিলে মদন-জ্বালা

আনন্দ-রস মিশ্রিত করি' তার সাথ।

স্নেহের আকর গাঢ়

অনুরাগ হৃদয়ে করিলে সঞ্চারিত।

স্মরিলে সে সব কথা

ঘোর কষ্ট হৃদে আসি' হয় উপস্থিত ॥

(হৃদয়ে স্থাপন করিয়া মূর্চ্ছিত)

মক।—(নিকটে আসিয়া বীজন) সখে ! ধৈর্য্য ধর ! ধৈর্য্য ধর !

মাধ।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া) মকরন্দ ! দেখ না, কোথা হতে সহসা মালতীর স্নেহ বহন করে' এই বকুলমালা এখানে এসে উপস্থিত। এতে তোমার কি মনে হয় ? ব্যাপারটা কি বল দেখি।

মক।—সখা ! এই আর্য্যা যোগেশ্বরীই মালতীর এই অভিজ্ঞান-চিহ্নটি নিয়ে এসেছেন।

মাধ।—(দেখিয়া করুণভাবে কৃতাঞ্জলি) আর্য্যে, অনুগ্রহ করে' বলুন, প্রিয়া আমার বেঁচে আছেন কি না।

সৌ।—বৎস ! নিশ্চিন্ত হও, নিশ্চিন্ত হও—সে কল্যাণাস্পদা জীবিত আছে।

মাধব মকরন্দ।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) আর্য্যে ! তা যদি হয়, তবে তাঁর সমস্ত বৃত্তান্তটা আমাদের বলুন।

সৌ।—যখন অঘোরঘণ্টা করালা দেবীর মন্দিরে মালতীকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিল, তখন মাধব অসির দ্বারা তাঁর প্রাণ সংহার করেন।

মাধ।—(উদ্বেগ-সহকারে) আর্য্যে ! ক্ষান্ত হোন্—তারপর কি হয়েছিল বেশ বোঝা যাচ্চে।

মক।—কি হয়েছিল ?

মাধ।—সখা, আর কি হবে ?—কপালকুণ্ডলার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে।

মক।—আর্য্যে ! তা কি সত্য ?

সৌ।—বৎস যা বল্‌চেন তাই বটে।

মক।—ওঃ ! কি কষ্ট ! কি কষ্ট !

শরৎ-জোছনা-রাশি কুমুদে মিলিল আসি,
উভয়-লাবণ্য তাহে বাড়িল কত না।
আহা কিবা সুশোভন, রূপে রূপে সম্মিলন,
কিন্তু হায় একি পুন বিধি-বিড়ম্বনা,
সহসা আনি' অকালে নিবিড় জলদ-জালে
পুন করে দোঁহা-মাঝে বিচ্ছেদ ঘটনা॥

মাধ।—হা প্রিয়ে মালতি ! তোমার কি ভয়ানক কষ্টের অবস্থা। কপাল-কুণ্ডলা যখন এসে তোমাকে ধরলে, তখন প্রিয়ে না জানি তোমার কি দশা হয়েছিল। চন্দ্রকলা রাহু-গ্রস্ত হলে যেরূপ হয় বোধ তাই হয়েছিল।

ভগবতি কপালকুণ্ডলে !

এ হেন রমণীরত্ন
আদরের যতনের ধন

রাক্ষসীর ব্যবহার
তার প্রতি কোরো না অমন।
হও গো কল্যাণপর ;
শিরেই ধারণ করা পুষ্প স্বাভাবিক,
যে দলে চরণে তারে,
না করে উচিত কাজ—তারে শত ধিক্ ॥

সৌ।—বৎস অধীর হয়ো না।

নিষ্করুণ সে যে অতি,
করিত সে পাপ-আচরণ
যদি না গো আমি আসি'
করিতাম তারে নিবারণ ॥

মাধব মকরন্দ।—(প্রণাম করিয়া) আমাদের প্রতি শ্রীচরণের যথেষ্ট অনুগ্রহ। এখন বলুন্ কি করে' আপনি আমাদের বন্ধু হলেন।

সৌ।—পরে তা জান্‌তে পার্‌বে। (উত্থান করিয়া) আপাততঃ আমিঃ—

গুরুচর্য্যা, তন্ত্র-মন্ত্র, যোগের অভ্যাসে
যে শকতি লভিয়াছি প্রভূত আয়াসে,
সেই আকর্ষণী-শক্তি তব শুভ-তরে
এই দেখ বিস্তারিনু আকাশের পরে ॥

(মাধবকে লইয়া প্রস্থান)

মক।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

বৈদ্যুৎ ও তামসের একি হেরি চমৎকার ভীষণ মিলন,
সহসা উদিত হয়ে চকিতে মিলায়ে গেল ধাঁধিয়া নয়ন ॥

(সভয়ে অবলোকন করিয়া)

একি হল?—বয়স্য তো নাহি হেথা, কোথা তিনি তবে'?

(চিন্তা করিয়া)

দেখিছ কি? যোগীশ্বরী গেছে লয়ে মহিমা-প্রভাবে॥

(সন্দিগ্ধ-চিত্তে) আবার কোন অনর্থ উপস্থিত হল না তো? কিছুই তো ভেবে পাই নে।

প্রবল বিস্ময়-বশে

ভুলিতে না ভুলিতে সে পূর্ব্ব-ইতিবৃত্ত,

অদ্ভুত নূতনতর

ভয়-জ্বরে জর-জর হয় পুন চিত্ত।

ঘোরতর মোহ আসি

ভাঙ্গিছে গড়িছে একই ক্ষণে

শোকানন্দ যুগপৎ

উদয় হইল আসি মনে॥

আমাদের লোক জনের সঙ্গে ভগবতী এই গহন কান্তারে প্রবেশ করে' মালতীর অন্বেষণ করচেন—যাই তাঁকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিগে।

(প্রস্থান)

ইতি নবম অঙ্ক সমাপ্ত।

দশম অঙ্ক।

দৃশ্য—অরণ্যের অপর অংশ।

কমন্দিকা, লবঙ্গিকা ও মদয়ন্তিকার প্রবেশ।

কম।—(সাশ্রুলোচনে) হা বৎসে মালতি। তুমি যে আমার কোলের ভূষণ—কোথায় তুমি?—উত্তর দেও।

জন্মাবধি হতে তব
প্রতি মুহূর্ত্তের আচরণ সব করিয়া স্মরণ
আর সে মধুর বাণী—
সন্তাপেতে দহে তনু, হৃদি মোর হয় বিদীরণ॥

(আকাশে) আরও শোনো বৎসে!

মনে হয় শৈশবের
সেই তব হাসি-কান্না স্বত-উচ্ছসিত,
কলিকাগ্র দন্ত-গুলি,
শোভিত রে মুখ তব চন্দ্র-বিনিন্দিত,
আর সেই অসম্বন্ধ
আধো-আধো বাধো-বাধো মধুর জল্পিত॥

মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা—(সাশ্রুলোচনে আকাশে) হা প্রিয়সখি! চন্দ্রাননে—তুমি কোথায় গেলে? তুমি এখন একাকিনী, না জানি তোমার সেই কুসুম-সুকুমার শরীরের কি অবস্থা হয়েছে। হা মহাভাগ মাধব! তোমার জীব-লোকের মহোৎসব জন্মের মত অস্ত হল।

কাম। (খেদ-সহকারে) হা বৎস-দ্বয়!

যেই মাত্র জনমিল নূতন প্রণয়,
—পরস্পর আলিঙ্গনে উৎসুক-হৃদয়—
অমনি গো নিয়তির মহাবাত্যা আসি'
লবলী-লবঙ্গে যেন গেলরে বিনাশি'॥

লব।—(উদ্বেগ-সহকারে) হতাশ বজ্রময় প্রাণ, তুই কি নিষ্ঠুর! (বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া পতন)

মদ।—সখি লবঙ্গিকে! আমি তোমাকে অনুনয় করচি, আর একটু খানি ধৈর্য্য ধরে' থাক।

লব।—সখি, কি করি, বজ্রময় কঠিন প্রাণ আমাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করচে না।

কাম।—বৎসে মালতি! জন্মাবধি লবঙ্গিকা তোমার প্রিয় সহচরী, এখন অভাগিনীর প্রাণ যাচ্চে, তবু ওর উপর তোমার দয়া হচ্চে না? এখন:—

তোমার বিহনে ম্লান স্নেহময়ী তব এই সখী—
দীপ-শিখা নিবে গেলে সলিতাটি যথা মসী-মুখী॥

বৎসে, কেমন করে নির্দ্দয় হয়ে কামন্দকীকে পরিত্যাগ করলে? আমার এই চীর-বসনের উত্তাপেই কি তোমার অঙ্গগুলি বর্দ্ধিত হয় নি?

স্তন্য-ত্যাগ হতে বাছা
পেয়ে তোরে সুধামুখি দন্ত-পুত্তলির মত
শিখাইনু খেলাধুলা
লালিয়া পালিয়া পরে বিদ্যা শিক্ষা দিনু কত।
তারপর বড় হলে
গুণবান লোক-শ্রেষ্ঠ বর আনি দিনু তোকে

মায়ের অধিক করি'

নহে কি উচিত তোর দেখা মোরে স্নেহ-চোখে ?

(নৈরাশ্য-সহকারে) চন্দ্রমুখি আমার! এখন আমি হতাশ হয়ে পড়েছি।

আশা ছিল দেখিব রে

কোলে শুয়ে শিশু তোর করে স্তন পান

দেখিব তাহার সেই

অকারণ-হাস্যময় সুচারু বয়ান,

ললাটে মাথায় তার

শ্বেতবর্ণ সর্‌ষপ হয়েছে অর্পিত ;

এমনি অদৃষ্ট মন্দ

সে সব আশায় আমি হইনু বঞ্চিত ॥

লব।—ভগবতি! প্রসন্ন হয়ে আজ্ঞা করুন, আমি এই গিরি-শিখর হতে পড়ে শান্তিলাভ করি, এই জীবনের ভার আর আমি বহন করতে পাচ্চি নে। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন জন্মান্তরে প্রিয়সখীকে আবার দেখ্‌তে পাই।

কাম।—না লবঙ্গিকে! মালতীর বিরহে কামন্দকী যে জীবিত থাক্‌বে, এ কথা মনেও কোরো না। আমাদের উভয়েরই শোক-বেগ সমান। দেখ :—

কর্ম্ম-ফল-ভেদে যদি

প্রিয়জন-সনে পুন না ঘটে মিলন,

প্রাণ-বিসর্জ্জনে তবু

অবশ্য হইবে শোক-তাপ নিবারণ ॥

লব।—তাই ঠিক্। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য! (উত্থান)

কাম।—(সদয় ভাবে দেখিয়া) বৎসে মদয়ন্তিকে!

মদ।—আমাকে কি অগ্রসর হতে আজ্ঞা করচেন?—আমি প্রস্তুত আছি।

লব।—সখি! আমার কথা শোনো, তুমি আত্মহত্যা কোরোনা, তুমি থাকো। আমি চল্লেম—সখি আমাকে ভুলো না।

মদ।—(কোপ-সহকারে) যাও সখি, আমি তোমার ও কথা শুন্‌তে চাই নে।

কাম।—(স্বগত) হায় হায়! হতভাগিনী যে স্থির-সঙ্কল্প দেখ্‌ছি।

মদ।—(স্বগত) মকরন্দ! নাথ! প্রণাম! প্রণাম! এই অন্তিম কালের প্রণাম!

লব।—ভগবতি এই দেখ, পবিত্র মধুমতী নদী মেখলার ন্যায় চারিদিক বেষ্টন করে আছে, আর এই সেই পর্ব্বতের শিখর।

কামন্দকী।—কোনো বাধাই আমাদের এখন বিরত করতে পারবে না।

(সকলে নদীতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত)

নেপথ্যে।—

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

বিদ্যুৎ ও তামসের
একি হেরি অকস্মাৎ ভীষণ মিলন,
সহসা উদিত হয়ে
চকিতে মিলায়ে গেল ধাঁধিয়া নয়ন॥

কাম।—(দেখিয়া—বিস্ময়-হর্ষ-সহকারে)

এই যে বাছাটি মোর! একি এ ব্যাপার?

মকরন্দের প্রবেশ।

মক।— যোগিনী-প্রভাবে এনু—অন্য কিবা আর॥

নেপথ্যে

একি! লোকের যে ভয়ানক জনতা হয়েছে দেখচি।

মালতীর অমঙ্গল শুনিয়া শ্রবণে
হইয়া বিরক্ত-চিত্ত বিষয়ে জীবনে
ভূরিবসু অগ্নি-ঝাঁপ দিবে বলি' করিয়াছে স্থির
আশ্রয় করিলা হায় তাই এই শিবের মন্দির ॥

মদ।—লবঙ্গিকে! এইমাত্র আমরা মালতী মাধবকে দেখ্‌ব বলে কত আশা করছিলেম, আর এই মুহূর্ত্তেই কিনা আর এক বিপদ্ এসে উপস্থিত।

কামন্দকী মকরন্দ।—(সহর্ষে) একদিকে কষ্ট! অন্যদিকে আনন্দ!—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

একত্রে চন্দন-রস
অসি-পত্র উভে দেখি হয় বরিষণ।
বরিষে অনভ্র-সুধা
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ-সনে হয়ে সম্মিলন।
বিষ-সনে সঞ্জীবনী,
—ঘোর অন্ধকার সনে আলোক-মিশ্রণ,
অশনি শশাঙ্কে যোগ,
একি আজি বিধির বিষম সংঘটন!

(নেপথ্যে)

হা তাত! ক্ষান্ত হও—আমি তোমার মুখকমল দর্শনের জন্য অত্যন্ত উৎসুক, আমাকে প্রসন্ন হয়ে দেখা দেও। কি! তুমি যে অখিল লোকের মঙ্গল-প্রদীপ তুমি কিনা তোমার এই অযোগ্য কন্যার জন্য—যে কন্যা তোমাকে নির্দ্দয় মনে করেছিল—তার জন্য, তোমার প্রাণ বিসর্জ্জন করচ?

কাম।—হা বৎসে!

পুনর্জ্জন্ম যদি বা হইল লাভ কোন ক্রমে তোর,
রাহু-গ্রস্ত শশি-সম এ আবার কি বিপদ ঘোর!

লব।—হা! প্রিয়সখি!

মূর্চ্ছিতা মালতীকে ধরিয়া মাধবের প্রবেশ।

মাধ।—ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

প্রবাসের দুঃখ যদি কোন মতে হল অতিক্রম,
অপর সঙ্কটে পড়ি' এবে এঁর সংশয় জীবন।
ফলোন্মুখ হয় যদি দৈব অনিবার
কে বল রোধিতে পারে তাহার দুয়ার?

মক।—(সহসা সম্মুখে আসিয়া মাধবের প্রতি) সখা! আচ্ছা এখন সেই যোগিনী কোথায়?

মাধ।—

শ্রীপর্ব্বত হতে আমি
আসিছিনু দ্রুতবেগে হেথা তাঁর সনে
কাঁদিল বনের পশু,
তারপর আর তাঁরে না দেখি নয়নে॥

কামন্দকী মকরন্দ।—(কাতর ভাবে আকাশে) আর্য্যে! আবার এসে আমাদের রক্ষা করুন, কেন অন্তর্হিত হলেন?

মদয়ন্তিকা লবঙ্গিকা।—সখি মালতি! বলি ও প্রিয়সখি মালতি! ভগবতি! রক্ষা করুন রক্ষা করুন! অনেকক্ষণ ধরে, আর নিঃশ্বাস পড়চে না—হৃদয়ে স্পন্দন নাই। হা অমাত্যবর! হা প্রিয়সখি! হায়! উভয়ই উভয়ের মৃত্যুর কারণ হল!

কাম।—হা বৎসে মালতি!

মাধ।—হা প্রিয়ে!

মক।—হা প্রিয়সখি! (সকলে মূর্চ্ছিত হইয়া আবার সংজ্ঞা লাভ করণ)।

কাম।—(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) এ কি এ! হঠাৎ মেঘ-রাশি বিদীর্ণ করে', কে বারি বর্ষণ করে' আমাদের শান্তিদান করচেন?

মাধ।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) এই যে, মালতীর চৈতন্য হয়েছে।

চলশ্বাস নাসা এবে,
হইয়াছে শান্ত পয়োধর।
হৃদয়ো হয়েছে স্নিগ্ধ,
প্রকৃতিস্থ নেত্র মনোহর।
—মূর্চ্ছা-অপগমে এবে
প্রসন্নতা বিরাজে বদনে,
দিবার প্রারম্ভে যথা
পদ্ম শোভে সরসী-সদনে॥

(নেপথ্যে)

নন্দন ও নরপতি নিপতিত অমাত্য-চরণে,
অগ্রাহ্য করিয়া মন্ত্রী তাঁহাদের মিনতি-বচনে
অনলে পড়িতে যান,
এমন সময়ে আমি বলিনু সমস্ত।
বিস্ময়-আনন্দে ভোর
তখন সে কার্য্য হতে হলেন নিরস্ত॥

মাধব মকরন্দ।—(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) ভগবতি! এইবার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন!

ওই দেখ যোগীশ্বরী, মেঘরাশি করিয়া বিদীর্ণ
আকাশ হইতে এবে হতেছেন নিম্নে অবতীর্ণ,

বরষিলা এইমাত্র উনি যেই অমৃত-বচন
জলদ-বর্ষণ হতে তাহা আরো সন্তাপ-হরণ ॥

কাম।—কি আনন্দ! কি আনন্দ!

মাল।—কি ভাগ্যি, আবার আমি বেঁচে উঠলেম!

কাম।—(আনন্দাশ্রুলোচনে) এসো বৎসে এসো!

মাল।—একি! ভগবতি যে! (চরণে পতন)

কাম।—(উঠাইয়া মস্তকাঘ্রাণ করিয়া)

বেঁচে থাকো, বাঁচাও গো
যারা তব জীবন-সমান;
বাঁচুক্ সুহৃদ্ জন;
তুহিন-শীতল অঙ্গ-স্পর্শ করি দান
বাঁচাও আমারে বাছা,
আর তব প্রিয় এই সখীটির প্রাণ ॥

মাধ।—সখা মকরন্দ! জীবলোক এখন কি মধুময়!

মক।—(সহর্ষ) তাই বটে।

মদয়ন্তিকা লবঙ্গিকা।—আবার দেখতে পাব বলে আশা ছিল না—এসো আমাদের আলিঙ্গন কর।

মাল।—হা প্রিয়সখী! (উভয়কে আলিঙ্গন)

কাম।—বাছা এখন তোমার সমস্ত বৃত্তান্তটা বল দেখি।

মাধব মকরন্দ।—ভগবতি!

কপাল-কুণ্ডলা-কোপে মোদের এ বিপদ অপার,
আর্য্যার প্রযত্নে মোরা বহুকষ্টে হইনু উদ্ধার ॥

কাম।—কি! অঘোরঘণ্টাকে বধ করায় এই সমস্ত ঘটেছে?

মদ।—লবঙ্গিকে! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! বিধাতা পুনঃ পুনঃ নির্দ্দয়াচরণ করে' পরিণামে দেখ কেমন রমণীয় ভাব ধারণ করেছেন!

সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌদামিনী।—(সম্মুখে আসিয়া) ভগবতি কামন্দকি! আপনার পুরাতন শিষ্যের প্রণাম গ্রহণ করুন।

কাম।—এ কি! ভদ্রা সৌদামিনী যে!

মাধব মকরন্দ।—(সবিস্ময়ে) কি?—ইনিই ভগবতীর পুরাতন প্রিয় শিষ্য সৌদামিনী! এখন তবে সমস্তই বোঝা যাচ্চে।

কাম।— এসো এসো প্রাণসখি!

বহু পুণ্য লভেছ বাঁচায়ে বহুজনে,
অনেক দিনের পরে,
সাক্ষাৎ পাইনু আজি তোমা হেন ধনে।
দিয়াছ আনন্দ আগে
পুন আনন্দিত কর আলিঙ্গন দানে
সৌহৃদ্যের নিধি মোর!
ক্ষান্ত হও—কাজ নাই ভূমিষ্ঠ প্রণামে।
জগতের বন্দনীয়া!
যে সকল সিদ্ধি তুমি করেছ সঞ্চয়
সিদ্ধ আদি-বুদ্ধ যারা
তাহাদেরো স্পৃহনীয়—প্রার্থনা-বিষয়।
বন্ধুতার বীজ যাহা
হয়েছিল অঙ্কুরিত তোমার অন্তরে
এবে দেখিতেছি তাহা
বহুফল-প্রসূ হয়ে মঙ্গল বিতরে॥

মদয়স্তিকা লবঙ্গিকা।—ইনিই সেই আর্য্যা সৌদামিনী?

মাল।—হাঁ, ইনিই সেই সময়ে ভগবতীর পক্ষ অবলম্বন করে' কপাল

কুণ্ডলাকে ভর্ৎসনা করেন। তারপর আমাকে নিজগৃহে নিয়ে গিয়ে ভগবতীর সমান যত্নে রক্ষা করেন। আর, সেই অভিজ্ঞান-চিহ্ন বকুল-মালাটি হাতে করে' এনে তোমাদের সবাইকে মৃত্যুমুখ হতে উদ্ধার করেন। ইনিই সেই আমাদের জীবনদায়িনী সৌদামিনী।

মদয়ন্তিকা লবঙ্গিকা।—আমাদের প্রতি কনিষ্ঠা-ভগবতীর যথেষ্ট অনুগ্রহ!

মাধব মকরন্দ।—তা আর বল্‌তে!

চিন্তামণি হতে যদি
হয় ইষ্টলাভ, তবু তাহে কত চিন্তা শ্রম চাই।
আর্য্যা যাহা করিলেন
চিন্তার অতীত সে যে, অত্যাশ্চর্য্য—বলিহারি যাই॥

সৌদামিনী।—(স্বগত) আহা! এঁদের সৌজন্যে আমি লজ্জিত হচ্চি। (প্রকাশ্যে) দেখ, আজ পদ্মাবতীর অধীশ্বর, নন্দনের সম্মতি লয়ে, ভূরিবসুর সমক্ষে এই পত্র লিখে, চিরঞ্জীব মাধবের নিকট প্রেরণ করেছেন। (পত্র অর্পণ)

কাম।—(গ্রহণ করিয়া পঠন) "স্বস্তিরস্তু! পদ্মাবতীশ্বরের বিজ্ঞাপন এই :—

গুণবান-অগ্রগণ্য
তুমি গো জামাতা শ্লাঘ্য উচ্চ-কুলান্বিত,
বিষম বিপদ হতে
পাইয়াছ রক্ষা শুনি' মোরা আনন্দিত।
তোমারে তুষিতে আরো
মদয়ন্তিকারে দিনু তব মিত্রবরে
—বালার প্রথম প্রেম
হয় সঞ্চারিত যেই মকরন্দ-পরে॥

(মাধবের প্রতি) বৎস! শুনলে?

মাধ।—শুন্‌লেম, শুনে কৃতার্থ হলেম।

মাল।—বাঁচা গেল—হৃদয়ের আশঙ্কা দূর হল।

লব।—এখন মাধব ও মালতী উভয়েরই মনস্কামনা সম্পূর্ণরূপে সফল হল।

মকরন্দ।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) ঐ দেখ অবলোকিতা ও বুদ্ধরক্ষিতা, কলহংসের সঙ্গে আহ্লাদে নৃত্য করতে করতে এইদিকে আস্‌চেন।

অবলোকিতা, বুদ্ধরক্ষিতা ও কলহংসের প্রবেশ।

অব, বুদ্ধ, কল।—(বিবিধ প্রকার নৃত্য করিতে করিতে সম্মুখে আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক কামন্দকীর প্রতি)

কার্য্য-কুশলা ভগবতীর জয়! মকরন্দ-হৃদয়ানন্দ পূর্ণচন্দ্র মাধবের জয়! আজ কি সৌভাগ্য!

(সকলে সহর্ষে ও স্মিত-মুখে দর্শন)

লব।—এমন কে আছে যে এই সম্পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গীণ মহোৎসবে নৃত্য না করে' থাক্‌তে পারে?

কাম।—তাই বটে। এরূপ বিচিত্র রমণীয় ব্যাপার কোথায়ই বা সচরাচর ঘটে?

সৌদা।—আরও সুখের বিষয় এই, অমাত্য ভূরিবসুর ও দেবরাতের অপত্য-সম্বন্ধ-বাসনা এতদিনের পর পূর্ণ হল।

মাল।—(স্বগত) সে আবার কি?—তাঁদের কি সে বাসনা ছিল?

মাধব ও মকরন্দ।—(কৌতূহল-সহকারে) ভগবতি! আর্য্যার বচনের সঙ্গে বাস্তবিক ঘটনার তো মিল হচ্চে না।—তাঁদের সেরূপ বাসনা ছিল বলে' তো মনে হয় না।

লব।—(জনান্তিকে) ভগবতি! এর উত্তর কি?

কাম।—(স্বগত) এখন মদয়ন্তিকার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হওয়ায় নন্দন শান্ত হয়েছেন—আর কোন ভয় নাই। (প্রকাশ্যে) শোনো বৎসগণ! বাস্তবিক ঘটনার কিছুই অন্যথা হয় নি। তাঁদের পঠদ্দশায় এই সৌদামিনীর সমক্ষে, ভূরিবসু ও দেবরাত এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, ভবিষ্যতে তাঁদের উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার অপত্য-সম্বন্ধ নিশ্চয়ই স্থাপন করবেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী নন্দন পাছে রুষ্ট হন, তাই এই বিষয়টি আমি গোপন করে রেখেছিলেম।

মাল।—ওঃ! ভগবতীর আশ্চর্য্য সম্বরণ-শক্তি!

মাধব মকরন্দ।—(আশ্চর্য্য হইয়া)

ভগবতীর অচল নীতি-কৌশলকে বলিহারী!

কাম।—বৎস মাধব!

সঙ্কল্প করিয়াছিনু
মনে মনে পূর্ব্বে যে কল্যাণ,
এবে তব পুণ্যে, মম
শিষ্য-যত্নে হল ফলবান্।
তব প্রিয় সুখা-সনে
হল নিজ কান্তার মিলন;
নন্দন, নৃপতি তুষ্ট,
বল আর কিবা প্রয়োজন?

মাধব।—(সহর্ষে প্রণাম করিয়া) ভগবতি! এ অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হতে পারে? তথাপি ভগবতী-প্রসাদে এইটুকু যেন হয়:—

সাধু সজ্জনেরা যেন
পাপ-বিরহিত হয়ে হন পুণ্যে রত।

পালন করেন পৃথ্বী
নৃপগণ ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া নিয়ত।
যথাকালে মেঘগণ
করুক সুচারুরূপে বারি বরিষণ,
পুণ্যরত প্রজাসবে
লয়ে ধনশালী মিত্র আত্মীয় স্বজন,
হরষ-প্রমোদ-ভরে
অবিরত সুখে কাল করুক যাপন॥

●